আর্য্য-শিক্ষা।

শ্রীবীরেশ্বর পাঁড়ে প্রণীত।

(একাদশ সংস্করণ)

কলিকাতা ;
৩০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারি হইতে
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩১৮।

কলিকাতা।

২নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, ভিক্টোরিয়া প্রেসে

শ্রীনগেন্দ্রনাথ কোঁঙার দ্বারা মুদ্রিত।

নবম সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

সময়ের অনুপযোগী বলিয়া "চিতোর" নামধেয় প্রবন্ধটী উঠাইয়া দেওয়া হইল। তৎপরিবর্ত্তে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত শকুন্তলা হইতে কিয়দংশ এবং তারাশঙ্কর তর্করত্ন প্রণীত কাদম্বরী হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল। এতদ্ভিন্ন, মহোদয় কালীপ্রসন্ন সিংহপ্রণীত মহাভারতের কতিপয় স্থান হইতে যথাযোগ্য পরিবর্ত্তন করিয়া কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল। ফলতঃ বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ও উচ্চ নীতি শিক্ষার উপযোগী করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইয়াছে। আশা করি, ছাত্রগণ এই পুস্তকপাঠে বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ও সুনীতি শিক্ষা করিয়া মানব নাম সার্থক করিতে পারিবেন, এবং তাহা হইলেই আমার সমর শ্রম সার্থক হইবে।

কলিকাতা —
১৩১৭ সাল।

বীরেশ্বর পাঁড়ে।

সূচী।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাঁড়ে মহাশয়ের প্রণীত পুস্তকসমূহ।

বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী ও সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরিতে প্রাপ্তব্য।

মানবতত্ত্ব	১৷০
ধর্ম্মশাস্ত্রতত্ত্ব ও কর্ত্তব্যবিচার	১৷৷০
ধর্ম্মবিজ্ঞান	১৲
উনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত	৸০
অদ্ভুত স্বপ্ন বা স্ত্রীপুরুষের দ্বন্দ্ব	৷০
বিজ্ঞানসার উপক্রমণিকা	১৲
লীলাবতী	৷০
আর্য্যশিক্ষা	৷৷৵০
আর্য্যপাঠ	৷৵০
আর্য্যচরিত	৶০
নীতিকথামালা	৷০
কবিতা ১ম ভাগ	৶০
কবিতা ২য় ভাগ	৷০
কবিতা ৩য় ভাগ	৷৵০
শিশুবিজ্ঞান	৶০
বাঙ্গালা ব্যাকরণ	৷৷৵০
শিশুশিক্ষা বাঙ্গালা ব্যাকরণ	৵১০
বাঙ্গালা শিক্ষা ১ম ভাগ	/০
ঐ ২য় ভাগ	/০
নূতন প্রণালী অনুসারে মধ্য ও নিম্ন ছাত্রবৃত্তির জন্য প্রণীত—	
চারুশিক্ষা ১ম ভাগ	৷/০
ঐ ২য় ভাগ	৷৵১০
মধ্য বাঙ্গালা ব্যাকরণ	৵১০
প্রথম বাঙ্গালা ব্যাকরণ	/১০

প্রথমোক্ত পাঁচখানি, অন্ততঃ প্রথমোক্ত তিন খানি পুস্তক প্রত্যেকেরই পাঠ করা একান্ত আবশ্যক। আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি বঙ্গভাষায় মানবতত্ত্ব, ধর্ম্মবিজ্ঞান ও ধর্ম্মশাস্ত্রতত্ত্বের ন্যায় সরল ভাষায় লিখিত হিতকর দার্শনিকতত্ত্বসম্মত মানবের কর্ত্তব্য ও হিতনির্ণায়ক গ্রন্থের নিতান্তই অভাব। অধিক কি, ইংরাজী ভাষাতেও এরূপ সত্যজ্ঞানলাভের উপযোগী গ্রন্থ সাতিশয় বিরল। সেই জন্য মানবতত্ত্ব ইংরাজীতে অনুদিত হইয়া মুদ্রিত হইতেছে; অচিরেই প্রকাশিত হইবে। 'উনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত' পাঠে ভারতেই যে আর্য্যজাতির উৎপত্তি, অন্য কোন স্থান হইতে আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা এদেশে আইসেন নাই তাহা বুঝিতে পারিয়া পিতৃগৌরবে গৌরবান্বিত হইতে পারিবেন। 'অদ্ভুত স্বপ্নে'র অধিক পরিচয় কি দিব? ইহার একটী অংশমাত্র অবলম্বনে লিখিত "তাজ্জব ব্যাপার" নামক প্রহসন অনূন ২০ বৎসর সমস্ত থিয়েটারে অভিনীত হইতেছে, তথাপি পুরাতন হইল না। ফলতঃ ইহার ন্যায় হাস্যরসাত্মক অথচ জ্ঞানগর্ভ পুস্তক নিতান্তই দুর্লভ।

মানবতত্ত্ব, ধর্ম্মবিজ্ঞান ও ধর্ম্মশাস্ত্রতত্ত্ব এই তিন খানিই উৎকৃষ্ট ডবল ক্রাউন কাগজে উৎকৃষ্টরূপে মুদ্রিত ও সুন্দররূপে কাপড়ে বাঁধান। এই পুস্তকত্রয়ে আলোচিত বিষয় সকল যথাক্রমে প্রদত্ত হইল —

মানবতত্ত্ব :—উপক্রমণিকা, বিশ্ব, সৃষ্টি, মানব ও আত্মা, পূর্ব্বকাল ও পরকাল, ঈশ্বরস্তোত্র, জ্ঞান ও বিশ্বাস, স্বত্বসাম্য ও স্বাধীনতা, কর্ত্তব্যনিরূপণের উপায়, শিক্ষা ও শাসন, ধর্ম্মশাসন, সামাজিক শাসন, রাজশাসন, পারিবারিক শাসন, সভ্যতা, স্ত্রীপুরুষ-স্বাধীনতা, অন্তঃপুর, বিবাহ, ব্রাহ্মবিবাহ, বাল্যবিবাহ, সবর্ণবিবাহাদি, বিধবা-বিবাহ, জাতিভেদ, উপসংহার এই কয়েকটী বিষয় আছে।

ধর্ম্মবিজ্ঞান ঃ—বিজ্ঞান, আপ্তবাক্য, পুরুষকার, ঈশ্বর, ধর্ম্ম, বিবেক, ধর্ম্মশাস্ত্র, সনাতন ধর্ম্ম এই কয়েকটী অধ্যায় আছে ।

ধর্ম্মশাস্ত্রতত্ত্ব ও কর্ত্তব্যবিচারে ঃ—

ধর্ম্মশাস্ত্রই কর্ত্তব্যানুরাগের কারণ।—প্রকৃতির পরবশ হইলে মনুষ্য মনুষ্যই হয় না, প্রকৃতির নির্দ্দেশে চলিলে পশুবৃত্তিরই অনুশীলন হয়, ধর্ম্মশাস্ত্র-পরায়ণতাই মানবত্বানুশীলনের কারণ, অভ্যাস ভিন্ন আর কিছুতেই স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয় না, যুক্তির আশ্রয়ে কর্ত্তব্য স্থির হয় না। স্বার্থ বুঝিয়া মানব কর্ত্তব্যপরায়ণ হইতে পারে না।—কার্য্যফল দেখিয়া কর্ত্তব্য স্থির করা যায় না, প্রতিশোধ ভয়ে বা উপকারের আশায় কর্ত্তব্যপরায়ণ হইতে পারে না, সমাজভয়ে কর্ত্তব্যপরায়ণ হয় না, রাজশাসন মানবকে কর্ত্তব্যপরায়ণ করিতে পারে না। নীতিশাস্ত্র মানবকে কর্ত্তব্যপরায়ণ করিতে পারে না।—সাম্যবাদ, অন্তঃ-সংজ্ঞাবাদ, সমাজবাদ, হিতবাদ, স্বার্থসাধনই নীতিপরায়ণতার উদ্দেশ্য। ধর্ম্মশাস্ত্র মিথ্যা নহে।—কল্পিত হইলেও মিথ্যা নহে। ধর্ম্মশাস্ত্র সকল পরস্পর বিরুদ্ধ নহে। ঈশ্বরপ্রকরণ, নীতিপ্রকরণ, অনুষ্ঠানপ্রকরণ। ধর্ম্মশাস্ত্র স্বার্থপরের প্রণীত নহে। ধর্ম্মশাস্ত্রপরায়ণ না হইলে ঐহিক সুখও লাভ হয় না। ধর্ম্মশাস্ত্র ঈশ্বরেরই প্রণীত। সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র। ধর্ম্মশাস্ত্র উন্নতির বিঘ্নকারক নহে। ধর্ম্মশাস্ত্রপরায়ণতাই প্রকৃত উন্নতির উপায়, হিন্দুশাস্ত্র অবলম্বনীয় না হইলে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যই থাকে না। হিন্দুর অবনতি হইল কেন? ধর্ম্মশাস্ত্র সমন্বয়। পাশ্চাত্যপথের অনুসরণে আমাদের উন্নতি হইবে না। ধর্ম্মশাস্ত্রপরায়ণ না হইলে উন্নতি হইবে না। হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র বর্ত্তমানকালের অনুপযোগী নহে, আপাততঃ বর্ণীয় প্রধান কর্ত্তব্য বিচয়, শিক্ষিতগণকেই নেতা হইতে হইবে। এই সকল বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে।

মানবতত্ত্ব সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট পুস্তকালয়ের রিপোর্ট দেখুন।

The best philosophical work published in Bengali was Bireswar Pande's Manabatattwa, in which abstruse metaphysical questions concerning God and his existence, creation, transmigration, the eternity of the universe, conscience, duty, liberty and equality, are discussed with great ability and dialectic skill, and with a zest, energy and earnestness, which show that the author really loves the class of subjects dealt with by him. His style of treatment is plain, direct and categorical. His language is simple, clear and incisive. He has apparently a faculty for the study and discussion of philosophical questions.—Report on the Bengal Library for 1883.

তদানীন্তন প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র চারুবার্ত্তা বলেন ;

বীরেশ্বর বাবু যদি এই গ্রন্থখানা বাঙ্গালাতে না লিখিয়া ইংরাজিতে লিখিতেন ও বিলাতের কোন খ্যাতনামা যন্ত্রে ছাপাইতেন, তাহা হইলে তিনি য়ুরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে উচ্চাসন প্রাপ্ত হইতেন। আমরা উপন্যাসের ন্যায় আগ্রহ সহকারে

মানবতত্ত্ব পাঠ করিয়াছি। তাঁহার ক্ষমতাকে অন্তরের সহিত প্রশংসা করি। যুক্তির দৃঢ়বন্ধন, ভাষার সরলতা ও চিন্তার গভীরতার জন্য মানবতত্ত্ব বঙ্গসাহিত্যে উচ্চস্থান অধিকার করিবে।

It is seldom that we come across a work like this in Bengali Literature. The abstruse questions of creation, creative power, the soul element in man, man's past and future states of existence, of God, criticism of human duty, liberty and equality etc. are discussed by the author with great power of thought, great ingenuity and great boldness and enthusiasm. What is written on these subjects seems to embody the result of careful study and deep meditation. The style, in which the essays are written, really challenges admiration. It is remarkably clear, pertinent and impressive, indicating clear thought and deep and earnest conviction. It is bold and vigorous, but beautifully plain and simple. The author appears to revel in the subjects which are dwelt upon in this work and to enjoy keenly the indescribable luxury of discussing them. His work is really an admirable performance, and exceedingly valuable and interesting contribution to Bengali Literature.

CALCUTTA REVIEW, 5th Oct. 1888.

এখনকার দিনে কোন আধ্যাত্মিক বা সামাজিক বিষয়ে লিখিতে গিয়া যিনি মিল, স্পেন্সরের মাথামুণ্ডের চর্ব্বিত চর্ব্বণ না করেন, তিনি একজন অপূর্ব্ব গ্রন্থকার। মানবতত্ত্ব প্রণেতাও অপূর্ব্ব গ্রন্থকার; তাঁহার গ্রন্থও অপূর্ব্ব। ইহার সর্ব্বত্রই স্বাধীন চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। মানবের সহিত ঈশ্বরের এবং বাহ্য জগতের সম্বন্ধ জানিলে, মানবের কর্ত্তব্য কত দূর বুঝিতে পারা যায়, ধর্ম্ম কাহাকে বলে, শিক্ষা কিরূপ হওয়া উচিত, মানবজীবনের উদ্দেশ্য কি, ইত্যাদি গুরুতর বিষয়ে বীরেশ্বর বাবু সত্য সত্যই চিন্তা করিয়াছেন এবং সেই চিন্তার ফল—মানবতত্ত্বে প্রকাশিত করিয়াছেন। এই পাশ্চাত্য সভ্যতার হাওয়ায় প্রায় অন্ধীভূত দেশে এইরূপ গ্রন্থের বহুল প্রচার হওয়া আমাদের একান্ত অভিলষণীয়। —অক্ষয়চন্দ্র সরকার।

সকল দিক দেখা, স্বাধীনভাবে চিন্তা করা, নিজের মনের কথা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিতে পারা এই সকল উচ্চ গুণের অনেকানেক চিহ্ন ইহাঁর পূর্ব্বপ্রণীত গ্রন্থগুলিতে দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু এই মানবতত্ত্বে ঐ সকল গুণ সুন্দররূপেই বিকসিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে অনেক গুলি অতি গুরুতর বিষয়ের সমালোচনা হইয়াছে। সকল প্রবন্ধগুলি সরল রীতিক্রমে এবং স্বাধীনভাবে লিখিত। গ্রন্থ খানিতে ভাক্ত পাণ্ডিত্যের এবং ভাক্ত ভাবুকতার লেশ মাত্র নাই। মানবতত্ত্ব প্রণয়নের উদ্দেশ্য অতি অপূর্ব্ব।

—ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

স্থানাভাবে মানবতত্ত্বের অন্যান্য বহুতর সমালোচনা ও অন্যান্য গ্রন্থের সমালোচনা উদ্ধৃত হইল না।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।
সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি, ৩০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট; কলিকাতা।

আর্য্যশিক্ষা।

সীতাবর্জ্জন।

লঙ্কাধিপতি রাক্ষসরাজ রাবণ নিহত হইলে, রামচন্দ্র বিভীষণকে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করিতে অনুমতি প্রদান করিয়া, শিবিরে প্রবেশ করিলেন। পরে তাঁহাকে লঙ্কা রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, অশোকবন হইতে সীতাকে আনয়ন করিলেন, এবং সাধারণের প্রত্যয়ার্থে তদীয় চরিত্রশুদ্ধির প্রমাণ গ্রহণ করিয়া তাঁহার সহিত পুনর্ম্মিলিত হইলেন। রজনী প্রভাত হইলে, বিভীষণ রাজসমীপে আগমন করিয়া কহিলেন, —"রঘুকুলতিলক! এই সুনিপুণ দাসদাসীগণ স্নানসাধন সুগন্ধ তৈল, অঙ্গরাগ, বস্ত্র, আভরণ ও বহুবিধ দিব্যমালা লইয়া উপস্থিত হইয়াছে; অনুমতি হইলে, ইহারা আপনাদিগের শরীর সংস্কার করিয়া কৃতার্থ হয়।" রাম কহিলেন,—"সখে বিভীষণ! কেকয়ীনন্দন ভ্রাতা ভরত আমার নিমিত্ত সত্যারূঢ় হইয়া খিন্নমনে অবস্থান করিতেছেন; যে পর্য্যন্ত আমি সেই ধর্ম্মাত্মাকে না দেখিতেছি, সে পর্য্যন্ত আভরণাদি ধারণ করিব না। অতএব, যাহাতে সত্বর অযোধ্যানগরীতে প্রতিগমন করিতে পারি, তাহারই উপায় অবধারণ কর।"

বিভীষণ কহিলেন,—"রঘুনাথ! আমার অগ্রজ রাবণ, বলপূর্ব্বক কুবেরের পুষ্পকনামক দিব্য বিমান হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন। উহা অধুনা আপনারই অধিকৃত। আপনি তাহাতে আরোহণ করিয়া অনতিবিলম্বে অযোধ্যানগরীতে গমন করিতে পারিবেন। অতএব প্রার্থনা, আপনি অনুগ্রহ করিয়া সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত এখানে কতিপয় দিবস অবস্থান করিয়া আমাকে পরিতৃপ্ত করুন।" রামচন্দ্র কহিলেন,—"রাক্ষসেশ্বর! প্রাণাধিক ভরতকে দেখিবার জন্য আমার অন্তঃকরণ একান্ত উৎসুক হইয়াছে: ভরত চিত্রকূটে আগমন করিয়া আমাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত পদতলে পতিত হইয়া কত অনুনয়-বিনয় ও অশ্রুবর্ষণ করিয়াছিলেন, আমি তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারি নাই। তাঁহার তদানীন্তন মলিনভাব স্মৃতিপথারূঢ় হইলে, আমার মন নিতান্ত ব্যাকুল হয়। অতএব, তুমি দুঃখিত হইও না, তোমার সৌহার্দ্দ দ্বারাই আমি সংবর্দ্ধিত হইয়াছি। এক্ষণে যাহাতে ভ্রাতা ভরত, কৌশল্যা প্রভৃতি মাতৃগণ, পৌর ও জানপদবর্গ এবং সুহৃৎ ও গুরুজনদিগকে দর্শন করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারি, সত্বর তাহার উপায় বিধান কর।"

বিভীষণ রামের আদেশানুসারে বিশ্বকর্ম্মনির্ম্মিত বিচিত্র পুষ্পক-বিমান আনয়ন করিলেন। রামচন্দ্র বানর ও রাক্ষসগণকে বহুবিধ রত্ন, অর্থ ও বস্ত্রাদিদ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া, সীতা, লক্ষ্মণ ও অনুচরগণের সহিত সেই পুষ্পক-রথে

আরোহণ করিলেন। মহাবেগে রথ চলিতে লাগিল। রামচন্দ্র সীতাকে পথের দৃশ্য সমুদায় দেখাইতে দেখাইতে গমন করিতে লাগিলেন।

রথ লঙ্কামধ্যস্থ রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে, রাম কহিলেন,—"প্রিয়ে! এই সেই শোণিতপঙ্কিল রণভূমি; এই স্থানে তোমারই অভিশাপে লঙ্কেশ্বর রাবণ সানুচর নিহত হইয়া, বসুমতীর পাপ-ভারের লাঘব করিয়াছে; তোমারই উদ্ধারার্থ অসংখ্য বানরযোদ্ধা সম্মুখযুদ্ধে তনুত্যাগ করিয়া, প্রভুভক্তির পরা কাষ্ঠা দেখাইয়াছে; হনূমান্ জাম্ববান্ প্রভৃতি মহাবীরগণ অদ্ভুত রণকৌশল প্রদর্শন করিয়া, দেবতাদিগেরও বিস্ময় জন্মাইয়াছে; এবং প্রাণাধিক লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে নিহত করিয়া, সুররাজ ইন্দ্রের ভয়াপনোদন করিয়াছেন। ঐ স্থানে নিশাচরবর কুম্ভকর্ণ ও রাক্ষসসেনাপতি প্রহস্ত নিহত হইয়াছে। ঐ স্থানে বানরবর হনূমান্ ধূম্রাক্ষকে বধ করিয়াছিল। ঐ স্থানে মহাত্মা সুষেণ বিদ্যুন্মালীকে বিনাশ করিয়াছেন এবং ঐ স্থানে লক্ষ্মণকর্ত্তৃক রাবণনন্দন ইন্দ্রজিৎ নিহত হইয়াছে। ঐ স্থানে অঙ্গদ, বিকটনামক রাক্ষসকে বধ করিয়াছিল। রাবণ নিহত হইলে, তাহার প্রিয়মহিষী মন্দোদরী সপত্নীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া ঐ স্থানে বিলাপ করিয়াছিলেন। আমরা সমুদ্র পার হইয়া যে স্থানে রাত্রি যাপন করিয়াছিলাম, ঐ সেই সমুদ্রতীর্থ দৃষ্ট হইতেছে।

শঙ্খশুক্তিসমাকুল শব্দায়মান অপার বরুণালয় মহাসমুদ্র দর্শন কর। ঐ নল-নির্ম্মিত সেতু। মনুষ্যের অসাধ্য হইলেও,

আমি তোমার নিমিত্ত লবণসমুদ্রের উপর এই মহাসেতু নির্ম্মাণ করিয়াছিলাম। মৈথিলি! ঐ দেখ, নীলাম্বুরাশি-মধ্যগত ফেনাকুলিত মৎকৃত সেতু শরৎকালীন তারকাস্তবকমণ্ডিত গগনমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী ছায়াপথের ন্যায় শোভা পাইতেছে। দিবাকরের কিরণ-জাল এই রত্নাকরের সলিলরাশি আকর্ষণ করিয়া মেঘোৎপাদন করে, তাহাতেই ধনধান্যে পৃথিবী সুশোভিত হইয়া থাকে। ঐ দেখ, তিমিগণ মুখব্যাদানপূর্ব্বক নদীমুখ হইতে সলিল গ্রহণ করিয়া মস্তকরন্ধ্র দ্বারা ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিতেছে। ঐ দেখ, বৃহৎ-কায় নক্রগণ সহসা উত্থিত হইয়া সমুদ্রের ফেনরাশি দুইভাগে বিভক্ত করিতেছে। ঐ দেখ, উরগগণ অনিল-গ্রহণ নিমিত্ত বেলা-ভূমিতে সমুত্থিত হইয়াছে। উত্থিত সাগরতরঙ্গের সহিত উহাদিগের কিছুমাত্র পার্থক্য অনুভূত হইতেছে না। এই আমরা রথের অতিমাত্র বেগনিবন্ধন মুহূর্ত্তমধ্যে, মুক্তাজালে সুশোভিত ফলভারে অবনত-পূগমালাসঙ্কুল সাগরপারে উপনীত হইলাম।

আমরা প্রথমতঃ এই স্থানে সেনানিবেশ করিয়াছিলাম, এবং এই স্থানে সেতুবন্ধনের পূর্ব্বে দেবাদিদেব মহাদেব আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছিলেন। নির্ব্বিঘ্নে সেতুবন্ধন-পরিসমাপ্তির নিমিত্ত এই স্থানে আমরা শিবস্থাপন করিয়াছিলাম। প্রিয়ে! ভবিষ্যতে এই স্থান ত্রৈলোক্যপূজিত সেতুবন্ধনামক তীর্থ বলিয়া বিখ্যাত হইবে। প্রিয় মিত্র রাক্ষসরাজ বিভীষণ এই স্থানে আমার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন।"

দেখিতে দেখিতে রথ কিষ্কিন্ধ্যায় উপনীত হইল। রাম কহি-

লেন,—"প্রিয়ে! বিচিত্র-কাননশোভিত প্রিয় মিত্র সুগ্রীবের রমণীয় কিষ্কিন্ধ্যানগরী দর্শন কর।" কিষ্কিন্ধ্যানগরী দেখিয়া, জনকনন্দিনী প্রণয় ও অনুনয়সহকারে রামচন্দ্রকে কহিলেন,—"আর্য্যপুত্র! আমি সুগ্রীবের প্রিয়মহিষী ও অন্যান্য বানরেন্দ্র সকলের পত্নীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, অযোধ্যানগরে গমন করিতে ইচ্ছা করি।" বানররাজ সুগ্রীব বৈদেহীর অভিপ্রায় অবগত হইয়া, তথায় রথ স্থাপন করিলেন ও তারাপ্রভৃতি রমণীগণকে আনয়ন করিয়া হৃষ্টচিত্তে রথারোহণ করিলেন।

পুনরায় রথ চলিতে আরম্ভ করিল। ঋষ্যমূকসমীপে উপনীত হইলে, রাম পুনর্ব্বার সীতাকে কহিলেন,—"জানকি! ঐ দেখ কাঞ্চনাদি ধাতুগণে সমাচ্ছাদিত মহাগিরি ঋষ্যমূক বিদ্যুন্মালাবিলসিত ঘনাবলীর ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিয়াছে। এই স্থানে আমি বানরেন্দ্র সুগ্রীবের সহিত সম্মিলিত হইয়া তোমার অন্বেষণ জন্য চতুর্দ্দিকে বহুতর চর পাঠাইয়াছিলাম; এই স্থানেই প্রিয় অনুচর হনূমান্ তোমার লঙ্কাবাসের সংবাদ আনিয়াছিলেন, এবং এই স্থান হইতেই যুদ্ধসজ্জা করিয়া আমরা তোমার উদ্ধারার্থে বহির্গত হইয়াছিলাম। ঐ বিচিত্র কাননশোভিত পম্পাসরসী দৃষ্ট হইতেছে। প্রিয়ে! তোমার বিরহদুঃখে কাতর হইয়া আমি এই স্থানে কতই বিলাপ করিয়াছিলাম। এই পম্পাতীরেই সেই ধর্ম্মচারিণী শবরীকে দেখিয়াছিলাম। ঐ স্থানে মহাকায় কবন্ধ নিহত হইয়াছিল। ঐ দেখ, জনস্থানের সেই বহু-শোভাসংবলিত বনস্পতি দৃষ্টিগোচর হইতেছে। এই আমাদের সেই আশ্রমস্থান।

কি আশ্চর্য্য! যে পর্ণশালা হইতে রাক্ষসেন্দ্র রাবণ তোমাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়াছিল, সেটী যেরূপ বিচিত্র ছিল, এখনও ঠিক সেইরূপই রহিয়াছে। ঐ নির্ম্মলসলিলা শুভদর্শনা রমণীয়া গোদাবরী, এবং তাহার সন্নিকটে কদলীবনপরিবেষ্টিত অগস্ত্যাশ্রম। ঐ মহাত্মা সুতীক্ষ্ণের প্রদীপ্ত আশ্রম। যে স্থানে সূর্য্য ও বৈশ্বানরের সদৃশ তেজস্বী কুলপতি অত্রি বাস করেন, ঐ তথাকার তাপসনিবাস সকল দৃষ্ট হইতেছে। এই স্থানে তুমি ধর্ম্মচারিণী তাপসীকে দেখিয়াছিলে, এবং ঐ স্থানে আমি মহাকায় বিরাধকে বধ করিয়াছিলাম। ঐ শৈলেন্দ্র চিত্রকূট দেখা যাইতেছে; উহার কন্দর হইতে শ্রুতিমধুর নির্ঝরধ্বনি কর্ণগোচর হইতেছে, এবং উহার শিখর দেশে মেঘমালা সংলগ্ন হওয়ায় কি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে! ঐ স্থানেই মহাত্মা ভরত আমাকে প্রসন্ন করিতে আসিয়াছিলেন। এই বিচিত্র কাননশোভিতা যমুনা ও ভরদ্বাজের সুশোভিত আশ্রম দৃষ্ট হইতেছে। ঐ অসংখ্য দ্বিজগণসমাকীর্ণা পুষ্পিত-কাননশোভিতা পুণ্যা ত্রিপথগা গঙ্গা চিত্রকূটসন্নিহিত ভূমির কণ্ঠগত মুক্তামালার ন্যায় শোভা পাইতেছে। তুমি পূর্ব্বে যাহার নিকট স্বকীয় অভীষ্টসিদ্ধির প্রার্থনা করিয়াছিলে, ঐ সেই শ্যামনামক বটবৃক্ষ। অধুনা ফলিত হওয়াতে, উহা পদ্মরাগসহকৃত মরকতমণিরাশির ন্যায় রমণীয় শোভা ধারণ করিয়াছে। ঐ দেখ, ভাগীরথী যমুনাপ্রবাহের সহিত মিলিত হইয়া, ইন্দ্রনীলমণির প্রভাসংযুক্ত মুক্তাহারের ন্যায়, নীলোৎপলে খচিত পুণ্ডরীকমালার ন্যায়, বৃক্ষাদির ছায়া-

খণ্ডিত জ্যোৎস্নার ন্যায়, শুভ্রমেঘজালে জড়িত শরৎকালীন নীল-নভোমণ্ডলের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে! প্রিয়ে! চল আমরা মহাত্মা ভরদ্বাজের নিকট গমন করিয়া অযোধ্যাবাসিগণের সংবাদ অবগত হই।” বলিতে বলিতে রথ স্থির হইল।

পূর্ণ চতুর্দ্দশ বৎসরের পর পঞ্চমী তিথিতে রামচন্দ্র ভরদ্বাজের আশ্রমে অবরোহণ করিয়া মুনিসন্নিধানে গমনপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—“ভগবন্! অযোধ্যানগরীর সকলে ভাল আছে ত? দুর্ভিক্ষাদিনিবন্ধন তাহাদের ত কোন ক্লেশ উপস্থিত হয় নাই? ভরত ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিতেছেন ত? মহাভাগ! যদি এই সকল বিষয় আপনার শ্রবণগোচর হইয়া থাকে, অনুগ্রহ করিয়া বিবৃত করুন। আমার মন অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছে।” মহামুনি ভরদ্বাজ হৃষ্টান্তঃকরণে কহিলেন,—“আমার শিষ্যগণ সর্ব্বদাই অযোধ্যানগরীতে গমন করিয়া তত্রত্য সংবাদ অবগত হইয়া আইসেন। তোমার গৃহের সকলেই কুশলে আছেন। ভরত জটাবল্কলধারণপূর্ব্বক তোমার সেই পাদুকা-যুগলকে পুরোবর্ত্তী করিয়া, ত্বদীয় আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। তুমি অদ্য এই স্থানে অবস্থান করিয়া মদীয় আতিথ্যগ্রহণ কর, কল্য অযোধ্যায় গমন করিবে।” রামচন্দ্র তাঁহার বাক্য স্বীকার করিলে, মহর্ষি ভরদ্বাজ যথাবিধি সকলের পরিচর্য্যা করিলেন। রাক্ষস ও বানরগণ বহুবিধ সুরস ফল ভক্ষণ করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে বিচরণ করিতে লাগিল। রাম হনূমান্‌কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—“হে বানরসত্তম! অদ্য আমার সংবাদ না পাইলে

ভরত নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিবেন; অতএব, তুমি সত্বর নন্দিগ্রামে গমন করিয়া ভরতসমীপে আমার আগমনবার্ত্তা বিজ্ঞাপন কর। প্রথমতঃ শৃঙ্গবেরপুরে উপস্থিত হইয়া কাননমধ্যবাসী প্রিয়মিত্র নিষাদরাজ গুহককে আমার কুশলসংবাদ বলিবে। গুহক আমার প্রিয়তম সখা; আমি স্বচ্ছন্দে কুশলে অবস্থান করিতেছি শুনিলে, তিনি পরম প্রীত হইবেন। নিষাদরাজ গুহকের নিকট হইতে অযোধ্যাপথ অবগত হইয়া ভরতের নিকট গমন করিয়া বলিবে, আমি সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত কুশলে আছি।" পবননন্দন হনূমান্ রামের আদেশে তৎক্ষণাৎ যাত্রা করিলেন ও প্রথমে শৃঙ্গবেরপুরে গুহকের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে মধুর সম্ভাষণসহকারে কহিলেন,—"নিষাদরাজ! আপনার সখা সত্যপরাক্রম রাম আপনাকে কুশলসংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি মুনিবর ভরদ্বাজের আশ্রমে রজনীযাপন করিয়া আগমন করিবেন; প্রত্যূষেই তাঁহাকে দেখিতে পাইবেন।" অনন্তর হনূমান্ গুহকের নিকট হইতে অযোধ্যার পথ অবগত হইয়া পরশুরামতীর্থ, গোমতীনদী এবং জনাকীর্ণ সুবিস্তীর্ণ বহু জনপদ অতিক্রম করিয়া, নন্দিগ্রামে ভরতসমীপে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, ফলমূলাশী জটাবল্কলধারী ধর্ম্মাত্মা ভরত নিয়ত-পরমাত্মধ্যানপরায়ণ ব্রহ্মর্ষির ন্যায় তাপসবৃত্তি অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ মলিন ও বিবর্ণ হইয়াছে; তিনি রামপাদুকাযুগল পুরোবর্ত্তী করিয়া প্রকৃতিপুঞ্জের মনোরঞ্জন ও রক্ষাবিধান করিতেছেন। সেনাপতি, অমাত্য ও পুরোহিতগণ সর্ব্বপ্রকার ভোগা-

ভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত রহিয়াছেন। পৌরগণও সর্ব্বপ্রকার ভোগসুখ পরিত্যাগ করিয়াছেন। অনন্তর, হনূমান্ ভরতের নিকটস্থ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন,—"আর্য্য! রামচন্দ্র মহাসমরে রাবণের বধসাধনপূর্ব্বক জনকনন্দিনীর উদ্ধার সাধন করিয়া মহাবল লক্ষ্মণ, পতিব্রতা সীতা ও মিত্রবর্গের সহিত আগমন করিতেছেন। আপনারা কল্য প্রত্যূষে তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইবেন।"

ভ্রাতৃপরায়ণ ভরত হনূমানের মুখে রামচন্দ্রের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, আনন্দে বিমোহিত হইলেন ও সহসা মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। অনন্তর সংজ্ঞালাভ করিয়া, প্রীতিসহকারে প্রিয়সন্দেশদাতা হনূমান্‌কে আলিঙ্গন ও আনন্দাশ্রু-দ্বারা অভিষিক্ত করিয়া কহিলেন,—"পবননন্দন! তুমি যে সুখসংবাদ প্রদান করিলে, তদনুরূপ পুরস্কার প্রদান করি, আমার এমত কিছুই নাই। আমি নিজেই তোমার নিকট বিক্রীত হইলাম। 'মনুষ্য জীবিত থাকিলে শত বৎসর পরেও সুখভোগ করিতে পারে' এই যে বাক্য প্রচলিত আছে, অদ্য তাহা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া বোধ হইল।" তদনন্তর শত্রুঘ্নকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"ভ্রাতঃ! পবিত্রচিত্ত ব্রাহ্মণগণকে সুগন্ধি মাল্য দ্বারা দেবায়তনস্থিত দেবগণের অর্চ্চনা করিতে বল। স্তুতিপুরাণ-নিপুণ সূত ও বৈতালিক, গীতবাদ্যপারগ বাদ্যকর ও নর্ত্তকীগণ এবং অমাত্য, সেনা ও রাজন্যগণের সহিত ব্রাহ্মণগণ ও নগরের প্রধানতম বৈশ্যগণকে রামচন্দ্রের সুধাংশুসদৃশ বদনমণ্ডল দর্শন

করিবার নিমিত্ত বহির্গত হইতে বল। অযোধ্যা হইতে নন্দিগ্রাম পর্য্যন্ত যে সকল স্থান উচ্চ ও নিম্ন আছে, তৎসমস্ত সমতল করিয়া সমস্ত পথ পরিষ্কৃত কর। তত্রত্য তাবৎ ভূভাগ তুষারসদৃশ শীতল জলদ্বারা অভিষিক্ত এবং লাজ ও সুগন্ধি পুষ্পদ্বারা সমাচ্ছাদিত কর। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই যেন রাজমার্গ ও প্রাসাদ সকল উচ্ছ্রিত পতাকাদ্বারা শোভিত হয় এবং শত শত মনুষ্য রাজপথের সর্ব্বত্র বিবিধ পুষ্প, সুবর্ণ ও রজত বিকীর্ণ করে।"

আদেশ প্রাপ্ত হইয়া মন্ত্রিগণ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই নগরী ও রাজমার্গ সকল সুশোভিত করিয়া পৌরবর্গসমভিব্যাহারে রাম-দর্শনে যাত্রা করিলেন। কেহ হেমময়-ঘণ্টাশোভিত করেণুতে, কেহ সুসজ্জিত-অশ্বোপরি ও কেহ বিচিত্ররথোপরি আরূঢ় হইয়া বহির্গত হইলেন। বীরগণ শস্ত্রপাণি অসংখ্য পদাতি ও উৎকৃষ্ট সহস্র সহস্র তুরঙ্গে পরিবৃত হইয়া পতাকাশোভিত রথে আরোহণপুরঃসর নিষ্ক্রান্ত হইলেন; তৎপরে বৃদ্ধা মহিষীরা কৌশল্যাকে পুরোবর্ত্তিনী করিয়া শিবিকারোহণে বহির্গত হইলেন। চীর ও কৃষ্ণাজিনধারী ভরত, পরমপ্রীতমনে হেমদণ্ডভূষিত মহার্হ ছত্র, চামর ও শুক্লমাল্যদ্বারা সুশোভিত রামের পাদুকা-যুগল মস্তকে ধারণ করিয়া রাজামাত্যগণ, সার্থবাহ, বন্দী ও শ্রেণীমুখ্যগণে পরিবৃত হইয়া, রামচন্দ্রের প্রত্যুদ্গমন করিলেন। তৎকালে অশ্বগণের হ্রেষারব, রথসকলের নেমিনিনাদ, মাতঙ্গ-গণের বৃংহিত এবং শঙ্খ ও দুন্দুভিনির্ঘোষে মেদিনীমণ্ডল মুহুর্মুহুঃ

কম্পিত হইতে লাগিল। সমগ্র অযোধ্যানগরী যেন রামদর্শনোৎসুক হইয়া নন্দিগ্রামাভিমুখে বহির্গত হইল।

এদিকে রামচন্দ্র মহর্ষি ভরদ্বাজের নিকট বিদায়গ্রহণ করিয়া প্রত্যূষে রথারোহণ করিলেন। দেখিতে দেখিতে রথ শৃঙ্গবেরপুরসন্নিধানে উপস্থিত হইল। রামচন্দ্র সীতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"প্রিয়ে! ঐ প্রিয়তম সখা গুহকের রাজধানী শৃঙ্গবেরপুর দেখা যাইতেছে; ঐ দেখ, দূরে পুণ্যতোয়া সরযূ; ইহার জলপ্রবাহ অযোধ্যার উপকণ্ঠ দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। অযোধ্যাবাসিগণ ইহারই পুলিনরূপ উৎসঙ্গে পরমসুখে অবস্থান করিয়া, ইহারই অমৃতময় সলিলপানে জীবন ধারণ করিয়া থাকেন; সুতরাং ইহা অযোধ্যাবাসিগণের ধাত্রীস্বরূপা। ঐ দেখ, ভর্ত্তৃবিয়োগবিধুরা জননী কৌশল্যার ন্যায় সরযূ দূর হইতেই আমাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য শীতল-সমীরণ-সঞ্চালিত তরঙ্গরূপ হস্ত প্রসারিত করিতেছে। ঐ অমরাবতীসদৃশ পিতৃরাজধানী অযোধ্যানগরী দেখা যাইতেছে। প্রিয়ে! বহুদিন পরে অযোধ্যায় পুনরাগমন করিয়াছ, উহাকে প্রণাম কর।" রাক্ষস ও বানরগণ অযোধ্যার নাম শ্রবণমাত্রে হৃষ্টান্তঃকরণে বারংবার উৎপতিত হইয়া, দূর হইতে অযোধ্যানগরী দর্শন করিতে লাগিল।

ভরত রামচন্দ্রের আগমনে বিলম্ব দেখিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে পবননন্দনের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন,—"হনূমন্! কৈ, আর্য্য রামচন্দ্রের আগমনের কোন চিহ্নই ত লক্ষিত হইতেছে না। পাছে আর্য্যকে না দেখিতে পাই, এই ভাবনায় আমার

হৃদয় ব্যাকুল হইতেছে। যদি আর্য্যের দর্শন না পাই, অনলে প্রবেশ করিয়া সমুদায় যন্ত্রণা বিদূরিত করিব।" এই কথা বলিতে বলিতেই দূরে পুষ্পক-রথ দৃষ্ট হইল। হনূমান্ কহিলেন,—"ধর্ম্মাত্মন্! কেন বৃথা সন্দেহে হৃদয়কে বিচলিত করিতেছেন? আমি মিথ্যা আশ্বাস দেই নাই। ঐ দেখুন অলৌকিক পুষ্পকবিমান দৃষ্ট হইতেছে। উহারই মধ্যে বৈদেহীর সহিত ভ্রাতৃযুগল রাম ও লক্ষ্মণ এবং বানররাজ সুগ্রীব ও রাক্ষসরাজ বিভীষণ অবস্থান করিতেছেন।" হনূমান্ এইরূপ বলিতে বলিতেই তত্রত্য স্ত্রী, বালক, যুবা ও বৃদ্ধগণের গগনব্যাপী 'ঐ রাম' এই সুমহান্ শব্দ সমুত্থিত হইল। দেখিতে দেখিতে রথ নিকটবর্ত্তী হইল। তখন সকলেই রথ, মাতঙ্গ ও তুরঙ্গ হইতে মহীতলে অবরোহণ করিয়া গগনমধ্যগত সুধাকরের ন্যায় রামচন্দ্রকে দেখিতে লাগিলেন। ভরত বাষ্পাকুলিত নেত্রে রামচন্দ্রের চরণতলে নিপতিত হইলেন। রামচন্দ্র চরণতল হইতে উঠাইয়া তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। অনন্তর, ভরত বৈদেহীকে অভিবাদন করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে স্বাগতপ্রশ্ন, পাদ্য ও অর্ঘ্যাদি দ্বারা তাঁহাদিগের অভ্যর্থনা করিলেন। লক্ষ্মণ মধ্যমাগ্রজ ভরতকে অভিবাদন করিলেন। অতঃপর কৈকেয়ী-নন্দন যথাক্রমে বিভীষণ, সুগ্রীব, জাম্ববান্, অঙ্গদ প্রভৃতিকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন,—"আপনারা সুমহান্ উপকার করিয়া আমাদের ভ্রাতৃমধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। সৌভাগ্য-বশতঃই আপনাদের সাহায্যে আর্য্য রাম তাদৃশ দুষ্কর কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছেন।" বানর ও রাক্ষসগণও হৃষ্টান্তঃকরণে

ভরতের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। অনন্তর বীরবর শত্রুঘ্ন রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে অভিবাদন করিয়া, বিনয়সহকারে সীতার চরণযুগলে প্রণাম করিলেন। রামচন্দ্র শোকাকুলা বিবর্ণা জননী কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রাকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদিগের সহিত পুরোহিত-সমীপে গমন করিলেন।

ধার্ম্মিকপ্রবর ভরত, সেই পাদুকাযুগল রামচন্দ্রের চরণযুগলে সংলগ্ন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন,—"যে রাজ্য আপনি আমাকে ন্যাসস্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা পুনর্ব্বার গ্রহণ করুন, আপনাকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া জন্ম সার্থক করি। আপনি কোষাগার ও বলসকল পর্য্যবেক্ষণ করুন; আপনার তেজোবলে এই সমস্ত দশগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে।" ভ্রাতৃবৎসল ভরত যখন এই সকল কথা কহিতেছিলেন, তাঁহার তাৎকালিক আকারাদি দর্শনে বিভীষণ ও সমস্ত বানরগণ অজস্র বাষ্প বিসর্জ্জন করিয়াছিল। রাম তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া নয়নমার্জ্জন করিয়া দিলেন।

অনন্তর, রামাদেশে নিপুণ ক্ষৌরকারগণ ভরত ও লক্ষ্মণের জটামুণ্ডন করিয়া দিলে, তাঁহারা সুগ্রীব বিভীষণ প্রভৃতির সহিত স্নানাদি সমাধান করিলেন। তৎপরে, রামচন্দ্র জটামুণ্ডনপূর্ব্বক স্নানান্তে বিচিত্র মাল্য, অনুলেপন ও মহার্হ বসনে সুশোভিত হইয়া স্বীয় শরীরশোভায় চতুর্দ্দিক্ উদ্ভাসিত করিলেন। শত্রুঘ্ন রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের সর্ব্বাঙ্গ অলঙ্কৃত করিয়া দিলেন। মনস্বিনী দশরথরমণীরা স্বহস্তে সীতার সর্ব্বাঙ্গে মনোহর অলঙ্কার পরাইয়া

দিলেন। কৌশল্যা হৃষ্টান্তঃকরণে যত্নসহকারে শোভন আভরণ-দামে বানররমণীগণকে অলঙ্কৃত করিলেন। অনন্তর সুমন্ত্র রথ আনয়ন করিলে, রাম নগরদর্শন-বাসনায় সর্ব্বাভরণশোভিতা শুভকুণ্ডলধারিণী জনকনন্দিনী ও বানররমণীগণের সহিত তদুপরি আরোহণ করিলেন। মহাবীর সুগ্রীব ও হনূমান্ দিব্য বসনে শোভিত হইয়া তাঁহার অনুগামী হইলেন। ভরত অশ্বরশ্মি ও শত্রুঘ্ন ছত্র ধারণ করিলেন, এবং লক্ষ্মণ চামর ব্যজন করিতে লাগিলেন। রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণ শশাঙ্কসদৃশ শুভ্রবর্ণ চামর ধারণ করিয়া পার্শ্বে অবস্থিত হইলেন। অপর বানরগণ সর্ব্বাভরণে ভূষিত হইয়া মাতঙ্গারোহণে রামের অনুগমন করিল। এইরূপে পুরুষশার্দ্দূল রাম, শঙ্খ ও দুন্দুভি-নির্ঘোষের সহিত হর্ম্ম্যমালিনী অযোধ্যানগরীর মধ্যে প্রবেশ করিলে, নগরবাসিগণ জয়শব্দ করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইল। ব্রাহ্মণগণ মাঙ্গল্য অক্ষত, সুবর্ণ প্রভৃতি হস্তে করিয়া মোদকহস্ত জনগণসহ অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন। প্রকৃতিপুঞ্জ, ব্রাহ্মণ ও অমাত্যগণে পরিবৃত হইয়া রামচন্দ্র নক্ষত্রগণপরিবেষ্টিত চন্দ্রমার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি পুরোগামী তূর্য্যাদিবাদকদল, স্বস্তিকহস্ত জনসমূহ ও মঙ্গলপাঠকগণকর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া গৃহে উপনীত হইলেন, এবং বিভীষণ সুগ্রীব প্রভৃতিকে যথাযোগ্য বাসস্থান প্রদান করিয়া সংবর্দ্ধিত করিলেন। তৎপরে বশিষ্ঠ, জাবালি, বামদেব প্রভৃতি মহর্ষিগণ সুগন্ধ নির্ম্মল জল-দ্বারা পুরুষশার্দ্দূল রামচন্দ্রকে অভিষিক্ত করিলেন।

পুরবাসিগণ নানাপ্রকার উৎসবে অভিষেকদিবসীয় নিশা যাপন করিল। যামিনী বিগত হইলে, সূতগণ সুললিত স্তব দ্বারা রামকে প্রবোধিত করিল এবং কিঙ্করগণ শ্বেতবর্ণ ভাজনে সলিল গ্রহণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে রামচন্দ্রের সমীপে উপস্থিত হইল। রাম যথাসময়ে উদককার্য্য সমাধানান্তে ইক্ষ্বাকুগণের সেবিত পবিত্র দেবগৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। তথায় বিধিপূর্ব্বক দেবতা, পিতৃ ও বিপ্রগণের আর্চ্চনা করিয়া, সভ্যজনগণে পরিবৃত হইয়া, বশিষ্ঠ প্রভৃতি পুরোহিত, মন্ত্রী ও রাজন্যগণে পরিশোভিত সভায় প্রবেশ করিলেন। তিনি উপবিষ্ট হইলে, জনপদের অধীশ্বর ক্ষত্রিয়গণ কিঙ্করবৎ কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। সুগ্রীব প্রভৃতি মহাবীর্য্য বানরগণ, রাক্ষসগণপরিবৃত বিভীষণ, বেদবিৎ ব্রাহ্মণ ও কুলীনগণ তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

মহাবাহু রাম এইরূপে সর্ব্বজনের উপাসিত হইয়া নগর ও জনপদসংক্রান্ত কার্য্য পরিদর্শন করিয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন। তিনি পূর্ব্বাহ্লে বিধিপূর্ব্বক ধর্ম্মকার্য্য ও পরে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া, দিবসের অপর অর্দ্ধভাগ অন্তঃপুরমধ্যে অতিবাহিত করিতেন। সীতাদেবীও পৌর্ব্বাহ্নিক দৈবকার্য্য সম্পাদন ও শ্বশ্রূগণের নির্ব্বিশেষে সেবা করিয়া, অবশিষ্টকাল পতিসেবায় যাপন করিতেন।

অনন্তর সপ্তবিংশতিবর্ষ বয়ঃক্রমকালে জানকীর গর্ভলক্ষণ আবির্ভূত হইল। একদা রাম দোহদবতী সীতার সন্তোষবিধান

জন্য তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া অশোকনামক অতি রমণীয় উপবনে গমন করিলেন। ঐ উপবন সুগন্ধিপুষ্পশোভিত ও সুরসালফলভরাবনত নানাবিধ তরু, লতা ও গুল্মসমূহে সমাকীর্ণ। সুনিপুণ শিল্পিগণ তরুসকলকে সুন্দরভাবে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া রোপণ করিয়াছেন; কোন কোন পাদপ স্বর্ণবর্ণ, কোন কোন পাদপ অনলশিখাসদৃশ ও কোন কোন বিটপী নীলাঞ্জনপ্রতিম। তথায় বহুসংখ্য বিবিধাকার দীর্ঘিকা বিরাজমান রহিয়াছে। তাহাদের সলিল অতীব নির্ম্মল; দীর্ঘিকাসকলে প্রস্ফুটিত কমল, কুমুদ ও কহ্লারসকল শোভা পাইতেছে, এবং চক্রবাক ও হংস প্রভৃতি পক্ষিকুল ক্রীড়া করিতেছে। সোপানবৃন্দ মাণিক্যদ্বারা নির্ম্মিত; মধ্যস্থল স্ফটিকদ্বারা বদ্ধ; তীরস্থিত তরুরাজি, বিবিধাকার প্রাসাদ এবং শিলাতলদ্বারা দীর্ঘিকার অধিকতর সৌন্দর্য্য সাধিত হইয়াছে। পুষ্পিত তরু হইতে কুসুমসকল পতিত হওয়ায়, তলস্থ প্রস্তরসকল তারকাবলীসমাকীর্ণ নভোমণ্ডলের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে। বস্তুতঃ রামচন্দ্রের এই কানন নন্দন ও চৈত্ররথের ন্যায় সুন্দরভাবে নির্ম্মিত।

রামচন্দ্র সীতাসহ অশোকবনে প্রবিষ্ট হইয়া পুষ্পসমূহে সুসজ্জিত সুন্দর আসনে উপবেশন করিলেন, ও অসঙ্কুচিতভাবে অশেষবিধ কথোপকথন করিতে লাগিলেন। নানাপ্রকার মধুরালাপের পর সীতা কহিলেন,—"নাথ! এই উপবনের শোভা সন্দর্শন করিয়া, পবিত্র তপোবনের কথা আমার স্মৃতিপথবর্ত্তিনী হইয়াছে, এবং তৎসহ মুনিপত্নীদিগের সহিত সমাগত হইয়া

নির্ম্মল ভাগীরথীসলিলে অবগাহন করিতে একান্ত বাসনা জন্মিয়াছে।” সীতার অভিলাষ শ্রবণ করিয়া রাম সহাস্যবদনে কহিলেন, “প্রিয়ে! যদি তপোবন দর্শনে তোমার একান্ত ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে কল্য তোমার সে অভিলাষ পূর্ণ করিব।” সীতা তচ্ছ্রবণে হর্ষিত হইয়া কহিলেন, “তুমি সঙ্গে যাইবে ত?” রাম কহিলেন, “মুগ্ধে! তাহাতে কি আর সন্দেহ হইতে পারে?” এইরূপ নানাপ্রকার কথোপকথন করিতে করিতে সীতা নিদ্রিত হইলেন।

সীতা নিদ্রাভিভূতা হইলে, রঘুবংশাবতংস রামচন্দ্র পার্শ্বচরগণ-সমভিব্যাহারে অত্যুচ্চ প্রাসাদশিখরে অধিরোহণ করিয়া আনন্দকোলাহল-পরিপূর্ণ অযোধ্যানগরীর অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, রাজপথসমূহ সুসমৃদ্ধ আপণশ্রেণীতে সুশোভিত রহিয়াছে; নির্ম্মলসলিলা সরযূর বক্ষে বিবিধপণ্যপরিপূর্ণ নৌকা সকল গমনাগমন করিতেছে, এবং পুরবাসিগণ পরম সুখে অবস্থান করিতেছে। অযোধ্যার এবংবিধ সমৃদ্ধি সন্দর্শন করিয়া রামচন্দ্র সাতিশয় পুলকিত হইলেন। কিন্তু তাঁহার সে আনন্দ অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। অনতিবিলম্বেই ভদ্রনামা অতি বিশ্বস্ত চর সমুপস্থিত হইয়া রাজ্যের গূঢ় বৃত্তান্ত সকল নিবেদন করিল। রামচন্দ্র কহিলেন, “ভদ্র! তুমি প্রতিদিন কেবল আমার প্রশংসাই করিয়া থাক; আমি কেবল প্রশংসাবাদ শুনিবার জন্য তোমাকে নিযুক্ত করি নাই। সকলে ভয়ে বা লজ্জাবশতঃ প্রকাশ্যরূপে আমার কার্য্যের দোষ বর্ণনা করিতে পারে না

বলিয়াই গোপনে তত্ত্বানুসন্ধান করিবার জন্য তোমাকে নিযুক্ত করিয়াছি। পৌর ও জানপদগণ আমার যে সকল দোষের কথা বলে, তাহা শ্রবণ করিয়া সংশোধনের চেষ্টা করা আবশ্যক। অতএব, তাহারা আমার যে সকল দোষের আন্দোলন করে, তৎ-সমস্ত আমাকে সত্য করিয়া বল। নিতান্ত অপ্রীতিকর ও অনিষ্ট-কর হইলেও গোপন করিও না। নির্ভয়চিত্তে সত্য কথা বল।” ভদ্র রামের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া নিতান্ত সন্তপ্তচিত্তে কহিল, “মহারাজ! প্রজাগণ কখনও কোনও বিষয়েই আপনার নিন্দা করে না, সকলেই একবাক্যে বলে, রামরাজ্যের তুল্য সুখের রাজ্য আর কখনও হয় নাই। কিন্তু রাজমহিষীর কথা উল্লেখ করিয়া তাহারা আপনার নিন্দা করে। তাহারা কহে,—রাবণ বলপূর্ব্বক সীতাকে হরণ করিয়া লঙ্কাপুরীতে লইয়া গিয়াছিল, সীতা বহুদিন রাক্ষসগণের বশীভূত হইয়া একাকিনী অশোকবনে কালযাপন করিয়াছেন, তথাপি রাম সীতাকে গ্রহণ করিলেন। রাজা যাহা করেন, প্রজারা তাহারই অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে, সুতরাং অতঃপর আমাদের স্ত্রীগণের চরিত্রদোষ ঘটিলে, শাসন করা দুঃসাধ্য হইবে।” ভদ্র এই কথা বলিয়া প্রস্থান করিল।

রামচন্দ্র প্রিয়তমা পত্নীর এবংবিধ লোকাপবাদ শ্রবণ করিয়া ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ভূতলে পতিত ও মূর্চ্ছিত হইলেন। কিয়ৎ-ক্ষণ পরে চেতনার সঞ্চার হইলে, গলদশ্রুলোচনে আকুলবচনে নানাপ্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে সভামণ্ডপে গমন করিয়া ভদ্রকথিত বাক্যের সত্যতা নিরূপণ করিবার জন্য

মন্ত্রী ও সুহৃদ্বর্গকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা অবনতমস্তকে বলিলেন, "মহারাজ! ভদ্র যাহা বলিয়াছে, তাহা মিথ্যা নহে।" তখন রাম সাশ্রুলোচনে মন্ত্রভবনে প্রবেশ করিয়া ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নকে আহ্বান করিবার জন্য দৌবারিককে আদেশ করিলেন।

কুমারগণ মন্ত্রভবনে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, রামের মুখমণ্ডল রাহুগ্রস্ত নিশাকর, সন্ধ্যাকালীন আদিত্য ও নিশাকালীন কমলের ন্যায় নিষ্প্রভ। তাঁহার নয়নযুগল হইতে অনর্গল বাষ্পবারি নির্গত হইতেছে। তিনি করতলে কপোল বিন্যাস করিয়া মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন। তাঁহারা রামের ঈদৃশী অবস্থা অবলোকন করিয়া স্তব্ধ ও হতবুদ্ধি হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। বিনা অনিষ্টাশঙ্কা করিয়া কেহই বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে সাহস করিলেন না। অনুজগণকে দর্শন করিয়া রাম দ্বিগুণবেগে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। পরে কথঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া বসিতে আদেশ করিলেন। অনুজগণ তদীয় আদেশে আসন গ্রহণ করিলে, রাম দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, "ভ্রাতৃগণ! তোমরা আমার সর্ব্বস্ব. তোমরাই আমার জীবন, তোমাদিগের সাহায্যবলেই আমি রাজ্যশাসন করিয়া থাকি। তোমরা সকলেই শাস্ত্রার্থপারদর্শী, অতএব আমি যাহা বলিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ করিয়া কর্ত্তব্যাবধারণ কর।" রাম এই কথা বলিলে অনুজগণ, না জানি রাজা কি বলিবেন, এই আশঙ্কায় নিতান্ত উদ্বিগ্নচিত্ত হইলেন।

তদনন্তর রাম, পুরবাসিগণ সীতাসম্বন্ধে যাহা যাহা বলিয়া থাকে, তৎসমস্ত বর্ণনা করিয়া কহিলেন, "আমার অন্তরাত্মা সীতাকে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধা বলিয়া জানিলেও, আমি লোকাপবাদ-ভয়ে প্রথমে তাঁহাকে গ্রহণ করি নাই। সীতা আপনার সতীত্বের উত্তমরূপ পরীক্ষা প্রদান করিলে এবং সমগ্র দেবগণ তাঁহাকে বিশুদ্ধা বলিয়া প্রকাশ করিলে আমি তাঁহাকে লইয়া দেশে আগমন করিয়াছি। কিন্তু এক্ষণে পৌর ও জনপদবাসী জনগণের এই সুমহান্ নিন্দাবাদ শ্রবণ করিয়া আমার হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হইয়াছে। সুবিমল পূর্ণচন্দ্র ভূমির ছায়ায় আবৃত হয়, কিন্তু লোকে বলে চণ্ডাল-রাহুর স্পর্শে উহা কলঙ্কিত হইয়াছে। সুতরাং মিথ্যা হইলেও জনাপবাদ উপেক্ষণীয় নহে। যেমন বিন্দুমাত্র তৈল জলে পতিত হইলে তৎক্ষণাৎ বহুদূর ব্যাপ্ত হয়, সেইরূপ প্রাকৃতজনমুখে অতি সামান্য অপবাদও অচিরাৎ সুদূরব্যাপী হইয়া থাকে। অপবাদনিরাকরণ ও প্রজারঞ্জন করিবার জন্য আমার স্বীয় জীবন, এমন কি, তদপেক্ষা প্রিয় তোমাদিগকেও পরিত্যাগ করা উচিত; কারণ, আমি রাজপদে অধিষ্ঠিত। প্রজারঞ্জনই রাজার একমাত্র ধর্ম্ম। পৃথুরাজ প্রজারঞ্জন করিয়াই সর্ব্বপ্রথমে এই রাজপদ প্রাপ্ত হয়েন। আত্ম-সুখের জন্য এরূপ রাজপদের অবমাননা করা নিতান্ত অন্যায়। ইক্ষ্বাকু-বংশীয়গণ চিরকাল সর্ব্বপ্রযত্নে প্রজারঞ্জন করিয়া আসিতেছেন। আমি কি প্রকারে সেই চিরপ্রচলিত কৌলিক নিয়মের অন্যথাচরণ করিব? প্রজাগণ যে বলিতেছে, 'এখন অবধি কুলস্ত্রীরা, দুশ্চা-

রিণী হইলে তাহাদিগকে শাসন করিতে পারিবে না’ সে কথা মিথ্যা নহে। আমি এই সকল আলোচনা করিয়া স্থির করিয়াছি, পূর্ব্বে যেমন পিতৃসত্যপালনার্থ সাগরবসনা ধরণীকে পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, সেইরূপ আজি প্রজারঞ্জনার্থ সসত্ত্বা প্রিয়তমা পত্নীকে পরিত্যাগ করিব। অতএব লক্ষ্মণ! তুমি কল্য প্রভাতে সীতাকে রথে আরোহণ করাইয়া, গঙ্গার পরপারে মহাত্মা বাল্মীকির আশ্রমে পরিত্যাগ করিয়া আইস। অনতিপূর্ব্বে সীতা আমাকে বলিয়াছেন, ‘আমি গঙ্গাতীরে মুনিগণের আশ্রমসকল সন্দর্শন করিব’, তুমি তাঁহার সেই অভিলাষ পূর্ণ কর।” এই বলিয়া রাম অধোবদনে বাষ্পবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

অনুজগণ, রামের মুখে এই সর্ব্বনাশের কথা শ্রবণ করিয়া, ক্ষণকাল হতবুদ্ধির ন্যায় নিস্তব্ধ রহিলেন। অনন্তর, হিতাহিতজ্ঞানশূন্য মূর্খ প্রজাগণের কথায় নিরপরাধা জানকীরে পরিত্যাগ করা উচিত নয়, ইহা বুঝাইয়া দিবার জন্য নানাপ্রকার যুক্তিগর্ভ বাক্য বলিলেন। কিন্তু কোন কথাই প্রজারঞ্জনতৎপর মহানুভব রামের হৃদয়ে স্থানলাভ করিল না। তিনি কহিলেন, “বহুকাল নিতান্ত দুশ্চরিত্র রাবণের গৃহে একাকিনী থাকিয়া যে, কোন নারী বিশুদ্ধা থাকিতে পারে, এ কথা কেহই বিশ্বাস করিতে পারে না। সুতরাং প্রজাগণ সীতাকে নিশ্চয় অসতী ও আমাকে অসতীসংসর্গী মনে করিতেছে। এরূপ দোষাশ্রিত হইয়া আমার জীবন ধারণ করা নিতান্ত বিড়ম্বনা। সুতরাং আমাকে হয়

সীতা, নয় আপন প্রাণ পরিত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু আপন প্রাণ পরিত্যাগ করিলে, আমার প্রজারঞ্জনধর্ম্ম পালন করা হয় না। অতএব লক্ষ্মণ! তুমি আর অন্য মত করিও না। সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া কুলের কলঙ্ক মোচন কর।” তখন উপস্থিত বিপদের কোন প্রতিকারোপায় না দেখিয়া, ভ্রাতৃগণ দুঃখে নিতান্ত ম্রিয়মাণ হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

রজনী প্রভাত হইলে লক্ষ্মণ সীতার নিকট গমন করিয়া কহিলেন, “দেবি! আপনি আশ্রম দর্শনের প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সেই জন্য আর্য্য রামচন্দ্র আপনাকে গঙ্গাতীরে ঋষিগণের পবিত্র আশ্রমে লইয়া যাইতে আমার প্রতি আদেশ করিয়াছেন।” বৈদেহী, লক্ষ্মণের বাক্য শ্রবণ করিয়া, পরম পরিতোষসহকারে বহুমূল্য বসন ও বিবিধ রত্নরাজি গ্রহণপূর্ব্বক কহিলেন, “বনবাস-কালে, মুনিপত্নীদিগের সহিত আমার অত্যন্ত প্রণয় হইয়াছিল; তাঁহাদিগকে এই সকল আভরণ, বসন ও ধন দান করিব।” সীতা লক্ষ্মণকে সেই সকল আভরণ ও বস্ত্রাদি দেখাইতেছেন, এমন সময়ে সুমন্ত্র রথ আনয়ন করিল। সীতা তপোবনদর্শনে এমন উৎসুক হইয়াছিলেন যে, ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া রথে আরোহণ করিলেন। দ্রুতবেগে রথ চলিতে লাগিল; অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই রথ অযোধ্যা অতিক্রম করিল। সীতা বহুতর রমণীয় প্রদেশ অবলোকন করিয়া নিরতিশয় আনন্দ লাভ করিতেছেন, এমন সময় সহসা তাঁহার দক্ষিণ নেত্র স্পন্দিত হইল। তখন তিনি ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কায় ব্যাকুলহৃদয়ে

লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন. "বৎস! আমার দক্ষিণ নয়ন স্পন্দিত, গাত্র কম্পিত এবং হৃদয় নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইতেছে। আমি একান্ত অধীর হইয়া পড়িতেছি, পৃথিবী যেন শূন্য দেখিতেছি। আর্য্যপুত্র বা তোমার অন্য ভ্রাতৃগণের কোন অমঙ্গল হয় নাই ত? আমার শ্বশ্রূরা ত সকলেই ভাল আছেন? নাগরিক ও জনপদবাসী প্রাণিবর্গের কুশল ত? আমার যেন মনে হইতেছে, আর্য্যপুত্রকে আমি আর দেখিতে পাইব না। ভাল, লক্ষ্মণ! তিনি আমার সঙ্গে আসিবেন বলিয়াছিলেন, আসিলেন না কেন? রথে উঠিবার সময় তপোবনদর্শনে একান্ত ঔৎসুক্য-নিবন্ধন আমি সে কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলাম।" লক্ষ্মণ সীতার কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া নিতান্ত বিষণ্ণ হইলেন, ও অতি কষ্টে মনের ভাব গোপন করিয়া বিকৃতস্বরে কহিলেন, "আপনি যাঁহাদের জন্য চিন্তা করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই ভাল আছেন।"

এই কথা বলিতে বলিতে রথ গোমতীতীরে উপস্থিত হইল। তাঁহারা সে রাত্রি গোমতীতীরস্থিত আশ্রমে বাস করিলেন। প্রভাতে পুনর্ব্বার রথারোহণ করিলেন ও মধ্যাহ্নকালে ভাগীরথীতীরে উপনীত হইলেন। পরপারে জানকীরে জন্মের মত পরিত্যাগ করিতে হইবে ভাবিয়া, লক্ষ্মণ একান্ত বিহ্বল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। সীতা লক্ষ্মণকে রোদনপরায়ণ দেখিয়া নিতান্ত বিষণ্ণ হইলেন, এবং কহিলেন, "বৎস! তুমি কি নিমিত্ত রোদন করিতেছ? আমি চিরাভিলষিত জাহ্নবীতীরে

আসিয়াছি, এ সময়ে তুমি আমাকে কি নিমিত্ত বিষাদিত করিতেছ? কল্য তুমি আমাকে বলিয়াছ—সকলেই কুশলে আছেন, তবে রোদনের কারণ কি? তুমি সর্ব্বদা আর্য্যপুত্রের পার্শ্বে অবস্থিতি কর, দ্বিরাত্র তাঁহা হইতে বিযুক্ত হইয়াছ বলিয়া কি শোকাকুল হইয়াছ? লক্ষ্মণ! আর্য্যপুত্র আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম, কিন্তু আমি ত ওরূপ শোক করিতেছি না। যদি ইহাই তোমার রোদনের কারণ হয়, তবে ত্বরায় আমাকে গঙ্গার অপরাপারে লইয়া গিয়া তাপসদিগকে দর্শন করাও। আমি মুনিপত্নীগণকে বস্ত্রাভরণ দান ও মহর্ষিদিগকে যথাযোগ্য অভিবাদন করিয়া প্রত্যূষেই অযোধ্যাপুরীতে প্রতিগমন করিব। আর্য্যপুত্রকে দেখিবার নিমিত্ত আমারও মন নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছে।” সীতার বাক্য শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ নয়নযুগল মার্জ্জনা করিয়া পবিত্র গঙ্গা পার হইবার জন্য নৌকায় আরোহণ করিলেন।

পরপারে উপনীত হইয়া লক্ষ্মণ উন্মূলিত তরুর ন্যায় ভূতলে পতিত হইয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন ও বাষ্পাকুললোচনে বহুতর বিলাপ করিতে করিতে কহিলেন, “হায়! কেন আর্য্য আমাকে লোকনিন্দার হেতুভূত এই ক্রূর কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। এখন আমার মরণই শ্রেয়ঃ।” ইহা বলিয়া পুনরায় ভূতলে পতিত হইলেন। সীতা লক্ষ্মণের তথাবিধ অবস্থা দর্শন করিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া কহিলেন, “লক্ষ্মণ! আমি কিছুই বুঝিতে পরিতেছি না, কি হইয়াছে শীঘ্র বল, আর আমি ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারি না। আর্য্যপুত্রের মঙ্গল ত?” লক্ষ্মণ

বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে ও অধোবদনে কহিলেন, "দেবি! বলিব কি, বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। আপনি বহুকাল একাকিনী রাবণ-গৃহে বাস করিয়াছিলেন বলিয়া, পৌর ও জানপদবর্গ আপনার নিদারুণ অপবাদ ঘোষণা করিতেছে। তাহা শ্রবণ করিয়া আর্য্য রাম আপনাকে বিশুদ্ধা জানিয়াও অপবাদনিরাকরণ ও প্রজারঞ্জন জন্য আপনাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন।" এই বলিয়া লক্ষ্মণ পুনরায় মূর্চ্ছিত হইলেন। বৈদেহী লক্ষ্মণমুখে এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া বাতাহত কদলীর ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে লক্ষ্মণ সংজ্ঞা লাভ করিয়া, অনেক যত্নে সীতার চৈতন্যসম্পাদন করিলেন। জ্ঞান লাভ করিয়া জানকী উন্মত্তার ন্যায় স্থিরদৃষ্টিতে রহিলেন। পরে বাষ্পজলে নয়ন প্লাবিত করিয়া দীনবাক্যে বলিতে লাগিলেন, "লক্ষ্মণ! বিধাতা আমাকে দুঃখ ভোগের জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন। বোধ হয় আমি পূর্ব্বে কাহাকেও পতিবিযুক্ত করিয়াছিলাম; সেই অপরাধে আমি সতী ও পবিত্রচরিত্রা হইলেও রাজা আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। লক্ষ্মণ! আমি বনবাসক্লেশের জন্য কিছুমাত্র দুঃখ বোধ করিতেছি না। কিন্তু 'মাহাত্মা রঘুনন্দন রামচন্দ্র তোমাকে কি কারণে ত্যাগ করিয়াছেন? তুমি কি অসৎ কার্য্য করিয়াছ?' মুনিগণ এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, আমি কি প্রত্যুত্তর দিব, ইহা ভাবিয়াই আমি নিতান্ত অস্থির হইয়াছি; লক্ষ্মণ! আমার গর্ভে সন্তান রহিয়াছে, এ সময়ে প্রাণত্যাগ করিলে ভর্ত্তার

বংশ বিনষ্ট হইয়া যাইবে, তাহা না হইলে এখনই জাহ্নবীজলে প্রাণত্যাগ করিতাম। আমি যে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধা, পরমভক্তিসমন্বিতা ও ভর্ত্তার একান্ত হিতাভিলাষিণী, তাহা আর্য্যপুত্র বিশেষরূপে অবগত আছেন। তিনি যে কেবল অযশো-ভয়েই আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহা আমার বিলক্ষণ হৃদয়-ঙ্গম হইয়াছে। তিনি ভ্রাতৃবর্গের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, পৌরগণের প্রতিও নিয়ত সেইরূপ আচরণ করেন। পৌরজনের ধর্ম্ম রক্ষা করাই তাঁহার প্রধান ধর্ম্ম। তদ্দ্বারা তিনি অত্যুত্তম কীর্ত্তি লাভ করিবেন। আমি পৌরগণের কৃত অপবাদ ও রঘুনন্দনের জন্য যাদৃশ অনুশোচনা করি, স্বকীয় শরীরের জন্য তাদৃশ শোক করি না। পতিই নারীর পরম দেবতা, পতিই নারীর পরম গতি, এবং পতিই নারীর পরম বন্ধু এবং পতিই নারীর পরম গুরু। অতএব, যাহাতে তাঁহার নিন্দা বা অপবাদ উপস্থিত হয়, তাহার প্রতিবিধান করা আমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। প্রাণত্যাগ করিয়াও পতির প্রিয়ানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। সুতরাং ইহাতে আমার কোন আক্ষেপ নাই। আমার অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই ঘটিবে, আমি তাহা সহ্য করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু লক্ষ্মণ! আর্য্যপুত্রের হৃদয় স্নেহ, দয়া ও মমতায় পরিপূর্ণ; তিনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া নিতান্ত শূন্যহৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন, তুমি সত্বর যাইয়া তাঁহার সান্ত্বনা বিধান কর। সর্ব্বদা তাঁহার নিকটে থাকিবে। দেখিও আমার শোকে আকুল হইয়া, তিনি যেন

প্রজারঞ্জন কার্য্যে অমনোযোগ না করেন। প্রজারঞ্জনই রঘু-বংশীয়গণের প্রধান ধর্ম্ম। লক্ষ্মণ! তুমি তাঁহাকে বলিবে, আমার আর কোন প্রার্থনা নাই, কেবল ইহাই প্রার্থনা,—নয়ন হইতে অন্তরিত হইলাম বলিয়া যেন তাঁহার হৃদয় হইতে অন্তরিত না হই; পরজন্মেও যেন তাঁহাকে পতিরূপে প্রাপ্ত হই। সীতা এইরূপ কহিলে, লক্ষ্মণ তাঁহাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে নৌকায় আরোহণ করিলেন এবং ভাগীরথীর উত্তরতীরে উপনীত হইয়া রথে আরোহণ করিলেন। রথ চলিতে আরম্ভ করিলে, লক্ষ্মণ পরাবৃত্ত হইয়া সীতাকে দর্শন করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। সীতা চিত্রার্পিতার ন্যায় রথের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন; রথ নয়নপথের বহির্ভূত হইলে, উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন!

সীতাদেবীকে রোদন করিতে দেখিয়া, মুনিকুমারেরা ভগবান্ বাল্মীকির নিকট গমন করিয়া কহিলেন, "ভগবন্! ভাগীরথীর সন্নিহিত বনভাগে অলৌকিক রূপলাবণ্যবতী এক যুবতী একাকিনী অনাথার ন্যায় রোদন করিতেছেন। আমরা সাহস করিয়া তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করি নাই। আপনি যাহা বিহিত বোধ হয় করুন।" তপোবলসম্পন্ন ধর্ম্মজ্ঞ বাল্মীকি মুনিকুমারদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া জাহ্নবীতীরে উপস্থিত হইলেন এবং রোরুদ্যমানা সীতাকে অবলোকন করিয়া সুমধুরবাক্যে কহিলেন, "পতিব্রতে! বিলাপ পরিত্যাগ কর। তুমি যে কারণে এখানে আসিয়াছ, তাহা আমি পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছি। তুমি

মিথিলাধিপতি জনকের কন্যা, অযোধ্যাধিপতি দশরথের পুত্রবধূ এবং রঘুকুলতিলক রামচন্দ্রের মহিষী। প্রজারঞ্জন ও লোকাপবাদভয়নিরাকরণের জন্য রামচন্দ্র বিনাদোষে তোমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। তজ্জন্য তুমি দুঃখিত হইও না। তুমি সম্পূর্ণরূপ পাপস্পর্শশূন্যা, জগতে তুমি সতীর আদর্শরূপে কীর্ত্তিত হইবে। আমি আপন তনয়ার ন্যায় সতত তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করিব। মদীয় আশ্রমের অদূরে তাপসীগণ তপস্যা করিতেছেন, তাঁহারা তোমার সহচারিণী হইবেন।" সীতা বাল্মীকির এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া কথঞ্চিৎ আশ্বস্তা হইলেন, এবং শিষ্যার ন্যায় চরণ বন্দনা করিয়া তাঁহার অনুগমন করিলেন। অনন্তর, বাল্মীকি মুনিপত্নীগণের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "ইনি অযোধ্যাধিপতি ধীমান্ রামের পত্নী, মহারাজ দশরথের পুত্রবধূ ও মিথিলাধিপতি রাজর্ষিপ্রবর জনকের দুহিতা। বিনা দোষে ইনি পতিকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছেন। অতএব তোমরা পরম স্নেহে ইঁহার রক্ষণাবেক্ষণ করিবে।" এই কথা বলিয়া বৈদেহীকে তাপসীগণের হস্তে সমর্পণপূর্ব্বক মহাতপা বাল্মীকি শিষ্যগণপরিবৃত হইয়া কার্য্যান্তরে গমন করিলেন।

লক্ষ্মণ, দূর হইতে সীতাকে বাল্মীকির আশ্রমে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া রোদন করিতে করিতে অযোধ্যাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তিনি কেশিনীনদীতীরে রজনী যাপন করিয়া পরদিন মধ্যাহ্নসময়ে অযোধ্যানগরে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন দীনভাবাপন্ন রামচন্দ্রের নয়নযুগল হইতে অবিরল অশ্রুধারা

প্রবাহিত হইতেছে। লক্ষ্মণ নিকটবর্ত্তী হইয়া অগ্রজের চরণ-যুগল বন্দনা করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে করুণবচনে কহিলেন, "দুরাত্মা লক্ষ্মণ আর্য্যের আজ্ঞানুসারে পতিপ্রাণা জনকদুহিতাকে গঙ্গাতীরে পরিত্যাগ করিয়া আসিল।" লক্ষ্মণকে দেখিবামাত্র রাম 'হা প্রেয়সি' বলিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। লক্ষ্মণ বহু যত্নে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিলে, রাম অশ্রুপূর্ণনয়নে নানা-প্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন। তখন লক্ষ্মণ বিনয়গর্ভবচনে কহিলেন, "আর্য্য! ভবাদৃশ মহাত্মাদিগের শোকে এরূপ অভি-ভূত হওয়া উচিত নহে। বিবেচনা করিয়া দেখুন, সংসারে কিছুই চিরস্থায়ী নহে। অসীম ঐশ্বর্য্যও কালে বিনষ্ট হইয়া যায়, সাতি-শয় উন্নতি হইলেও সময়ে তাহার পতন হয়, সংযোগের অবসানেই বিয়োগ হয়, জন্মের পরই মৃত্যু সংঘটিত হইয়া থাকে। যাহা বিধিনির্ব্বন্ধ ছিল, তাহা ঘটিয়াছে। নতুবা, কে মনে করিয়াছিল, আপনি রাজ্যে অভিষিক্ত না হইয়া বনগমন করিবেন? কে মনে করিয়াছিল, দুরাচার রাবণ পতিপ্রাণা সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইবে? এবং পুরবাসিগণ সীতা-সংক্রান্ত কথার এরূপ আলোচনা করিবে, ও সেই সামান্য কারণে আপনি আর্য্যাকে পরিত্যাগ করিবেন, ইহাই বা কাহার মনে ছিল? এই সকল বিবেচনা করিয়া আপনার শোক সংবরণ করা উচিত। আপ-নাকে বুঝাই, আমার এমত সাধ্য নাই। কিন্তু, যে অপবাদভয়ে ভীত হইয়া আপনি নিরপরাধা সীতাকে পরিত্যাগ করিলেন, এক্ষণে যদি তাঁহার জন্য এরূপ শোকাভিভূত হয়েন, তাহা হইলে

সে অপবাদ পূর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হইবে।” লক্ষ্মণ এইরূপ বলিলে, রাম কথঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেন। কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও চারিদিনের মধ্যে একবারও রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে পারিলেন না। পরিশেষে প্রজাপালনকার্য্যের ক্রটি করা নিতান্ত অন্যায় বিবেচনা করিয়া, অতিকষ্টে শোক সংবরণ করিলেন ও অন্তরে সীতার মোহিনী মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া প্রজাপালন করিতে লাগিলেন, ভার্য্যান্তর গ্রহণ করিলেন না। পত্নীর সাহচর্য্য ভিন্ন যজ্ঞাদি সম্পন্ন হয় না বলিয়া, বশিষ্ঠ প্রভৃতি পুরোহিত ও মন্ত্রিগণ পুনরায় বিবাহ করিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই আর বিবাহ করিলেন না। হিরণ্ময়া সীতা প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ করাইয়া তাহার সহিত যজ্ঞাদি নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

এ দিকে, সীতা বাল্মীকির আশ্রমে থাকিয়া কুশ ও লব নামে যমজ পুত্র প্রসব করিলেন। কুশ ও লব শৈশব হইতে বাল্মীকির নিকট বিবিধ বিদ্যা শিক্ষা করিলেন। কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে মহর্ষি বাল্মীকি সুপ্রসিদ্ধ রামায়ণ কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। তিনি সেই অপূর্ব্ব মহাকাব্য কলকণ্ঠ শিশুদ্বয়কে শিক্ষা করাইলেন। যখন কুশ ও লব সুমধুরস্বরে মহর্ষিরচিত সুললিত রামচরিত গান করিতেন, তখন সকলেই মোহিত হইয়া একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করিত।

রামচন্দ্র, অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠানে কৃতসংকল্প হইয়া নৈমিষারণ্যে যজ্ঞভূমি নির্ম্মাণ করিয়া সুহৃদ্, নৃপতি ও ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করিলে, ভগবান্ বাল্মীকি কুশ, লব ও শিষ্যগণের সহিত

তথায় গমনপূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট বাসস্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। যজ্ঞ আরব্ধ হইলে, মহর্ষি বাল্মীকি কুশ ও লবকে কহিলেন, "তোমরা প্রতিদিন ঋষিগণের পবিত্র আশ্রমে, নরপতিগণের পটমণ্ডপে, রাজমার্গে ও সভাসদ্‌বর্গের সম্মুখে বীণাসংযোগে পরমানন্দে রামায়ণ গান করিবে। যদি মহারাজ রামচন্দ্র তোমাদিগকে আহ্বান করেন, তাহা হইলে তোমরা তাঁহার নিকট গিয়া সঙ্গীত আরম্ভ করিবে। ফলমূলভোজী আশ্রমবাসী তাপসগণের ধনের আবশ্যকতা নাই, অতএব তোমরা কোন মতে কাহারও নিকট ধন গ্রহণ করিবে না। যদি রামচন্দ্র তোমাদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে তোমরা এই মাত্র বলিবে যে, 'আমরা বাল্মীকির শিষ্য'।"

রাত্রি প্রভাত হইলে, কুমারযুগল প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া, মহর্ষির আদেশানুসারে স্থানে স্থানে রামায়ণ গান করিতে লাগিলেন। একে বাল্মীকির রচনা অতি মনোহারিণী, তাহাতে দিব্যরূপলাবণ্যসম্পন্ন কুশ ও লব অলৌকিক নৈপুণ্যসহকারে বীণাবাদন করিয়া মধুরস্বরে গান করিতেছেন, যে শুনিল সেই মোহিত হইল; সকলেই নিঃস্পন্দভাবে অবস্থিত হইয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিল। অনন্তর, এই সংবাদ রামচন্দ্রের শ্রুতিগোচর হইলে, তিনি সঙ্গীত-শ্রবণ-মানসে তাঁহাদিগকে স্বসমীপে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। তাঁহারা রাজাদেশে তৎসন্নিহিত হইয়া গান করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র তাঁহাদিগের কলেবরে আত্ম-সাদৃশ্য অবলোকন করিয়া পূর্ব্বেই বিকলচিত্ত হইয়াছিলেন, পরি-

শেষে কবির রচনালালিত্যে এবং শিশুযুগলের মধুরস্বর ও সঙ্গীত-নৈপুণ্যে একেবারে মুগ্ধ হইলেন। পৌর ও জানপদবর্গ এবং সভাস্থ সমস্ত লোকই রামচন্দ্রের সহিত তাঁহাদের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য অবলোকন ও সেই অপূর্ব্ব সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া কাষ্ঠপুত্তলীর ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অনন্তর রামচন্দ্র তাঁহাদিগকে সহস্র সুবর্ণ প্রদান করিতে অনুমতি দিলেন। কিন্তু তাঁহারা তাহা গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না; বলিলেন, "আমরা বন-বাসী, ফলমূল আহার ও বল্কল পরিধান করি, আমাদের সুবর্ণে প্রয়োজন কি? আপনার সমক্ষে যে আমরা আপনার এই অনু-পম চরিত কীর্ত্তন করিতে পারিলাম ও আপনি যে তাহা শ্রবণ করিয়া প্রীতিলাভ করিলেন, ইহাতেই আমরা চরিতার্থ হইয়াছি।" বালকদিগের এবংবিধ প্রবীণতা ও বীতস্পৃহতা দেখিয়া সকলেই অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন। তখন রামচন্দ্র আগ্রহাতিশয়সহকারে কাব্যপ্রণেতার ও তাঁহাদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, কুমার-যুগল কহিলেন, "এই কাব্য মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত। আমরা তাঁহার তপোবনে প্রতিপালিত হইয়াছি ও তাঁহার নিকট সমুদায় শিক্ষা করিয়াছি। যদি আপনার ইচ্ছা ও অবসর থাকে, আমরা সমগ্র কাব্য আপনাকে শ্রবণ করাইতে পারি।" রাম কহিলেন, আজি তোমাদের অনেক পরিশ্রম হইয়াছে, অতএব এক্ষণে তোমরা আবাসে গমন কর; কল্য হইতে প্রতিদিন কিছু কিছু করিয়া শ্রবণ করিব।" পরদিন হইতে প্রতিদিন প্রাতঃকালে কুশ ও লব রাজসভায় উপস্থিত হইয়া মধুরস্বরে রামায়ণ গান করিতে

লাগিলেন। ঋষি ও নৃপতিগণ, পৌর ও জানপদবর্গ এবং রাজ-মহিষী ও ঋষিপত্নীগণ অবহিতচিত্তে শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎ দিবস অতীত হইলে, রামচন্দ্র কুশ ও লবকে সীতার পুত্র বলিয়া জানিতে পারিলেন, ও দূতদ্বারা মহর্ষি বাল্মীকিকে বলিয়া পাঠাইলেন, "যদি সীতা স্বীয় বিশুদ্ধির কোন প্রমাণ প্রদর্শন করিতে পারেন, অথবা আপনি কোন প্রকারে পৌরগণের হৃদয় হইতে সীতাসংক্রান্ত সন্দেহ অপনীত করিতে পারেন, তাহা হইলে আমি সীতাকে গ্রহণ করিয়া সকল দুঃখ নিবারণ করি; আর আমি সীতাবিয়োগদুঃখ সহ্য করিতে পারি না। কুমারযুগলকে অবলোকন করিয়া আমার অন্তঃকরণ নিতান্ত আকুল ও সীতাশোক দ্বিগুণ পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে।" বাল্মীকি শ্রবণ করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, "তুমি কল্য সভা আহ্বান করিও; আমি সীতাকে সমভিব্যাহারে লইয়া তথায় গমন করিব। সীতা সাধারণের সম্মুখে আপনার বিশুদ্ধির বিষয়ে শপথ করিবেন, আমিও সকলকে বুঝাইয়া বলিব।

পরদিন প্রাতঃকালে মহারাজ রামচন্দ্র আনন্দিতচিত্তে সীতা-পরিগ্রহবাসনায় সভা আহ্বান করিলেন; মন্ত্রী ও রাজন্যবর্গ এবং পৌর ও জানপদগণে সভা পরিপূর্ণ হইল। শতসহস্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সীতা-পরিগ্রহব্যাপার দর্শন করিবার নিমিত্ত তথায় সমাগত হইল। অনন্তর মুনিবর বাল্মীকি কুশ, লব ও শিষ্যবর্গসমভিব্যাহারে সভামণ্ডপে উপস্থিত হইলেন। জনকনন্দিনী মনোমধ্যে রামচন্দ্রকে ধ্যান করিতে করিতে অবনতবদনে কৃতা-

ঞ্জলিপুটে মহর্ষির অনুগামিনী হইয়া সভামধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। মুনিপুঙ্গব বাল্মীকি আসন পরিগ্রহ না করিয়াই উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন,—"মহারাজ! সীতাকে সুব্রতা ও ধর্ম্মচারিণী জানিয়াও তুমি কেবল লোকাপবাদভয়ে ইঁহাকে আমার আশ্রমপদে পরিত্যাগ করিয়াছিলে; আমি ইঁহাকে পরমসাধ্বী জানিয়া যত্নসহকারে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছি; ইঁহার গর্ভে তোমার এই যমজ কুমার জন্মগ্রহণ করিয়াছে; আমি এই দ্বাদশবর্ষকাল ইহাদিগকে যথাবিহিত শিক্ষা প্রদান করিয়াছি; এক্ষণে ইহাদের ধনুর্ব্বেদ ও রাজধর্ম্ম শিক্ষার সময় উপস্থিত হইয়াছে। অতএব ইহাদিগকে গ্রহণ কর। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, জানকীর তুল্য সতী নারী এ জগতে আর নাই। কুশ ও লব তোমারই আত্মজ। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, জানকী একান্ত বিশুদ্ধস্বভাবা।" রামচন্দ্র বাল্মীকির বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "ব্রহ্মন্! সীতা যে নিতান্ত বিশুদ্ধাচারিণী, তাহা আমি বিলক্ষণ জানি; এই কুশ ও লব যে আমারই ঔরস পুত্র, তাহাতেও আমার অণুমাত্র সন্দেহ নাই। প্রজাপুঞ্জের মনোরঞ্জন জন্যই আমি মদগতপ্রাণা জানকীরে পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। পৌর ও জানপদগণের সন্দেহ অপনীত হইলে, বিশুদ্ধস্বভাবা সীতাকে গ্রহণ করিতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই।"

কাষায়বসনধারিণী জনকনন্দিনী রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া সমাগত দর্শকবৃন্দসম্মুখে অবনতবদনে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "জননি বসুন্ধরে! আমি যদি পতি ভিন্ন অপর কাহাকেও কখনও

মনোমধ্যে চিন্তা না করিয়া থাকি, যদি কায়মনোবাক্যে সর্ব্বদা কেবল পতিরই অর্চ্চনা করিয়া থাকি, তবে তুমি আমাকে স্বীয় গর্ভে স্থান দান কর।” এই কথা বলিতে বলিতে সীতা বাতাহত কদলীর ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। রাম এ পর্য্যন্ত লোকাপবাদভয়ে অনেক সহ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে আর সহ্য করিতে পারিলেন না। সীতাকে ভূতলশায়িনী দেখিয়া ‘হা প্রেয়সি!’ বলিয়া মূর্চ্ছিত ও ধরাতলে পতিত হইলেন। সভাস্থ সকলে অতি কষ্টে তাঁহার চেতনা সঞ্চার করিল বটে, কিন্তু আর তিনি সুস্থ হইতে পারিলেন না। বৈদেহীর অদর্শনে জগৎ শূন্য দেখিতে লাগিলেন, কুত্রাপি শান্তিলাভ করিতে পরিলেন না। মনোমধ্যে সীতামূর্ত্তি ধ্যান করিয়া প্রজারক্ষাবিধায়ক কার্য্যমাত্র অবলম্বনে অবশিষ্ট জীবন যাপন করিলেন।

দ্রৌপদীর স্বয়ংবর।

দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণকে মহাবলপরাক্রান্ত, প্রভূতগুণসম্পন্ন ও পুরবাসিগণের একান্ত প্রীতিভাজন দেখিয়া সাতিশয় পরিতাপযুক্ত হইলেন এবং কর্ণ ও শকুনির সহিত মন্ত্রণা করিয়া তাঁহাদের বিনাশসাধনের উপায় স্থির করিয়া পিতৃসন্নিধানে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, "হে পিতঃ! আপনি জন্মান্ধতাপ্রযুক্ত জ্যেষ্ঠ হইয়াও রাজ্যলাভ করিতে পারেন নাই, কনিষ্ঠ পাণ্ডু পিতৃরাজ্য পাইয়াছিলেন। এক্ষণেও যদি পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির পৈতৃক রাজ্য প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তৎপরে তৎপুত্র, তদনন্তর তদীয় পুত্র, এইরূপে পাণ্ডুবংশীয়েরাই এই বিপুল সাম্রাজ্য ভোগ করিবে; আমরা পুত্রপৌত্রাদিক্রমে জনগণের নিকট হীন ও অবজ্ঞাত হইয়া রহিব। কিন্তু এরূপ জীবন থাকা অপেক্ষা না থাকাই ভাল। অতএব, যদি ইহার কোন প্রতিবিধান না করেন, তবে আমি নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিব। আপনি যদি কৌশলক্রমে কিছু দিনের জন্য পাণ্ডবগণকে বদেশে প্রেরণ করিতে পারেন, তাহা হইলে আমরা প্রজাগণকে বশীভূত করিয়া রাজ্য অধিকার করিতে পারি।" মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণ করিয়া সাতিশয় ব্যথিত হইলেন ও কৌশলক্রমে পাণ্ডবগণকে বারণাবত নগরে পাঠাইয়া দিলেন। দুর্য্যোধনের পরামর্শে পুরোচননামা সচিব তথায় এক জতুগৃহ

নির্ম্মাণ করিল ও মাতৃসমভিব্যাহারী পাণ্ডবগণকে সেই গৃহে বাস করিতে দিল। পাণ্ডবগণ মহাত্মা বিদুরের নিকট হইতে পূর্ব্বেই দুর্য্যোধনের এই দুরভিসন্ধির বিষয় অবগত হইয়াছিলেন ও তাঁহার সহায়তায় সেই গৃহমধ্যে এক সুরঙ্গ খনন করাইয়া রাখিয়াছিলেন। হঠাৎ কোন সময়ে পুরোচন জতুগৃহ দগ্ধ করিয়া তাঁহাদিগকে বিনষ্ট করিবে, এই আশঙ্কায় পাণ্ডবগণ আপনারাই সুযোগক্রমে সেই গৃহে অগ্নিপ্রদানপূর্ব্বক সুরঙ্গপথে পলায়ন করিয়া প্রাণ-রক্ষা করিলেন, ও ব্রাহ্মণবেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে লাগি-লেন। পরিশেষে একচক্রানগরে কিছুদিন অবস্থিতি করিয়া দ্রুপদ-জনপদের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

পথিমধ্যে কতিপয় ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহাদিগের সাক্ষাৎ হইল। ব্রাহ্মণেরা পাণ্ডবদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কোথা হইতে আসিতেছেন এবং কোথায়ই বা গমন করিবেন?" যুধিষ্ঠির কহিলেন, "মহাশয়! আমরা পঞ্চ সহোদর একত্র হইয়া জননাসমভিব্যাহারে একচক্রানগরী হইতে আসিতেছি; আপনারা কোথায় যাইতেছেন, জানিতে ইচ্ছা করি।" ব্রাহ্মণেরা কহিলেন, "আমরা পাঞ্চালরাজ্যে গমনমানসে নির্গত হইয়াছি; ভাল হইল, সকলে একসঙ্গে যাইব। পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের এক পরমসুন্দরী দুহিতা আছে; সেই কমলনয়না দ্রৌপদীর সর্ব্বাঙ্গব্যাপী নীলোৎ-পলগন্ধ বহুদূর পর্য্যন্ত প্রবাহিত হয়। তাঁহার স্বয়ংবর হইবে; তদুপলক্ষে তথায় নানা দিগ্‌দেশ হইতে স্বাধ্যায়সম্পন্ন পবিত্রস্বভাব মহাত্মা যতব্রত তরুণবয়স্ক পরমসুন্দর মহারথ অস্ত্রবিদ্যানিপুণ

কত শত রাজা ও রাজপুত্র আগমন করিবেন। তাঁহারা পরস্পর জিগীষাপরবশ হইয়া নানাপ্রকার দ্রব্যজাত, বিবিধ ভক্ষ্যভোজ্য, গোসমূহ ও ধনাদি দান করিবেন। আমরা তৎসমুদায় প্রতিগ্রহ, স্বয়ংবর সন্দর্শন এবং মহোৎসবজনিত আনন্দ অনুভব করিয়া স্বেচ্ছানুসারে প্রত্যাগমন করিব। তথায় সূত, মাগধ, বৈতালিক, নট, নর্ত্তক ও নানাদেশীয় মহাবল পরাক্রান্ত যোদ্ধৃবর্গ সমাগত হইয়া স্ব স্ব নৈপুণ্য প্রকাশ করিবেন। আপনারা কৌতূহলাক্রান্তচিত্তে সেই সকল অদৃষ্টপূর্ব্ব ব্যাপার অবলোকন করিয়া প্রদত্ত দ্রব্যজাত প্রতিগ্রহপূর্ব্বক আমাদিগের সহিত প্রত্যাগমন করিবেন।" যুধিষ্ঠির কহিলেন, "যে আজ্ঞা, আমরা সকলেই আপনাদিগের সমভিব্যাহারে রাজকন্যার স্বয়ংবর ও তজ্জনিত মহোৎসব সন্দর্শনার্থে গমন করিব।" ইহা বলিয়া স্বাধ্যায়সম্পন্ন বিশুদ্ধস্বভাব প্রিয়ংবদ পাণ্ডুতনয়েরা ব্রাহ্মণগণের সহিত পাঞ্চালদেশে উপনীত হইলেন এবং স্কন্ধাবার ও নগর পরিদর্শনপূর্ব্বক এক কুম্ভকারের আলয়ে বাস করিয়া ভিক্ষাদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

রাজা যজ্ঞসেনের মনে মনে অভিলাষ ছিল, পাণ্ডুতনয় কিরীটীকে স্বীয় দুহিতা সম্প্রদান করিবেন; কিন্তু অর্জ্জুনের কোন অনুসন্ধান না পাইয়া, অভিলষিত পাত্র পাইবার মানসে এক সুদৃঢ় দুরানম্য শরাসন প্রস্তুত করাইলেন; এবং কৃত্রিম আকাশযন্ত্র নির্ম্মাণ করাইয়া তদুপরি লক্ষ্য সংস্থাপনপূর্ব্বক ঘোষণা করিয়া দিলেন, 'যে ব্যক্তি এই সজ্য শরাসনে শরসন্ধান-

পূর্ব্বক যন্ত্র অতিক্রম করিয়া লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে, আমি তাহাকে কন্যাদান করিব।'

এইরূপ ঘোষণা শ্রবণ করিয়া, চতুর্দ্দিক্ হইতে বলবীর্য্যসম্পন্ন অস্ত্রশিক্ষানিপুণ তরুণবয়স্ক নরেন্দ্রবর্গ বিচিত্র বেশভূষা সমাধান করিয়া অস্ত্রশস্ত্র ধারণপূর্ব্বক আগমন করিলেন। রুদ্র, আদিত্য, বসুগণ, অশ্বিনীকুমারযুগল, সাধ্য, যম ও কুবের প্রভৃতি দেবগণ বিমানারোহণপূর্ব্বক রাজসভায় আগমন করিলেন। অসংখ্য দৈত্য, সুপর্ণ, মহোরগ, দেবর্ষি, গুহ্যক, চারণ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা এবং বিশ্বাবসু ও পর্ব্বত প্রভৃতি ঋষিগণ সমাগত হইলেন। নানা দিগ্দেশ হইতে কত শত ব্রাহ্মণ আসিতে লাগিলেন। পাণ্ডবেরা সমাগত ব্রাহ্মণগণসমভিব্যাহারে আসনপরিগ্রহপূর্ব্বক পাঞ্চালরাজের ঐশ্বর্য্য সন্দর্শন করিতে লাগিলেন।

দ্রুপদরাজ সমাগত ব্যক্তিদিগের যথোচিত সৎকার করিলেন। রাজগণ সৎকারে পরিতুষ্ট হইয়া মঞ্চোপরি উপবেশন করিলেন। পৌরজনেরা স্বয়ংবর সন্দর্শনমানসে মণ্ডপসন্নিকটস্থ বিবিধ বৃক্ষোপরি আরোহণ করিবার জন্য মহাকোলাহল করিতে লাগিল। নগরের প্রাগুত্তরপ্রান্তে এক পরিষ্কৃত সমতল ভূমিতে স্বয়ংবর-সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সভাগৃহ প্রাকার ও পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং মধ্যে মধ্যে তোরণরাজি বিরাজিত ছিল। উহার চারিদিকে সুধাধবলিত সৌধাবলী তুষারজালজড়িত হিমালয়শিখরের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ঐ সকল প্রাসাদের

কুট্টিমভূমি রমণীয় মণিময় শিলাপট্টে উদ্ভাসিত, দ্বার সকল সমসূত্রপাতে বিন্যস্ত এবং সোপানমার্গসমুদায় সুসংঘটিত। বিচিত্র চন্দ্রাতপ ও অপূর্ব্ব মাল্যদাম উহার অতীব মনোহারিণী শোভা সম্পাদন করিতেছে। ঐ প্রদেশ সুবাসিত গন্ধবারিদ্বারা পরিষিক্ত হইয়াছে। স্থানে স্থানে মহার্হ আসন ও দুগ্ধফেননিভ শয্যা সকল সন্নিবেশিত রহিয়াছে। কোন স্থানে নৃত্যগীত, কোন স্থানে বাদ্যোদ্যম, কোথাও বা জনগণ নানাবিধ মহোৎসব করিতেছে। ভূপালগণ রমণীয় বেশভূষাসমাধানপূর্ব্বক তত্রত্য বিমান-শ্রেণীতে সমাসীন হইয়া পরস্পর স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক পরস্পরকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। পৌরবৃন্দ ও জানপদগণ পরার্দ্ধ্য মঞ্চোপরি উপবেশন করিলেন।

অনন্তর রাজসভায় নৃত্যগীতারম্ভ হইল। রঙ্গোপকরণ ও সুনিপুণ নর্ত্তকীগণের অভিনয়দ্বারা সভার শোভা দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সভারম্ভের ষোড়শ দিবসে কৃতস্নানা দ্রৌপদী অপূর্ব্ব বেশভূষা পরিধানপূর্ব্বক বিচিত্র কাঞ্চনী মালা গ্রহণ করিয়া নৃপসমাজে প্রবেশ করিলেন। চন্দ্রবংশীয় পুরোহিত হুতাশনে যথাবিধি আহুতি প্রদানপূর্ব্বক অগ্নির তর্পণ ও ব্রাহ্মণ-গণের স্বস্তিবাচন করিলেন এবং তূর্য্যাজীবদিগকে বাদ্যোদ্যম করিতে নিবারণ করিলেন। এইরূপে সেই প্রদেশ নিঃশব্দ হইলে, ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বীয় ভগিনী দ্রৌপদীকে লইয়া রঙ্গমধ্যে উপস্থিত হইলেন, এবং গম্ভীরস্বরে মধুরবাক্যে কহিতে লাগিলেন, "হে সমাগত নরেন্দ্রবর্গ! আপনারা শ্রবণ করুন। এই ধনুর্ব্বাণ ও

লক্ষ্য উপস্থিত আছে। যিনি যন্ত্রের ছিদ্রপথে পঞ্চশর নিক্ষেপ করিয়া লক্ষ্য পাতিত করিতে পারিবেন, মদীয় ভগিনী কৃষ্ণা সেই মহাত্মার ভার্য্যা হইবেন।" দ্রুপদপুত্র সভামধ্যে এইরূপ প্রস্তাব করিয়া সমবেত ভূপতিগণের নাম, গোত্র ও কার্য্যাদি কীর্ত্তনপূর্ব্বক দ্রৌপদীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে ভগিনি! দেখ, এই সমুদায় রাজন্যবর্গ তোমার নিমিত্ত সমাগত হইয়াছেন। যিনি এই লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে পারিবেন, তুমি তাঁহারই গলদেশে বরমাল্য প্রদান করিও।"

দেবর্ষি ও গন্ধর্ব্বগণে সমাকুল সুপর্ণ, নাগ, অসুর ও সিদ্ধগণ কর্ত্তৃক পরিষেবিত সেই সভাভবন রমণীয় গন্ধে সুবাসিত এবং বিকীর্য্যমাণ দিব্য কুসুমসমূহের সুগন্ধে আমোদিত হইল। মহাস্বন দুন্দুভিধ্বনিতে গগনমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইল, চতুর্দ্দিক্ বিমান-সম্বাধ এবং বেণু, বীণা ও পণবনিনাদে পরিপূরিত হইল। কর্ণ, দুর্য্যোধন, শাল্ব, শল্য, দ্রৌণায়নি, সুনীথ, বক্র, কলিঙ্গ, বঙ্গাধিপ, পাণ্ড্য, বিদেহরাজ, ও যবনাধিপ প্রভৃতি রাজতনয়েরা কিরীট, হার ও অঙ্গদ প্রভৃতি বিচিত্র অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া স্ব স্ব বলবীর্য্য প্রদর্শন ও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কেহই সেই ভীষণ শরাসন জ্যাসংযুক্ত করিতে সমর্থ হইলেন না। সজ্য করিবার চেষ্টা করিবামাত্র তাঁহারা ধনুষ্কোটিতে আহত ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিলেন, তাঁহাদিগের অঙ্গের আভরণ সকল বিস্রস্ত হইয়া পড়িল। তাঁহারা নিস্তেজ ও হতাশ্বাস হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে শান্তভাব

অবলম্বন করিলেন; তাঁহাদের দ্রৌপদীলিপ্সা এককালে নিরস্ত হইয়া গেল।

এইরূপে পরাক্রান্ত অনেক রাজকুমার বিফলপ্রযত্ন হইয়া প্রস্থান করিলে, চেদিদেশাধিপতি শিশুপাল শরাসনে শর সন্ধান করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু অবশেষে ভগ্নজানু হইয়া ভূপতিত হইলেন। মহাবীর্য্য জরাসন্ধ ধনুর আঘাতে ভূতলে পতিত হইলেন; মদ্রাধিপতি শল্য ধনুকে জ্যারোপণ করিতেও সমর্থ হইলেন না। অমিতবিক্রম কর্ণ ও দুর্য্যোধনও বিফল-প্রযত্ন হইলেন।

সমাগত সমস্ত মহীপাল এইরূপে পরাঙ্মুখ হইলে, অর্জ্জুন উদায়ুধ হইয়া বিপ্রমণ্ডলীমধ্য হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। ব্রাহ্মণেরা পার্থকে কার্ম্মুকাভিমুখে প্রস্থিত দেখিয়া, চীৎকার করিয়া উঠিলেন। কেহ কেহ বিমনা হইয়া রহিলেন, কেহ হর্ষিত হইলেন, এবং কেহ কেহ বা পরস্পর জল্পনা করিতে লাগিলেন যে, যাহাতে ধনুর্ব্বেদ-পারদর্শী শল্যপ্রমুখ সুবিখ্যাত ক্ষত্রিয় সকল অসমর্থ হইয়া প্রস্থান করিলেন, একজন হীনবল অকৃতাস্ত্র সামান্য ব্রাহ্মণকুমার তদ্বিষয়ে কিরূপে কৃতকার্য্য হইবে? এই ব্যক্তি গর্ব্বিত হইয়াই হউক, অথবা কন্যাগ্রহণহর্ষে মোহিত হইয়াই হউক, কিংবা বিপ্রস্বভাবসুলভ প্রলোভ-চপলতা প্রযুক্তই হউক পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা না করিয়া, এই দুষ্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে। যদি কৃতকার্য্য হইতে না পারে, তাহা হইলে সমস্ত রাজগণের নিকট ব্রাহ্মণদিগকে যৎপরোনাস্তি উপহাসাস্পদ

হইতে হইবে, অতএব ইহাকে নিবারণ কর। কেহ কেহ কহিলেন, "আমরা উপহাসাস্পদ হইব না, আমাদিগের কোন-প্রকার লাঘবও হইবে না এবং রাজাদিগেরও দ্বেষ্য হইব না।" কেহ কেহ বলিলেন, "এই পীনস্কন্ধ দীর্ঘবাহু প্রশান্ত-গম্ভীরাকৃতি গজেন্দ্রবিক্রম মৃগেন্দ্রগতি সুরূপ যুবার আকার ও অবিচলিত অধ্যবসায় দর্শনে স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে, ইনি কখনও বিফল-প্রযত্ন হইবেন না। ইঁহার মহীয়সী উৎসাহশীলতা লক্ষিত হইতেছে। যে ব্যক্তি অক্ষম, সে কখনই ঈদৃশ কার্য্যে স্বয়ং প্রবৃত্ত হয় না।"

অর্জ্জুন শরাসনসমীপে অচলবৎ দণ্ডায়মান হইয়া ব্রাহ্মণগণের কথোপকথন শ্রবণ করিলেন। অনন্তর বরপ্রদ মহাদেবকে প্রণামপূর্ব্বক সেই কার্ম্মুক প্রদক্ষিণ করিলেন এবং কৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া শরাসন গ্রহণ করিলেন। শিশুপাল, সুনীথ, রাধেয়, দুর্য্যোধন, শল্য, শাল্ব প্রভৃতি ধনুর্ব্বেদপারগ নৃসিংহ-সকল দৃঢ়প্রযত্নেও যে ধনু সজ্য করিতে পারেন নাই, অর্জ্জুন অবলীলাক্রমে নিমেষমধ্যে সেই শরাসনে জ্যারোপণ-পূর্ব্বক পাঁচটি শর গ্রহণ করিলেন, পরে ছিদ্রপথে সেই অতিকষ্ট-বেধ্য লক্ষ্য বিদ্ধ করিয়া ভূতলে পাতিত করিলেন। তৎকালে অন্তরীক্ষে ও সভামধ্যে মহান্ কোলাহল হইতে লাগিল। সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ স্ব স্ব বসন বিধূননপূর্ব্বক মহোল্লাস প্রকাশ করিতে লাগিলেন, এবং চতুর্দ্দিক্ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। বাদ্যকরেরা শতাঙ্গ তূর্য্য বাদন করিতে লাগিল এবং

সুকণ্ঠ সূত ও মাগধগণ স্তুতিপাঠ করিতে আরম্ভ করিল। অর্জ্জুনের বিজয়শব্দে চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

দ্রুপদরাজ পার্থকে নয়নগোচর করিয়া, সাতিশয় প্রীত হইলেন এবং দ্রৌপদীকে তাঁহার গলে মাল্যপ্রদান করিতে অনুমতি করিলেন। রাজা ব্রাহ্মণকে কন্যা দান করিবার অভিলাষ করিলেন দেখিয়া, ভূপতিগণ সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পরের বদন নিরীক্ষণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, "দ্রুপদরাজ সমাগত রাজমণ্ডলকে তৃণতুল্য জ্ঞান করিয়া বরবর্ণিনী দ্রৌপদীকে বিপ্রসাৎ করিবার বাসনা করিয়াছেন। ইনি নরাধিপগণকে আহ্বান ও যথাবিধি সৎকার করিয়া উত্তমরূপে ভোজন করাইলেন; কিন্তু পরিশেষে তাঁহাদের তাদৃশ সম্মান রক্ষা করিলেন না। বস্তুতঃ বৃক্ষ রোপণ করিয়া ফলকালে উন্মূলিত করিলেন। কি আশ্চর্য্য! দ্রুপদ, দেবতুল্য নৃপসমূহের মধ্যে এক ব্যক্তিকেও আপন কন্যার অনুরূপ বিবেচনা করিলেন না! স্বয়ংবরে ব্রাহ্মণের অধিকার নাই, কেবল ক্ষত্রিয়েরই স্বয়ংবর-বিবাহ শাস্ত্রসম্মত। অতএব সমধিক গুণসম্পন্ন হইলেও কোন ক্রমে ইনি সম্মানযোগ্য হইতে পারেন না, প্রত্যুত উক্ত অপরাধে এই দুরাত্মা নৃপাধমকে সপুত্র বিনিষ্ট করিব। আর যদি এই কন্যা আমাদিগের মধ্যে কাহাকেও মনোনীত না করে, তাহা হইলে উহাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া আমরা স্ব স্ব রাজ্যে প্রতিগমন করিব। ব্রাহ্মণ লোভাকৃষ্ট হইয়া অথবা নৈসর্গিক চপলতাপ্রযুক্ত রাজাদিগের অনভিমত কার্য্য করিলেও তিনি অবধ্য।" এই বলিয়া রাজগণ অবমান-

ভয়ে, স্বধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত, ও পরে অন্য স্বয়ংবরে এরূপ না হয়, এই অভিপ্রায়ে দ্রুপদের প্রাণসংহার করিবার নিমিত্ত আয়ুধ গ্রহণপূর্ব্বক ধাবমান হইলেন।

সেই সশস্ত্র ক্রোধান্ধ অসংখ্য রাজশার্দ্দূল বেগে ধাবমান হইতেছে দেখিয়া, দ্রুপদরাজ ভয়ে ব্রাহ্মণদিগের শরণাগত হইলেন। দ্বিজর্ষভসকল কহিলেন, "তোমাদিগের ভয় নাই, আমরা শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছি।" অর্জ্জুন ঈষৎ হাস্য করিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, "আপনারা পার্শ্বে থাকিয়া দর্শন করুন। যেমন মন্ত্রদ্বারা দন্দশূক আশীবিষকে নিবারণ করে, তদ্রূপ আমি সূচ্যগ্রে বিশিখশতদ্বারা ইহাদিগের নিরাকরণ করিতেছি।" এই কথা বলিয়া অর্জ্জুন শুল্কলব্ধ শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক মদস্রাবী গজেন্দ্রের ন্যায় বেগাভিদ্রুত রাজেন্দ্রদিগের সম্মুখীন হইয়া, পর্ব্বতের ন্যায় দৃঢ়রূপে দণ্ডায়মান হইলেন। লোকান্তক যম যেমন ভীষণ দণ্ড গ্রহণ করেন, তদ্রূপ রিপুনিসূদন ভীম বৃক্ষশাখা গ্রহণ করিয়া অর্জ্জুনের সমীপে দণ্ডায়মান হইলেন। অমর্ষ প্রদীপ্ত মহীপালেরাও ভীমার্জ্জুন-জিঘাংসু হইয়া অস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলেন।

এই সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া মহানুভব কৃষ্ণ মহাবীর্য্য বলদেবকে কহিলেন, "আর্য্য! যিনি এই বিস্তীর্ণ শরাসন অনায়াসে আকর্ষণ করিতেছেন, ইনি যে অর্জ্জুন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আর যিনি বাহুবলে বৃক্ষ উৎপাটনপূর্ব্বক নির্ভয়ে রাজমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইতেছেন, ইনি বৃকোদর। ভীম ব্যতিরেকে যুদ্ধস্থলে

ঈদৃশ পরাক্রম প্রদর্শন করিতে পারে, পৃথিবীতে এমন বীর কে আছে? যে কমললোচন গৌরবর্ণ পুরুষ অতি বিনীতভাবে অগ্রে অগ্রে গমন করিতেছেন, ইনি ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির। আর কুমার-তুল্য সুকুমার ঐ কুমারযুগলকে দেখিয়া বোধ হইতেছে, উহাঁরাই নকুল ও সহদেব হইবেন। শুনিয়াছিলাম, পৃথা পুত্রগণসহ সেই ভয়াবহ জতুগৃহ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন, তাহা যথার্থ বটে।” এই সমস্ত শ্রবণানন্তর নির্জ্জলজলদসন্নিভ বলদেব কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “কৃষ্ণ! পিতৃষ্বসা পৃথা ও পাণ্ডবদিগকে বিপদ্‌মুক্ত জানিয়া অদ্য পরম প্রীত হইলাম।”

যুযুৎসু রাজগণ ব্রাহ্মণগণের প্রতি ধাবমান হইলে, মহা-তেজা কর্ণ অর্জ্জুনের বিরুদ্ধে গমন করিলেন। জিগীষাপরবশ বীরযুগলের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। অর্জ্জুন শত শত নিশিত শরদ্বারা কর্ণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। কর্ণ অর্জ্জু-নের অনুপম ভুজবীর্য্য দর্শনে চমৎকৃত হইয়া কহিলেন, “হে বিপ্র-বর! তোমার ভুজবীর্য্য, অস্ত্রশিক্ষা ও অক্লিষ্টতা দর্শনে আমি পরম প্রীত হইলাম। আমার বোধ হইতেছে, তুমি মূর্ত্তিমান্ ধনুর্ব্বেদ অথবা সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণু হইবে। আত্মপ্রচ্ছাদনের নিমিত্ত বিপ্ররূপ ধারণপূর্ব্বক আমার সহিত যুদ্ধ করিতেছ। ক্রুদ্ধ হইলে সাক্ষাৎ ইন্দ্র বা পাণ্ডুতনয় কিরীটী ব্যতিরেকে অন্য কেহই আমার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয় না।” অর্জ্জুন প্রত্যুত্তর করিলেন, “হে কর্ণ! আমি ধনুর্ব্বেদ নহি, ভগবান্ বিষ্ণুও নহি; আমি ব্রাহ্মণ, গুরুর উপদেশে ব্রাহ্ম ও পৌরন্দর

অস্ত্রে সুশিক্ষিত হইয়াছি। অদ্য তোমাকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছি।” রাধেয় এই কথা শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুনের দুর্জ্জয় ব্রাহ্মতেজঃ স্বীকারপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইলেন।

অপর রণপ্রদেশে বলবিদ্যাসম্পন্ন যুদ্ধবিশারদ মত্ত গজেন্দ্রাকার শল্য ও বৃকোদর পরস্পর সমাহ্বানপূর্ব্বক মুষ্ট্যাঘাত ও জানুপ্রহারদ্বারা ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়ে প্রচণ্ডবেগে উভয়কে আকর্ষণ ও পাষাণপাতসদৃশ মুষ্ট্যাঘাত করিতে লাগিলেন। প্রহারবেগে রণস্থলে ঘোরতর চটচটা শব্দ উত্থিত হইল। তাঁহারা দুই জনে ক্ষণকাল তুমুল সংগ্রাম করিলে কুরুশ্রেষ্ঠ ভীম বাহুদ্বারা শল্যকে উৎক্ষিপ্ত ও ভূতলে পাতিত করিলেন। তদ্দর্শনে দ্বিজাতিমণ্ডল হাস্য করিতে লাগিলেন। ভীমসেন শল্যকে ভূতলশায়ী করিয়াও তাঁহার প্রাণ বিনাশ করিলেন না। শল্য নিপতিত ও কর্ণ শঙ্কিত হইলে সমস্ত রাজগণ অত্যন্ত ভীত হইয়া বৃকোদরকে পরিবেষ্টন করিলেন; এবং সকলে একবাক্যে ভীমার্জ্জুনকে সাধুবাদ প্রদান করিয়া কহিলেন, “এই ব্রাহ্মণকুমারেরা কাহার পুত্র, ইহাদিগের বাস কোথায়, তৎসমুদয় পরিজ্ঞাত হওয়া উচিত; মহাবল পরশুরাম, দ্রোণ ও পাণ্ডুতনয় কিরীটী ব্যতিরেকে কর্ণের সহিত যুদ্ধ করে, এমন লোক ভূলোকে কে আছে? দেবকীসুত কৃষ্ণ এবং কৃপাচার্য্য ব্যতিরেকে দুর্য্যোধনের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয়, এমন ব্যক্তি লক্ষ্য হয় না। বলদেব, বৃকোদর ও মহাবল পরাক্রান্ত

দুর্য্যোধন ভিন্ন অন্য কোন্ বীর মদ্রাধিপতি শল্যকে সমরশায়ী করিতে পারে ?”

অনন্তর কৃষ্ণ রাজগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক বিনয়বচনে কহিলেন, “হে ভূপালবৃন্দ ! ইঁহারা রাজকুমারীকে ধর্ম্মতঃ লাভ করিয়াছেন, অতএব আপনারা ক্ষান্ত হউন, আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই।” রাজগণ কৃষ্ণের অনুনয়ে সংগ্রামে বিরত হইয়া স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিলেন। ‘অদ্য রণস্থলে ব্রাহ্মণ জয়ী হইয়াছেন, এবং পাঞ্চালী ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক বিবাহিতা হইলেন’ এই কথা বলিতে বলিতে সমাগত জনসমূহ প্রস্থান করিল। রৌরবাজিনধারী ভীম ও অর্জ্জুন বিপ্রমধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া অতি সাবধানে গমন করিলেন। তাঁহারা শত্রুহস্ত হইতে বিমুক্ত হইয়া এবং দ্রৌপদীকে লাভ করিয়া মেঘাবরণবিনির্ম্মুক্ত পূর্ণশশধরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

প্রাচীন হিন্দুদিগের বসতি-বিস্তার।

ভারতবর্ষ অতি প্রাচীন দেশ, এবং হিন্দুজাতি অতি প্রাচীন জাতি। অতি প্রাচীনকালে হিন্দুগণ সকল বিষয়েই বিলক্ষণ উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন। এক্ষণে যেমন ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র হিন্দুসন্তানের বাস দেখা যায়, পূর্ব্বে সেরূপ ছিল না। হিন্দুসন্তানগণের বাসস্থান প্রথমে হিমাচলসন্নিহিত সরস্বতীতীরবর্ত্তী ব্রহ্মাবর্ত্তমধ্যেই * সীমাবদ্ধ ছিল। যদি কোন হিন্দুসন্তান সেই ব্রহ্মাবর্ত্তের পবিত্র নদীতীরে দণ্ডায়মান হইয়া স্বদেশের স্মরণাতীত অন্ধতমসাচ্ছন্ন প্রাচীনকালীন পুরাবৃত্ত আলোচনা করেন, তবে বুঝিতে পারিবেন যে, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা কীদৃশ উৎসাহসহকারে আপনাদিগের বসতি বিস্তার করিয়াছিলেন, ও কিরূপ পরাক্রমে ক্রমে ক্রমে বিন্ধ্য-সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া, সমুদ্রতটের পরান্ত সীমা পর্য্যন্ত সমুদায় স্থান আপনাদিগের বাসভূমিতে পরিণত ও স্বাধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন।

মনু লিখিয়াছেন, সরস্বতী ও দৃষদ্বতী (ঘাগর বা কাগার) এই দুই দেবনদীর মধ্যবর্ত্তী দেবনির্ম্মিত দেশের নাম ব্রহ্মাবর্ত্ত। এই ব্রহ্মাবর্ত্তে ব্রাহ্মণাদি বর্ণের ও সঙ্কীর্ণ জাতিদিগের যে আচার পরম্পরাক্রমে প্রচলিত আছে, তাহাই সদাচার। ব্রহ্মাবর্ত্তের

* আধুনিক পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, কুরুক্ষেত্রের সন্নিহিত পশ্চিমাংশস্থিত দেশ ব্রহ্মাবর্ত্তনামে খ্যাত ছিল।

সমীপবর্ত্তী কুরুক্ষেত্র (স্থানেশ্বর), মৎস্য (জয়পুর), পঞ্চাল (কান্যকুব্জ) ও শূরসেনক (মথুরা) দেশ ব্রহ্মর্ষি নামে খ্যাত। মনুষ্যগণ এই ব্রহ্মর্ষিদেশজাত ব্রাহ্মণগণের সন্নিধানে স্ব স্ব আচার শিক্ষা করিতেন। উত্তরে হিমালয় ও দক্ষিণে বিন্ধ্যাচল এতদুভয় পর্ব্বতের মধ্যে বিনশনের (কুরুক্ষেত্র) পূর্ব্ব অবধি প্রয়াগের পশ্চিম পর্য্যন্ত যে দেশ ব্যাপ্ত আছে, তাহার নাম মধ্যদেশ। উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্যাচল, পূর্ব্বে পূর্ব্বসমুদ্র ও পশ্চিমে পশ্চিমসমুদ্র এই চতুঃসীমাবদ্ধ দেশের নাম আর্য্যাবর্ত্ত। দ্বিজাতিগণ এই দেশেই বসতি করিতেন। শূদ্রেরা আপনাদের বৃত্তির সুবিধানুসারে যে কোন দেশে অবস্থিতি করিতে পারিত।

বাস্তবিক, প্রাচীনকালে ব্রহ্মাবর্ত্তসীমা সরস্বতীতীরেই মুনিঋষিদিগের আশ্রম সংস্থাপিত ছিল। তাঁহাদিগের যজ্ঞ-তপস্যাদি যাবতীয় ব্যাপার ঐ স্থানেই অনুষ্ঠিত হইত। সমস্ত মুনিঋষিগণ যে স্থানে সমবেত হইয়া বিবিধ শাস্ত্রালাপ ও দীর্ঘকালসাধ্য যজ্ঞ সম্পন্ন করিতেন, এবং যে স্থানের পুণ্যবর্ণনা সমস্ত পুরাণেতিহাসে পরিব্যাপ্ত, ঋষিগণের সেই প্রিয়তম পবিত্র রম্য নৈমিষারণ্যও এই সরস্বতীনদীর তীরবর্ত্তী ছিল। ইহারই পবিত্র তটে সিন্ধুদ্বীপ, দেবাপি ও বিশ্বামিত্র তপস্যাবলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন; বেদবিভাগকর্ত্তা মহাভারতকার কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসেরও আশ্রম এই পবিত্র স্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিল। যিনি কুত্রাপি জ্ঞানার্জ্জনে সক্ষম হইতেন না, তিনি স্বাধ্যায়ধ্বনি-

সংঘোষিত সরস্বতীতটে বেদজ্ঞানলাভে সুসিদ্ধ হইতেন। বেদ লুপ্তপ্রায় হইলে, ঋষিগণ এই সরস্বতীতীরস্থিত সারস্বত মুনির নিকট হইতে বেদ শিক্ষা করিয়া পুনর্ব্বার ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। পুরাকালীন ভূপতিগণের সন্ধি-বিগ্রহাদি সমস্ত ব্যাপারই এই প্রদেশে সংঘটিত হইয়াছিল। জনশ্রুতি এই যে, লোকপিতামহ ব্রহ্মা এই স্থানে অবস্থিতি করিয়া লোকসৃষ্টি ও যজ্ঞসম্পাদন করিয়াছিলেন।

সরস্বতীতীর হইতে হিন্দুসন্তানগণ ক্রমে যমুনা ও গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত বসতি বিস্তার করিলেন। মনুসংহিতা-রচনাকালে হিন্দু-বংশের বাসস্থান বিন্ধ্যহিমালয়ের অন্তর্ব্বর্ত্তী সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে বিস্তৃত হইয়াছিল। মনুসংহিতাকার আর্য্যাবর্ত্তকে মানবের কর্ম্ম-ভূমি ও তদ্ভিন্ন সমস্ত দেশ ম্লেচ্ছদেশ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সূর্য্যবংশীয়গণ অতি প্রাচীনকাল হইতে অযোধ্যায় অবস্থিতি করিতে আরম্ভ করেন। কিংবদন্তী এই যে, বৈবস্বত মনু অযোধ্যা-পুরী নির্ম্মাণ করেন, এবং তৎপুত্র ইক্ষ্বাকু অবধি সূর্য্যবংশীয় নর-পতিগণ তথায় বসতি করেন। কি অভিপ্রায়ে যে সূর্য্যবংশীয়-গণ, পবিত্র সরস্বতীতীর পরিত্যাগ করিয়া, সরযূতীরে অযোধ্যা-পুরী নির্ম্মাণ করেন, তাহার কোন নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অযোধ্যা অতি বৃহৎ ও সুসম্পন্ন মহানগরী ছিল। সেই প্রাচীন-কালে অযোধ্যা যেরূপ সর্ব্বসমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল, এই ঊনবিংশ শতাব্দীতেও সেরূপ নগর অতি অল্পই দেখা যায়। একদা, এই মহানগরী যে মর্ত্ত্যে অমরাবতীতুল্য ছিল, কবিগুরু বাল্মীকির

বর্ণনা পাঠ করিলে তাহা সম্যক্ উপলব্ধ হয়। কবিগুরুর অযোধ্যা-বর্ণনার সারমর্ম্ম নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

সরযূতীরে প্রভূত-ধনধান্যশালী, উত্তরোত্তর বর্দ্ধমান অতি বৃহৎ কোশল নামক জনপদে সর্ব্বলোক-বিখ্যাত অযোধ্যানাম্নী নগরী প্রতিষ্ঠিত। ঐ মহাপুরী দ্বাদশ যোজন আয়ত, ত্রিযোজন বিস্তৃত, সুবিভক্ত মহাপথসমূহে সুশোভিত, সর্ব্বযন্ত্র ও সর্ব্বায়ুধ-সম্পন্ন এবং সুদৃঢ় কবাটতোরণসমন্বিত ছিল। উহার সুন্দর সুবিভক্ত বৃহৎ রাজপথ সকল সর্ব্বদা জলসিক্ত ও বিকসিত পুষ্পে সমাকীর্ণ থাকিত, এবং উহার চতুর্দ্দিক্ মেঘমালার ন্যায় নিবিড় শালবনে বেষ্টিত ছিল, শত শত শতঘ্নী ও গভীর জলদুর্গম পরিখা দ্বারা পরিব্যাপ্ত দুরাসদ বহুতর দুর্গে বেষ্টিত থাকায় অযোধ্যা-নগরী শত্রুগণের একান্ত দুর্গম ছিল। শত্রুপক্ষ তাহার নিকটেও গমন করিতে পারিত না। অযোধ্যানগরীতে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করদ রাজা, অনেক সাধু পুরুষ, নানাদেশনিবাসী বণিক্‌গণ, নানা-প্রকার শিল্পবিদ্যাবিশারদগণ এবং সূত ও মাগধগণ বাস করিত; বহুতর পর্ব্বত তুল্য অত্যুচ্চ রত্নময় প্রাসাদ, নরনারীগণের সুসমৃদ্ধ ক্রীড়াগার ও নাট্যশালা এবং রমণীয় উদ্যান ও আম্রকাননে নগরী সুশোভিত ছিল। তাহার কোন স্থানই বসতিশূন্য ছিল না। গৃহসমস্ত ঘনসন্নিবিষ্ট ও সমস্ত গৃহেরই বাহ্যপ্রদেশ সুসজ্জিত ছিল। তথায় দুন্দুভি, মৃদঙ্গ, বীণা ও পণব সকল মুহুর্মুহুঃ বাদিত হইত। অযোধ্যা পৃথিবীর সমস্ত নগরী হইতে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছিল। তথায় অস্ত্রশস্ত্রপ্রয়োগবিশারদ ক্ষিপ্রহস্ত

সহস্র সহস্র মহারথ ছিলেন। তাঁহারা উদাসীন, লুক্কায়িত, অসহায় ও পলায়িত ব্যক্তিগণের প্রতি কখনও অস্ত্রাঘাত করিতেন না।

মহারাজ ইক্ষ্বাকুর পৌত্র মিথিকর্ত্তৃক মিথিলাপুরী স্থাপিত হইয়াছিল। ইক্ষ্বাকুর সহোদর করুষের সন্তান কাপুরুষ ক্ষত্রিয়েরা বিন্ধ্যপর্ব্বতে বাস করিতেন। তাঁহার অন্য ভ্রাতা শর্যাতির পৌত্র রেবত আনর্ত্তদেশের অধিপতি হইয়া কুশস্থলী (দ্বারকা) নগরীতে রাজধানী করিয়াছিলেন। ইক্ষ্বাকুর ভ্রাতা নেদিষ্ট বংশীয় নৃপতি মিথিলাসন্নিহিত বৈশালী নগরীর * প্রতিষ্ঠাতা। ইক্ষ্বাকুর শত পুত্র নানা দিগ্দেশে গমন করিয়াছিলেন। অনেকে ভারতের বহির্ভাগেও রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন।

সূর্য্যবংশ অপেক্ষা চন্দ্রবংশীয় ভূপালদিগের দেশাধিকারের বিবরণ অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। মনুসন্তান প্রদ্যুম্ন প্রয়াগের পূর্ব্ব অংশে প্রতিষ্ঠানপুরী স্থাপন করিয়া চন্দ্রবংশীয় পুরূরবা নৃপতিকে সমর্পণ করেন। পুরূরবার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম আয়ুঃ। আয়ুর পুত্র ছত্রবৃদ্ধের সন্তানেরা পুণ্যনগরী কাশী স্থাপন করেন। পুরূরবার অন্য এক পুত্র অমাবসুর বংশীয় নৃপতিগণ পশ্চিমে কান্যকুব্জ এবং পূর্ব্বদক্ষিণে মগধ ও কামরূপ পর্য্যন্ত অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন। তৎকুলোদ্ভব কুশরাজের চারি পুত্র প্রত্যেকে এক একটী নগরী স্থাপন করিয়াছিলেন—কুশনাভ

---

* বৈশালী নগরী এক্ষণে বিদ্যমান নাই। বোধ হয়, গঙ্গা ও গণ্ডকী নদীর সঙ্গমস্থানে বৈশালী অবস্থিত ছিল।

মহোদয় (কান্যকুব্জ), অমূর্ত্তরয় প্রাগ্‌জ্যোতিষ (কামরূপ), বসু গিরিব্রজ * এবং কুশস্ব কৌশাম্বী † নগর স্থাপন করিয়াছিলেন। আয়ুর অন্য এক পুত্রের নাম নহুষ। নহুষাত্মজ সুবিখ্যাত রাজা যযাতির তনয় যদুর বংশোদ্ভব পরাবৃত নৃপতির সন্তানেরা, পূর্ব্ব দিকে মিথিলা, দক্ষিণে বিদর্ভ, দক্ষিণ ও পশ্চিমে পারিপাত্র পর্ব্বত পর্য্যন্ত বিস্তৃত দেশে নর্ম্মদাতীরে বসতি বিস্তার করিয়াছিলেন। পরাবৃতের পুত্র পরিঘ ও হরি বিদেহ (ত্রিহুত) নগরে অবস্থিতি করেন, এবং জ্যামঘ নামে তাঁহার অন্য এক পুত্র গৃহ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ঋক্ষবৎপর্ব্বত ‡ অধিকার করিয়া শুক্তিমতীতে বসতি করেন। তাঁহার পুত্র বিদর্ভ হইতে বিদর্ভদেশের, এবং তাঁহার পৌত্র চেদি হইতে চেদিরাজ্যের উৎপত্তি হয়। যযাতির অন্য এক পুত্রের নাম অণু। অণুর বংশীয় শিবির সন্তানেরা পঞ্জাবাদি পশ্চিমোত্তর খণ্ডের অন্তঃপাতী শিবি, সৌবীর, মদ্র ও কেকয় § প্রভৃতি দেশ স্থাপন করেন। উশীনরের ভ্রাতা তিতিক্ষুর

---

* মগধ দেশের অন্তর্গত ফল্গু নদীর তীরে যে পঞ্চ পর্ব্বত আছে, সেই পঞ্চ পর্ব্বতের মধ্যে জরাসন্ধের রাজধানী গিরিব্রজ অবস্থিত ছিল। বৌদ্ধেরা উহাকে রাজগৃহ বলেন।

† বোধ হয় প্রয়াগ ও মগধের কোন স্থানে কৌশাম্বী ছিল।

‡ গোণ্ডোয়ানার অন্তর্গত যে পর্ব্বতমালা হইতে নর্ম্মদা ও তাপ্তীনদী উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার নাম ঋক্ষবান্‌।

§ পশ্চিমে সিন্ধু এবং পূর্ব্বে চন্দ্রভাগা ও বিতস্তার সঙ্গমস্থানের মধ্যবর্ত্তী স্থান শিবি, সিন্ধুর সন্নিহিত প্রদেশ সৌবীর, বিপাশা ও ইরাবতী নদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ মদ্র, বিপাশা নদীর কিয়দ্দূর পশ্চিমে পর্ব্বতময় মধ্যপ্রদেশ কেকয় নামে প্রথিত ছিল।

'কুলোদ্ভব বলির অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম এবং পুণ্ড্র * নামে পঞ্চ পুত্র উৎপন্ন হয়। তাঁহারা প্রত্যেকে যে দেশে বাস করিয়াছিলেন, তাহা স্ব স্ব নামে খ্যাত করেন। যযাতির কনিষ্ঠ পুত্র পূরুর বংশীয় রাজারা মধ্যদেশে ও মগধরাজ্যে রাজত্ব করেন। তৎকুলোদ্ভব হস্তী হস্তিনাপুরী † সংস্থাপন করেন। হস্তীর পুত্র অজমীঢ়ের বংশ বহু স্থানে বিস্তারিত হইয়াছিল। তৎপুত্র নীলের বংশোদ্ভব হর্য্যশ্ব ও তাঁহার পঞ্চপুত্র পাঞ্চালরাজ্যে রাজত্ব করেন। পঞ্চ খণ্ডে পঞ্চ পুত্রের অধিকার প্রযুক্ত সেই রাজ্য পাঞ্চালনামে খ্যাত হইয়াছিল। ঐ পঞ্চ ভ্রাতার মধ্যে কাম্পিল্য কাম্পিল্য-নামে আর একটী স্বতন্ত্র পুরী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। অজ-মীঢ়ের অন্য এক পুত্রের নাম ঋক্ষ। পাঞ্চালেরা ঋক্ষতনয় সম্বরণকে রণে পরাস্ত করিয়া রাজ্যভ্রষ্ট করেন। সম্বরণ হস্তিনাপুরী হইতে সপরিবারে অমাত্য ও সুহৃদ্গণসহ পলায়ন করিয়া পশ্চিমে সিন্ধুনদতীরস্থ পর্ব্বতসন্নিধানে কিছুকাল অবস্থিতি করেন। পরে পুনর্ব্বার হস্তিনাপুরী তাঁহাদিগের অধিকৃত হইয়াছিল। সম্বরণের পুত্র কুরুর নামে কুরুজাঙ্গল ‡ দেশ ও কুরুক্ষেত্র তীর্থের নাম

---

* ভাগলপুরের সন্নিহিত প্রদেশের নাম অঙ্গ ও উৎকলের দক্ষিণ দ্রাবিড় পর্য্যন্ত তীরস্থ প্রদেশের নাম কলিঙ্গ, বঙ্গের উত্তর বা পূর্ব্ব অংশস্থ প্রদেশ সুহ্ম। কেহ কেহ বলেন, এক্ষণে যেখানে আরাকান ও ত্রিপুরা অবস্থিত, তাহাই সুহ্ম নামে অভিহিত হইত। এক্ষণকার বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার কিয়দংশ পুণ্ড্র নামে খ্যাত ছিল।

† দিল্লীর পূর্ব্বে প্রায় ৩০ ক্রোশ দূরে গঙ্গাতীরে হস্তিনা অবস্থিত ছিল।

‡ বোধ হয় গঙ্গা যমুনার অন্তর্বেদির উত্তর ভাগস্থ জঙ্গলময় প্রদেশ কুরুজাঙ্গল নামে অভিহিত হইত।

প্রসিদ্ধ হয়। এই ঋক্ষবংশীয় বৃহদ্রথ প্রভৃতি ভূপতিগণ মগধরাজ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন। যযাতির অন্য পুত্র দ্রুহ্যুর কুলোদ্ভব গান্ধার গান্ধাররাজ্য (কান্দাহার) অধিকার করেন, ও তৎকুলোদ্ভব প্রচেতার পুত্রগণ উত্তরদিগ্বর্ত্তী ম্লেচ্ছদেশে আধিপত্য স্থাপন করেন। পাণ্ডুপুত্র সুপ্রসিদ্ধ যুধিষ্ঠির যমুনাতীরে ইন্দ্রপ্রস্থ নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে ইন্দ্রপ্রস্থ দিল্লীনামে অভিহিত। সুদ্যুম্নের পুত্র উৎকল উৎকল ও গয় গয়া নগরী নির্ম্মাণ করেন। হৈহয়কুলোৎপন্ন মহাবীর কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন মাহিষ্মতীপুরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। আজিও মাহিষ্মতী মহেশ্বর-নামে প্রসিদ্ধ হইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে। তৎপ্রদেশের অধিবাসিগণ মাহিষ্মতীকে "সহস্রবাহুকা বস্তি" বলিয়া থাকে। কাহারও কাহারও মতে, এই নগরই চন্দ্রবংশীয় নরপতিগণের প্রথম কীর্ত্তি।

দাক্ষিণাত্য রামচন্দ্রের বনবাসের পূর্ব্বে অরণ্যময় অসভ্য অব্রহ্মণ্য দেশ ছিল। তৎকালে স্থানে স্থানে দুই একজন ঋষির আশ্রম ভিন্ন আর কোনও আর্য্যনিবাসই দাক্ষিণাত্যে লক্ষিত হইত না। অনন্তর, রামচন্দ্র রাবণবিনাশপূর্ব্বক অযোধ্যাপুরীতে প্রত্যাগমন করিলে আর্য্যাবর্ত্ত হইতে ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাদি দক্ষিণ দেশে গমনপূর্ব্বক পাণ্ড্য, চোল ও তোণ্ড * প্রভৃতি

* পাণ্ড্যরাজ্যের দক্ষিণ সামা কন্যাকুমারী, উত্তর সীমা বররু নদী, পূর্ব্ব সীমা সমুদ্র এবং পশ্চিম সীমা মলয়গিরি ও চেররাজ্য। পাণ্ড্যমণ্ডলের উত্তর পিনাকিনীনদী পর্য্যন্ত চোলরাজ্যের সীমা। পাণ্ড্য ও চোলরাজ্যের পশ্চিমে চের বা কঙ্গ রাজ্য; ইহার উত্তরে কর্ণাট, দক্ষিণে সমুদ্র এবং পশ্চিমে কেরল। তোণ্ডমণ্ডলের দক্ষিণ সীমা পিনাকিনী ও উত্তর সীমা ত্রিপথি।

বহুতর রাজ্য সংস্থাপন করেন, ও ব্রাহ্মণগণ তথায় যাত্রা করিয়া শাস্ত্র প্রচারে প্রবৃত্ত হয়েন। চোল, তোণ্ড ও পাণ্ড্যরাজ্য রামায়ণ-নির্দ্দিষ্ট দণ্ডকারণ্যের অন্তঃপাতী ছিল। আর্য্যাবর্ত্ত হইতে কতকগুলি তীর্থযাত্রী রামেশ্বরতীর্থে গমনপূর্ব্বক বন পরিষ্কার করিয়া তথায় বসতি করেন। আর্য্যাবর্ত্তবাসী মথুরানায়কপাণ্ড্য নামে একজন বৈশ্য বৈজা-নদীর তীরস্থ প্রদেশ পরিষ্কৃত করিয়া মথুরানগর পত্তন করেন এবং অযোধ্যাপুরী হইতে তয়মনচোল নামে এক ব্যক্তি কাবেরী নদীর সন্নিহিত ভূমি পরিষ্কৃত করিয়া ত্রিশিরপল্লীতে চোল নামে অভিহিত এক নগরী স্থাপন করেন। চোলরাজ্যের চতুশ্চত্বারিংশ রাজা কুলোত্তুঙ্গচোলের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজ্যের প্রধান প্রধান প্রজারা যুবরাজ রূপে স্বীকার করিল না, এ নিমিত্তে কুলোত্তুঙ্গ তাঁহাকে একখণ্ড বনভূমি অর্পণ করিলেন। সেই প্রদেশের নাম তোণ্ডমণ্ডল ও তাহার রাজধানীর নাম কাঞ্চী নগর হইল।

ভৃগুবংশাবতংস সুপ্রসিদ্ধ মহাবীর পরশুরাম প্রভূত ক্ষত্রিয় বিনাশ করিয়া, সেই নরহত্যাপাপের প্রায়শ্চিত্তবিধানজন্য দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত গোকর্ণতীর্থে যাত্রা করিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে, তথায় তিনি সমুদ্রতটের প্রসারণ দ্বারা কেরলরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন, এবং নানা দেশ হইতে ব্রাহ্মণসন্তান আনয়নপূর্ব্বক তথায় সংস্থাপন করেন। সহ্যাদ্রিখণ্ডে দ্রাবিড় ভাষায় লিখিত কোন গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে, সেই দেশ ব্রাহ্মণহীন দেখিয়া পরশুরাম কতিপয় কৈবর্ত্তকে যজ্ঞোপবীত প্রদানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ করিয়া-

ছিলেন। ঐ কাল্পনিক ব্রাহ্মণেরা সর্পভয়ে ভীত হইয়া, কেরল পরিত্যাগপূর্ব্বক স্ব স্ব দেশে প্রত্যাগমন করিয়াছিল। তখন পরশুরাম কুরুক্ষেত্র হইতে আর্য্য ব্রাহ্মণদিগকে আনয়ন করিয়া তথায় স্থাপিত করিলেন।

প্রাচীন হিন্দুগণ কেবল ভারতবর্ষমধ্যে নিবদ্ধ ছিলেন না। তাঁহারা ভারতের বহিঃস্থ অনেক দেশে বাসস্থান নির্দ্দিস্ট করিয়াছিলেন। এক্ষণকার ন্যায়, পূর্ব্বকালে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ ছিল না। প্রাচীন হিন্দুগণ সমুদ্রপোত নির্ম্মাণ ও সমুদ্রপোত চালন প্রভৃতি কার্য্যে বিলক্ষণ পটু ছিলেন। তাঁহাদের সমুদ্রপথে ভ্রমণ, বাণিজ্য কার্য্য, ও বসতি-স্থাপনজন্য বহু দূরতরদেশে গমনের অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মনুসংহিতায় সমুদ্রপোতমূল্যের বিধান আছে, রামায়ণে সমুদ্রবণিক্ ও সামুদ্রিক রত্নের অনেক উল্লেখ আছে; শকুন্তলার ধনবৃদ্ধিবণিকের আখ্যান, হিতোপদেশের কন্দর্পকেতুর আখ্যান, পদ্মপুরাণের চাঁদসদাগর ও কবিকঙ্কণ চণ্ডীর শ্রীমন্তসদাগর প্রভৃতির আখ্যান দ্বারা এবং বৌদ্ধদিগের গ্রন্থে বিজয়সিংহের সিংহলাধিকারের যে বিবরণ আছে তদ্দ্বারা প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রার যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আদিপুরাণ প্রভৃতিতে যে সমুদ্রযাত্রানিষেধ দৃষ্ট হয়, তাহা কলিকাল সম্বন্ধে। সত্যাদি যুগত্রয়ে হিন্দুগণ ইচ্ছানুসারে সমুদ্রযাত্রা করিয়া আবশ্যকমত সমুদ্রপারে বাণিজ্যকার্য্য সম্পাদন ও বসতি স্থাপন করিতেন।

অন্যান্য প্রাচীন সভ্যজাতির গ্রন্থেও অনেক দ্বীপের পুরা-

বৃত্তেও হিন্দুজাতির সমুদ্রভ্রমণসম্বন্ধে অনেক প্রমাণ ও আখ্যান প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই সকল দেখিয়া পুরাতত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন, হিন্দুবণিকেরা শকট্রাদ্বীপে যাইয়া বাণিজ্যার্থে বাস করিতেন, এবং যাবা, বোর্ণিয়ো প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ হইতে জায়-ফল, দারুচিনি প্রভৃতি বাণিজ্যদ্রব্য আনয়ন করিতেন। যাবাদ্বীপের প্রাচীন অধিবাসীরা হিন্দু ছিলেন, তাঁহারা সপ্তদশ শত বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। বৌদ্ধদিগের প্রাদুর্ভাবসময়ে যাবা-বাসী হিন্দুগণ স্বদেশপরিত্যাগপূর্ব্বক তন্নিকটস্থ বালিনামক ক্ষুদ্র-দ্বীপে বসতি স্থাপন করেন। অদ্যাপি তাঁহারা আপনাদিগের প্রাচীন ধর্ম্ম প্রতিপালনপূর্ব্বক তথায় কালযাপন করিতেছেন। তাঁহারা ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদি বর্ণচতুষ্টয়ে বিভক্ত এবং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদি দেবগণের উপাসক। তাঁহাদের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ বেদ, রামায়ণ, মহাভারত ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ। অদ্যাপি তাঁহারা সংস্কৃত ভাষায় কবিতা রচনা করিয়া থাকেন। যাবাদ্বীপে যে হিন্দুর বাস ছিল, অদ্যাপি তাহার নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। তথায় অদ্যাপি হিন্দুদিগের প্রাচীন দেবমন্দির, নানাপ্রকার দেবতার প্রতিমূর্ত্তি এবং হিন্দুধর্ম্মসংক্রান্ত নানা পুস্তক বর্ত্তমান আছে; হিন্দুদিগের অনেক আচার ব্যবহারও তথায় অদ্যাপি প্রচলিত রহিয়াছে। তদ্দেশপ্রচলিত এক উপাখ্যানে লিখিত আছে, অতি পূর্ব্বকালে কতকগুলি সুশীল ও কতকগুলি দুঃশীল অসুর এক সর্পকে বন্ধন-রজ্জু ও একপর্ব্বতকে মন্থানদণ্ড করিয়া সমুদ্রমন্থন করিয়াছিলেন। এই আখ্যান যে পুরাণোক্ত সমুদ্রমন্থনের আখ্যান হইতে গৃহীত,

তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। বোর্ণিয়োদ্বীপস্থ সরাবকা-নামক প্রদেশেও হিন্দুর বাস ছিল। তথাকার এক জাতীয় মনুষ্য অদ্যাপি ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ে বিভক্ত।

হিন্দুগণের সমুদ্রপোতচালনক্ষমতাও নিতান্ত অল্প ছিল না। বিদেশীয়দিগের গ্রন্থে তাহার অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। একখানি চীন গ্রন্থে লিখিত আছে, ন্যূনাধিক ১৪৫০ বৎসর পূর্ব্বে সিফাহিয়ন-নামা একজন চীনদেশীয় বৌদ্ধ আপন দেশে স্বধর্ম্মের দুরবস্থাদর্শনে অতি খিন্নমনা হইয়া তীর্থপর্য্যটন ও ধর্ম্মশাস্ত্রসংগ্রহ করণার্থে তদ্ধর্ম্মের আকরস্থান ভারতবর্ষে যাত্রা করিয়াছিলেন। তিনি চীন, তাতার ও তিব্বতাদি দেশ ভ্রমণানন্তর হিমালয়পর্ব্বত বেষ্টনপূর্ব্বক সিন্ধুনদ উৎক্রমণ করিয়া পঞ্জাব, দিল্লী, মথুরা, প্রয়াগ, বৈশালী, রোহিলখণ্ড ও অযোধ্যাদি নানা বৌদ্ধতীর্থ ভ্রমণ করেন। পরে মগধ ও তাম্রলিপ্তিতে (তমলুকে) দুই বৎসর কাল অবস্থিতি করিয়া বুদ্ধপ্রতিমূর্ত্তি ও অনেক বৌদ্ধশাস্ত্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই সময়ে সেই স্থানের কতকগুলি বণিক্ সমুদ্রপথে সিংহলে যাত্রা করে। তিনি তাহাদের সহিত যাত্রা করিয়া পঞ্চদশ দিনে সিংহলরাজ্যে উত্তীর্ণ হইলেন। তথায় দুই বৎসর বাস করিয়া ফাহিয়ন পালিভাষায় লিখিত কতকগুলি বৌদ্ধগ্রন্থ সংগ্রহ করিলেন, এবং তৎসমুদায় সমভিব্যাহারে লইয়া এক বৃহৎ সমুদ্রপোতে আরোহণ করিলেন। ঐ পোতে দুই শত মনুষ্যের স্থান হইতে পারিত। কি জানি সমুদ্রে দুর্দ্দৈব ঘটিয়া পোত ভগ্ন হয়, এই আশঙ্কায় পোতের পশ্চাতে এক ক্ষুদ্র নৌকা

বদ্ধ থাকিত। বায়ুসহকারে পোত পূর্ব্বাভিমুখে দুই দিন গমন করিলে, প্রবল বাত্যা উপস্থিত হইল, ও পোতের তলদেশ বিদীর্ণ হইল। তখন পোতস্থিত বণিকেরা পোত জলমগ্ন হইবে এই আশঙ্কায় সাতিশয় ভীত হইল, ও সকলেই সেই ক্ষুদ্র নৌকায় আরোহণ করিয়া প্রাণরক্ষা করিবার মানস করিল। কিন্তু অত্যন্ত গুরুভারের আশঙ্কায় নাবিকেরা তাহার বন্ধনরজ্জু কাটিয়া দিল। তখন অনন্যোপায় হইয়া সকলেই পোতস্থ গুরু বস্তু সকল সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া জল সেচন করিতে লাগিল। ফাহিয়নও স্বায় অনাবশ্যক দ্রব্য সকল সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া নাবিকদিগের সহিত জলসেচন করিতে লাগিলেন।

ত্রয়োদশ দিন ও ত্রয়োদশ রাত্রি পরে ঐ মহাবায়ু প্রশমিত হইলে, তাহারা এক উপদ্বীপের তটে উপনীত হইল, এবং ভাঁটা পড়িলে পোতচ্ছিদ্রের অন্বেষণ পূর্ব্বক তাহা রোধ করিয়া পুনর্ব্বার সাগরপথে যাত্রা করিয়া নবতি দিবস পরে যাবাদ্বীপে উপস্থিত হইল। ঐ সমুদ্র এত প্রশস্ত যে, তাহার পূর্ব্ব ও পশ্চিমভাগ একান্ত দুর্জ্ঞেয়। যখন রজনী অত্যন্ত তিমিরাবৃত হইত, তখন পোতস্থ ব্যক্তিরা ভীষণ জলতরঙ্গের ভয়াবহ গর্জ্জন, কূর্ম্ম কুম্ভীরাদি সামুদ্রিক জন্তুগণের আস্ফালনশব্দ, ও কদাচিৎ বিদ্যুতের অগ্নিস্ফুরণ ভিন্ন আর কিছুই অনুভব করিতে পারিত না। তৎকালে পোত কোন্ স্থানে ভাসিয়া যাইতেছে, তাহাও নির্ণয় করা দুরূহ হইত।

এই সময়ে যাবাদ্বীপে বহুতর বৌদ্ধধর্ম্মদ্বেষী ব্রাহ্মণের অধি-

বাস ছিল। সে সময়ে তথায় বৌদ্ধব্যবস্থা প্রচলিতই হয় নাই। ফাহিয়ন যাবায় দশ মাস বাস করিয়া, পুনর্ব্বার দুই শত মনুষ্যের উপযোগী এক বৃহৎ পোতে আরোহণপূর্ব্বক কতকগুলি বণিকের সহিত যাত্রা করিলেন। এক মাস অতীত হইলে, সমুদ্র-মধ্যে অতি ভয়ানক ঝড়বৃষ্টি উপস্থিত হইল। তদ্দর্শনে পোতস্থ বণিক্ ও অন্যান্য যাত্রিগণ অত্যন্ত ভীত হইল। সকলেই মনে করিল, এই শ্রমণের সংসর্গ জন্যই তাহাদিগের এই সকল দুর্দ্দৈব ঘটিতেছে। তখন সকলে একত্রে পরামর্শ করিয়া স্থির করিল যে, নিকটবর্ত্তী কোন দ্বীপের তটে ইহাকে নামাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য, একজনের নিমিত্ত সকলের আপদে পড়া উচিত নহে। কিন্তু ফাহিয়নের পরমহিতৈষী এক ব্যক্তি আপত্তি করায় তাঁহাকে নামাইয়া দেওয়া হইল না।

তাহারা কিয়দধিক পঞ্চাশৎ দিবসের উপযুক্ত খাদ্য দ্রব্য সঙ্গে লইয়াছিল। সপ্ততি দিবস পর্য্যন্ত সমুদ্রে থাকাতে তাহাদের ভোজ্যপেয় সমুদায় দ্রব্য প্রায় শেষ হইল। তখন যে অবশিষ্ট ভোজ্য ছিল, তাহা সমুদ্রের লবণাম্বু দ্বারা পাক করিতে লাগিল, ও ব্যয়াবশিষ্ট পানীয় জল পানার্থ অংশ করিয়া লইল। এই অবশিষ্ট জলেরও শেষ হয় দেখিয়া বণিকেরা ভূমিপ্রাপ্তির আশায় উত্তর-পশ্চিমাভিমুখে পোত পরিচালিত করিল, এবং ক্রমাগত দ্বাদশ দিবস গমন করিয়া লাও নামক পর্ব্বতের দক্ষিণাংশে উপস্থিত হইল। তাহারা কোথায় আসিয়াছে স্থির করিতে না পারিয়া, স্থাননির্ণয়ার্থ ক্ষুদ্র নৌকায় আরোহণ করিয়া নদীমুখে

প্রবেশ করিবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময়ে দুইজন ব্যাধকে দর্শন করিয়া ফাহিয়ান জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কোন্‌জাতীয় মনুষ্য? তাহারা উত্তর করিল, আমরা বৌদ্ধমতাবলম্বী। তদনন্তর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ রাজ্যের নাম কি?" তাহারা কহিল, "ইহার নাম থসিঙ্গ্ চিউ, ইহা লিওবংশাধিকৃত সাংকো-এঙ্গকিউঙ্গ নামক রাজ্যের সীমান্তবর্ত্তী।" তখন বণিক্‌গণ চীন দেশে আসিয়াছে জানিতে পারিয়া পরম হর্ষ প্রাপ্ত হইল, এবং দেশমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বাণিজ্যকার্য্যে মনোযোগী হইল। বিদেশীয়দিগের গ্রন্থে ভারতবাসীর সমুদ্রযাত্রা বিষয়ে এরূপ অনেক আখ্যান প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদ।

পাণ্ডুতনয়গণ দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর বিরাট-রাজভবনে অজ্ঞাতবাসদ্বারা প্রতিজ্ঞাত পণ পূর্ণ করিয়া প্রকাশিত হইয়া আপনাদের প্রাপ্য রাজ্য প্রার্থনা করিলে, দুর্য্যোধন তাঁহা-দের প্রাপ্য রাজ্য প্রত্যর্পণ করিতে সম্মত হইলেন না। তখন যুদ্ধব্যতীত স্বরাজ্য প্রাপ্তির আশা নাই দেখিয়া, পাণ্ডবগণ যুদ্ধের উদ্যোগ করিলেন। দুর্য্যোধনও যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগি-লেন। ভারতের সমস্ত রাজন্যবর্গ সেই ভীষণ গৃহযুদ্ধে একতর পক্ষ অবলম্বন করিলেন। মহাবীর শান্তনুতনয় ভীষ্ম দুর্য্যোধনের সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইয়া, দশ দিন অমানুষ বিক্রম সহ-কারে যুদ্ধ করিয়া রণক্ষেত্রে শরশয্যায় শয়ন করিলেন। তদনন্তর শস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য্য সেনাপতির পদ গ্রহণ করিয়া পঞ্চ দিবস অতুল বিক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। মহাবীর দ্রোণ নিহত হইলে, সূতপুত্র কর্ণ সেনাপতিপদ লাভ করিয়া দুই দিবস প্রাণপণে যুদ্ধ করিলেন।

কর্ণের শেষ দিনের লোমহর্ষণ রণাভিনয় সন্দর্শন করিয়া শত্রু মিত্র সকলেই স্তম্ভিত হইল; অর্জ্জুন প্রবল পরাক্রান্ত সংশপ্তকগণের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত রহিয়াছেন, এমন সময়ে কর্ণ ভীষণবেগে যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করিলেন। যুধিষ্ঠির আত্মরক্ষার্থ বিপুল বিক্রমসহকারে যুদ্ধ করিলেন, কিন্তু কোনরূপেই কর্ণের অসহনীয় তেজঃ নিবারণ করিতে পারিলেন না। মহাবীর কর্ণ ধর্ম্ম-

পুত্র যুধিষ্ঠিরকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন ও তাঁহার সারথিকে নিপাতিত করিলেন। তখন যুধিষ্ঠির কর্ণের দুর্দ্দমনীয় পরাক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া পলায়ন করিলেন। কর্ণ শরজালবর্ষণপূর্ব্বক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। মহাবীর ভীমসেন কর্ণকে যুধিষ্ঠিরের অনুধাবন করিতে দেখিয়া, রোষাবিষ্টচিত্তে তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। ভীমের সহিত কর্ণের লোমহর্ষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল। যুধিষ্ঠির নিতান্ত ব্যথিত ও অপমানিত হইয়া শিবিরে গমন করিলেন।

মহাবীর অর্জ্জুন বহুসংখ্যক সংশপ্তক নিহত করিয়া বাসুদেবকে কহিলেন, "জনার্দ্দন! ঐ দেখ, সৈন্যগণ কর্ণশরে বিদলিত হইয়াছে, বলসমুদায় ছিন্নভিন্ন হইয়া পলায়ন করিতেছে। অতএব যে স্থানে সূতপুত্র আমাদিগের সৈন্য বিদ্রাবিত করিতেছে, সেই স্থানে রথ চালনা কর। বাসুদেব কহিলেন, "পার্থ! রাজা যুধিষ্ঠির কর্ণবাণে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়াছেন, অগ্রে তাঁহারে দর্শন ও আশ্বাস প্রদান করিয়া পশ্চাৎ কর্ণকে নিপীড়িত করিব।" এই বলিয়া কৃষ্ণ অবিলম্বে ধনঞ্জয়সমভিব্যাহারে যুধিষ্ঠিরের দর্শনার্থ গমন করিলেন। ধনঞ্জয় সৈন্যমধ্যে অনেক অনুসন্ধান করিয়াও যুধিষ্ঠিরের দর্শনলাভে কৃতকার্য্য হইলেন না। তখন চিন্তাকুলিতচিত্তে ভীমসেনসন্নিধানে গমনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাত্মন্! ধর্ম্মরাজ এক্ষণে কোথায়?" ভীম কহিলেন, "ভ্রাতঃ! ধর্ম্মনন্দন, সূতপুত্রের শরনিকরে সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়া এস্থান হইতে গমন করিয়াছেন। তিনি জীবিত আছেন কি না

সন্দেহ।” অর্জ্জুন শুনিয়া নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া কহিলেন, “আর্য্য! আপনি ধর্ম্মরাজের বৃত্তান্ত অবগত হইবার নিমিত্ত শীঘ্র প্রস্থান করুন। আমার বোধ হইতেছে, তিনি সূতপুত্রের শরনিকরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া শিবিরমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। পূর্ব্বে তিনি দ্রোণাচার্য্যের নিশিত শরে সাতিশয় বিদ্ধ হইয়াও সংগ্রামস্থল পরিত্যাগ করেন নাই। কিন্তু আজি যখন তাঁহারে সংগ্রামস্থলে অবলোকন করিতেছি না, তখন নিশ্চয় তাঁহার প্রাণসংশয় উপস্থিত হইয়াছে। অতএব, আপনি তাঁহার বৃত্তান্ত অবগত হইবার নিমিত্ত অবিলম্বে গমন করুন। আমি বিপক্ষগণকে অবরোধ করিয়া এই স্থানে অবস্থান করিতেছি।” ভীমসেন কহিলেন, “ভ্রাতঃ! ধর্ম্মরাজের বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত তোমারই গমন করা কর্ত্তব্য। আমি এক্ষণে রণস্থল পরিত্যাগ করিলে শত্রুপক্ষীয়েরা আমাকে ভীত মনে করিবে।”

মহাবীর ধনঞ্জয় ভীমপরাক্রম ভীমের বাক্য শ্রবণ করিয়া, ধর্ম্মরাজের অন্বেষণে কৃষ্ণসহ শিবিরে গমন করিয়া, দেখিলেন, তিনি নিতান্ত বিমনা হইয়া একাকী শয়ন করিয়া আছেন; কোন অত্যাহিত হয় নাই দেখিয়া অর্জ্জুন যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া তাঁহার পাদবন্দনা করিলেন। যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগকে অসময়ে শিবিরে আগত দেখিয়া কর্ণ নিহত হইয়াছে মনে করিলেন, এবং প্রীতমনে তাঁহাদিগের যথোচিত অভিনন্দন করিয়া হর্ষগদ্গদ বচনে কহিলেন, “ধনঞ্জয়! তোমাদের মঙ্গল ত? মহারথ কর্ণকে নিহত করিয়াছ ত? মহাবীর পরশুরামের নিকট হইতে

অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া কর্ণ একান্ত দুর্দ্ধর্ষ হইয়াছিল। অদ্য কর্ণ আমারে পরাজিত করিয়া সমরাঙ্গনে অনেক পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল; কেবল ভীমসেনের প্রভাবেই আমি অদ্য জীবিত আছি। অতুলবিক্রম পিতামহ ভীষ্ম ও গুরু দ্রোণাচার্য্য হইতে যে দুরবস্থা হয় নাই, আজি সূতপুত্র কর্ণ হইতে তাহা হইয়াছে।"

অর্জ্জুন, রাজা যুধিষ্ঠিরের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া, কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! আমি সংশপ্তকগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলাম, ইত্যবসরে মহাবীর অশ্বত্থামা আশীবিষসদৃশ নিতান্ত ভীষণ শরনিকর বর্ষণ করিতে করিতে আমার সমক্ষে সমুপস্থিত হইলেন। সেই মহাবীর ও সংশপ্তকগণের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে আমি কর্ণকৃত ব্যাপারের কিছুমাত্র অবগত হইতে পারি নাই। ঐ সকল বল নিরাকৃত করিয়া আমি সংগ্রামার্থ কর্ণের সম্মুখে গমন করিতেছিলাম, কিন্তু রণস্থলে আপনাকে দেখিতে না পাইয়া ও মধ্যমাগ্রজমুখে আপনার অপমানবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, নিতান্ত উদ্বিগ্নচিত্তে আপনার দর্শনার্থে এই স্থানে আগমন করিয়াছি। আপনাকে সুস্থ দেখিয়া চিন্তা দূর হইল, এক্ষণে আমি কর্ণকে বিনাশ করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করিব। আপনি আসিয়া আমাদের উভয়ের যুদ্ধ সন্দর্শন করুন।"

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কর্ণকৃত অপমানে নিতান্ত ব্যথিত হইয়াছিলেন, পরে অর্জ্জুনকে অসময়ে শিবিরে আগমন করিতে দেখিয়া, কর্ণ নিহত হইয়াছে মনে করিয়া, অতুল আনন্দলাভ করিয়াছিলেন। এক্ষণে অর্জ্জুনবাক্যশ্রবণে নিতান্ত নিরাশ ও অভিতপ্ত

হইয়া ক্রোধে উন্মত্ত হইলেন। অক্রোধের ক্রোধ হইলে প্রায়ই জ্ঞানশূন্য হয়। যুধিষ্ঠির ক্রোধে হতজ্ঞান হইয়া কহিলেন, "অর্জ্জুন! বিশ্বকর্ম্ম-নির্ম্মিত অশব্দচক্রসম্পন্ন কপিধ্বজ তোমার রথ, হেমপট্টসমলঙ্কৃত খড়্গ তোমার অস্ত্র, দুরাধর্ষ গাণ্ডীব তোমার ধনুঃ ও স্বয়ং বাসুদেব তোমার সারথি, তথাচ তুমি সূতপুত্রকে ভয় কর! তোমার গাণ্ডীবকে ধিক্, তোমার বাহুবীর্য্যেও ধিক্।"

যুধিষ্ঠিরের এবংবিধ পরুষবাক্য শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুন নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া কহিলেন, "আপনি আমাকে অযথা তিরস্কার করিতেছেন। পিনাকপাণি মহাদেব আমার সহিত যুদ্ধ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছেন। আমি নিবাতকবচদিগকে নিহত করিয়াছি, আমিই ভূপতিগণের সহিত সমুদায় পৃথিবী জয় করিয়া আপনার বশীভূত করিয়াছি, আমার পরাক্রমেই আপনার দিব্য সভা নির্ম্মিত ও সমাপ্ত-দক্ষিণ রাজসূয়যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইয়াছে, আর আমি কর্ণকে ভয় করি! স্বয়ং রণস্থল হইতে পলায়ন করিয়া আমারে ভীত বলিয়া তিরস্কার করা আপনার শোভা পায় না। ভীমসেন কৌরবপক্ষীয় বীরগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন, তিনি বরং আমাকে এরূপ তিরস্কার করিতে পারেন। আপনি অক্ষক্রীড়ায় আসক্ত হইয়া স্বয়ং অসাধুব্যবহৃত ঘোরতর অধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া এক্ষণে আমাদিগের প্রভাবে অরাতিগণের পরাজয়সাধনের অভিলাষ করিয়াছেন; সহদেব অক্ষক্রীড়ার বহুতর দোষ কীর্ত্তন করিয়াছিল, তথাপি আপনি অক্ষক্রীড়া পরিত্যাগ করেন নাই। আমাদের দুঃখোৎপাদন করিয়া আমার প্রতি নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ ও

গাণ্ডীবের নিন্দা করা নিতান্ত অন্যায়।” এইরূপ বলিতে বলিতে অর্জ্জুন কোষ হইতে অসি নিষ্কাসিত করিলেন।

হৃষীকেশ অর্জ্জুনকে অসি নিষ্কাসিত করিতে দেখিয়া কহিলেন, “পার্থ! তুমি কি নিমিত্ত খড়্গ গ্রহণ করিলে? এখানে ত তোমার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী উপস্থিত নাই।” মহাত্মা হৃষীকেশ এইরূপ কহিলে, মহাবীর ধনঞ্জয় দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক কহিলেন, “জনার্দ্দন! তুমি ত জান, আমার প্রতিজ্ঞা আছে, যিনি গাণ্ডীবের নিন্দা করিবেন, আমি তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করিব।” মহাত্মা কেশব অর্জ্জুনের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া, বারংবার ধিক্কার প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, “ধনঞ্জয়! এক্ষণে নিশ্চয় জানিলাম তুমি যথাকালে জ্ঞানবৃদ্ধ ব্যক্তির উপদেশ গ্রহণ কর নাই। তুমি ধর্ম্মভীরু, কিন্তু ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব সম্যক্ অবগত নহ। ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিরা কখনই ঈদৃশ কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েন না। আজি তোমারে এরূপ অকার্য্যে প্রবৃত্ত দেখিয়া নিতান্ত মূর্খ বলিয়া বোধ হইতেছে। যে ব্যক্তি অকর্ত্তব্য কার্য্যকে কর্ত্তব্য ও কর্ত্তব্য কার্য্যকে অকর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করে, সে নরাধম। বহুদর্শী পণ্ডিতগণ ধর্ম্মানুসারে যে উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন, তুমি কি তাহা অবগত নহ? অহিংসাই পরম ধর্ম্ম। বরং ধর্ম্মার্থে সত্য ভঙ্গ করা যাইতে পারে, কিন্তু প্রাণিহিংসা কখনই কর্ত্তব্য নহে। সজ্জনেরা সমরে অপ্রবৃত্ত, শরণাগত, বিপদ্‌গ্রস্ত, প্রমত্ত ও রণপরাঙ্মুখ শত্রুরেও বিনাশ করা নিন্দনীয় কহিয়া থাকেন। কিন্তু তুমি যুদ্ধে অপ্রবৃত্ত গুরুর প্রাণসংহারে সমুদ্যত হইয়াছ!

পূর্ব্বে তুমি বালকত্ব প্রযুক্ত এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, এক্ষণে সেই অবিমৃষ্যকারিতাজাত প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবার জন্য নিতান্ত মূর্খের ন্যায় অধর্ম্ম কার্য্যের অনুষ্ঠানে উদ্যত হইয়াছ। দুর্জ্ঞেয় সূক্ষ্মতর ধর্ম্মপথ অবগত না হইয়াই গুরুর বিনাশে অভিলাষ করিয়াছ। ধর্ম্মের গতি অতি সূক্ষ্ম, তৎসম্বন্ধে আমি শ্যেন-কপোত-সংবাদ নামে একটী প্রাচীন উপাখ্যান কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

একদা মহারাজ ঔশীনর শিবি উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে একটী কপোত শ্যেনভয়ে ভীত ও শরণার্থী হইয়া তাঁহার উরু-দেশমধ্যে লুক্কায়িত হইল অবিলম্বে শ্যেন, রাজার নিকট আগমন করিয়া, আপনার ভক্ষ্য কপোত প্রার্থনা করিল। রাজা কহিলেন, 'হে বিহগবর, এই কপোত প্রাণভয়ে ভীত হইয়া জীবিতপ্রত্যাশায় আমার শরণাপন্ন হইয়াছে; সুতরাং আমি ইহাকে পরিত্যাগ করিতে পারি না। শরণাগত ব্যক্তিরে পরি-ত্যাগ করা অপেক্ষা পাপ বোধ হয় আর নাই! অতএব আমি ইহাকে ত্যাগ করিতে পারিব না।'

শ্যেন কহিল, 'মহারাজ সমুদায় জীব আহার্য্যদ্রব্যজাত হইতে উৎপন্ন হইয়া, আহার দ্বারাই পরিবর্দ্ধিত হয় এবং আহার করিয়াই জীবিত থাকে। ভোজন পরিত্যাগ করিলে কদাচ কাহারও জীবন-রক্ষা হয় না। আপনি কপোত প্রদান না করিলে, আহারবিরহে আমার প্রাণ নিশ্চয়ই শরীর পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিবে। আমার মৃত্যু হইলে পুত্রকলত্র প্রভৃতি পরিবারবর্গও বিনষ্ট

হইবে। অতএব মহারাজ! আপনি একটী প্রাণীর রক্ষা করিবার নিমিত্ত বহু প্রাণীর প্রাণসংহার করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ইহাতে আপনার ধর্ম্মলাভের সম্ভাবনা কোথায়? যে ধর্ম্ম ধর্ম্মান্তর-বিরোধী, তাহা কখনও ধর্ম্ম নহে। পরস্পর অবিরোধী ধর্ম্মই প্রকৃত ধর্ম্মপদবাচ্য। যাহাতে বাধা নাই, সেই ধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান সাধুগণের কর্ত্তব্য। অথবা, উভয় ধর্ম্মের পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইলে, তাহার লাঘব ও গৌরব বিবেচনা করিয়া যাহাতে অধিকতর ধর্ম্মলাভের সম্ভাবনা, তাহারই অনুসরণ করা উচিত। কপোতকুল আমাদের বিধিনির্দ্দিস্ট খাদ্য। আপনি কপোতের প্রতি দয়াপরবশ হইতে পারেন, কিন্তু খাদ্য হরণ করিয়া আমাদের প্রাণনাশ করিবার অধিকার আপনার কোথায়? যদি সমস্ত কপোতকুল আপনার আশ্রয় গ্রহণ করে ও দয়া করিয়া আপনি তাহাদের সকলকে রক্ষা করেন, তাহা হইলে কি আহারাভাবে শ্যেনকুলের বিনাশ হইবে না? পরাৎপর পরমেশ্বরের সৃষ্ট শ্যেনকুলের বিলোপ করিলে কি প্রাণিহিংসাজনিত পাপ জন্মিবে না? একটী কপোতরক্ষাজনিত পুণ্য অপেক্ষা এ কার্য্য কি অধিক পাপজনক নহে?'

রাজা শ্যেনমুখে ঈদৃশ যুক্তিসঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইয়া কহিলেন, 'বিহগবর! তুমি যেরূপ কল্যাণকর বাক্য কহিতেছ, তাহাতে বোধ হয়, তোমার কিছুই অবিদিত নাই। কিন্তু তুমি কি প্রকারে শরণার্থীরে পরিত্যাগ করা সাধুধর্ম্ম বলিয়া অঙ্গীকার করিতেছ? ভোজনই তোমার প্রয়োজন

অতএব তুমি অন্য প্রকারে অধিকতর আহার আহরণ করিতে পার। অথবা আমি তোমার নিমিত্ত মৃগ, মহিষ, বরাহ প্রভৃতি পশু আহরণ করিতে পারি; অন্য কোন বস্তুতে অভিলাষ হইলে, তাহাও এইক্ষণে প্রস্তুত হইতে পারে।' শ্যেন কহিল, 'মহীপাল! আমরা মৃগ, বরাহ প্রভৃতি কোন জন্তুই ভক্ষণ করি না; বিধাতা আমাদের যে আহার বিধান করিয়াছেন, আমাকে তাহাই প্রদান করুন। শ্যেনপক্ষী কপোতই ভক্ষণ করিয়া থাকে। অন্য প্রাণী বধ করিয়া আমাকে ভক্ষণ করিতে দিলে, আপনারও ত প্রাণিহিংসাজনিত পাপ জন্মিবে।'

রাজা শ্যেনের এই ধর্ম্মসঙ্গত বাক্যের কোন প্রকার উত্তর দিতে পারিলেন না। অথচ শরণার্থীরে পরিত্যাগ করাও তাঁহার মতে নিতান্ত অধর্ম্মজনক বোধ হইতে লাগিল। পরিশেষে অন্য উপায় না দেখিয়া স্বকীয়দেহ হইতে কপোত-পরিমিত মাংস কর্ত্তন করিয়া শ্যেনকে প্রদান করিলেন।

তাই বলিতেছি, অর্জ্জুন! কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা করা বড়ই দুরূহ। কোন কার্য্যই সকল সময়ে ধর্ম্মজনক ও সকল সময়ে পাপজনক হয় না। এক অবস্থায় যাহা পুণ্যজনক, অবস্থান্তরে তাহাই আবার পাপজনক। যাহা সচরাচর পাপজনক বলিয়া কীর্ত্তিত হয়, অবস্থাবিশেষে তাহাও পুণ্যজনক হয়। উদ্দেশ্যের উপরেই পাপপুণ্য নির্ভর করে। বলাক নামক ব্যাধ প্রাণিহিংসা করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছিল, এবং কৌশিক নামক ব্রাহ্মণ সত্য বাক্য কহিয়া ঘোর নরকে পতিত হইয়াছিল। কারণ, বলাক

যে প্রাণীর প্রাণ বধ করিয়াছিল, সে প্রতিদিন বহুতর প্রাণীর প্রাণ নাশ করিত। সেই বহুপ্রাণিহত্যা-নিবারণাভিপ্রায়ে বলাক তাহাকে সংহার করিয়াছিল বলিয়া, ঐ হিংসাদ্বারা বহুপ্রাণিরক্ষারূপ ধর্ম্মসঞ্চয় হইয়াছিল। কিন্তু কৌশিকের সত্য বাক্যে কতকগুলি নিরীহ লোকের প্রাণবিনাশ হইয়াছিল, এই জন্য তদ্দ্বারা তাঁহার পরানিষ্টকরণরূপ পাপ সঞ্চিত হইয়াছিল।

বহুশ্রুত তপস্বিশ্রেষ্ঠ কৌশিক গ্রামের অনতিদূরে নদীকুলের সঙ্গমস্থানে বাস করিতেন। তিনি কখনও মিথ্যা বাক্য বলিতেন না; সকলেই তাঁহাকে সত্যবাদী বলিয়া জানিত। একদা, কতকগুলি লোক দস্যুভয়ে ভীত হইয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিলে, দস্যুরা বহুযত্নসহকারে সেই বনমধ্যে তাহাদিগের অন্বেষণ করিল, কিন্তু কিছুতেই তাহাদের সন্ধান পাইল না। পরিশেষে তাহারা কৌশিকের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিল, 'ভগবন্! কতকগুলি ব্যক্তি এই দিকে আগমন করিয়াছিল, তাহারা কোন্ পথে গমন করিয়াছে, যদি আপনি অবগত থাকেন, সত্য করিয়া বলুন।' কৌশিক দস্যুগণের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াও সত্য বাক্য বলা উচিত ভাবিয়া, তাহাদিগকে কহিলেন, 'তাহারা এই বৃক্ষলতা-গুল্মবেষ্টিত অটবীমধ্যে গমন করিয়াছে।' তখন সেই ক্রূরকর্ম্মা দস্যুগণ তাহাদের অনুসন্ধান পাইয়া তাহাদিগকে আক্রমণপূর্ব্বক বিনাশ করিল। সূক্ষ্মধর্ম্মানভিজ্ঞ সত্যবাদী কৌশিক সেই পাপে লিপ্ত হইয়া ঘোর নরকে পতিত হইলেন।

প্রাণিগণের রক্ষার নিমিত্তই ধর্ম্মনির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

হিংস্রকদিগের হিংসা নিবারণার্থেই ধর্ম্মের সৃষ্টি। ইহা প্রাণি-গণকে ধারণ (রক্ষা) করে বলিয়াই ধর্ম্মনামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অতএব যদ্দ্বারা প্রাণিগণের রক্ষা হয়, তাহাই ধর্ম্ম। যদি কেহ দুরভিসন্ধিপ্রণোদিত হইয়া অন্যের বিনাশসাধনমানসে কাহারও নিকট তাহার তথ্যানুসন্ধান করে, তাহা হইলে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তির মৌনালম্বন করাই উচিত। সত্য কথা বলিয়া তাহার প্রাণনাশের সহায়তা করা কিছুতেই উচিত নহে। যে স্থলে শপথ না করিলে চৌরসংসর্গ হইতে মুক্তি লাভ করিবার উপায়ান্তর নাই, সে স্থলে শপথ তাদৃশ দূষণীয় নহে। ঐরূপ দান সৎকর্ম্ম হইলেও চৌরদিগকে ধনদান করা কদাপি বিধেয় নহে। পাপাত্মাদিগকে ধনদান করিলে, অধর্ম্মাচরণনিবন্ধন দাতাকে নিপীড়িত হইতে হয়। তোমার এই প্রতিজ্ঞারক্ষাও ঐরূপ নিতান্ত অধর্ম্মজনক। যে প্রতিজ্ঞা পালন করিতে হইলে পাপানুষ্ঠান করার সম্ভাবনা আছে, সেরূপ প্রতিজ্ঞা করিতেই নাই। সুতরাং তোমার এই অযথা সত্য রক্ষা করিবার জন্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রাণবধ করা যে অত্যন্ত অধর্ম্মজনক, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

ধর্ম্মরাজ সূতপুত্রের নিক্ষিপ্ত শরনিকরে ক্ষতবিক্ষত হইয়া একান্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন, সেই নিমিত্তই তিনি রোষভরে এরূপ অসঙ্গত বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায় তৎকৃত কোন কার্য্যেরই দোষ গ্রহণ করা উচিত নহে। যাহা হউক, তোমার প্রতিজ্ঞা প্রতিপালিত হইয়াছে। কেননা, ধর্ম্মরাজ

এক্ষণে জীবন সত্ত্বেও মৃত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। এই জীবলোকে মাননীয় ব্যক্তি যত দিন সম্মান লাভ করেন, ততদিন তিনি জীবিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারেন, অপমানিত হইলেই তাঁহাকে জীবন্মৃত বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হয়। গুরুরে 'তুমি' বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেই তাঁহারে বধ করা হয়। "বৃদ্ধবর্গ, বীরগণ, তুমি, ভীম, নকুল ও সহদেব, তোমরা সকলেই ধর্ম্মরাজকে বিলক্ষণ সম্মান করিয়া থাক, আজি তুমি তাঁহারে যেরূপ অপমানিত করিয়াছ, তাহাতেই তাঁহার বধসাধন করা হইয়াছে।"

ধর্ম্মভীরু সব্যসাচী কৃষ্ণের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া নিতান্ত বিমনা ও অনুতপ্ত হইলেন, এবং দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সেই নিষ্কাশিত অসিদ্বারা আত্ম-বিনাশ-সাধনে সমুদ্যত হইলেন। বাসুদেব তাঁহাকে নিবারণ করিয়া কহিলেন, "অর্জ্জুন! কি জন্য তুমি এরূপ মহানিষ্টকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছ? ধর্ম্মোপদেশের কি এই ফল লাভ হইল?" মহাবীর ধনঞ্জয় নিতান্ত বিষণ্নবদনে কহিলেন, "কৃষ্ণ! আমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অবমাননা করিয়া নিতান্ত গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি। অতএব, এক্ষণে আমি আত্মবিনাশদ্বারা সেই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিব। এরূপ গুরুতর পাপের ত অন্য কোনরূপ প্রায়শ্চিত্ত নাই।" বাসুদেব অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "পার্থ! তুমি রাজারে দুর্ব্বাক্য কহিয়া আপ-নারে মহাপাপে লিপ্ত জ্ঞান করিতেছ ও সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত-

বিধান জন্য আত্মবিনাশসাধনে উদ্যত হইয়াছ; কিন্তু যদি তুমি খড়গাঘাতে তাঁহাকে বিনাশ করিতে, তাহা হইলে তোমার ধর্ম্মভীরুতা কোথায় থাকিত? তুমি আত্মঘাতী হইলে ভ্রাতৃবধ অপেক্ষাও ঘোরতর পাপে মগ্ন হইবে। আত্মহত্যা সর্ব্বতোভাবে নিন্দনীয়। আর তুমি ত এক্ষণে বাস্তবিক জীবিতও নহ। পূর্ব্বেই তুমি আত্মহত্যা সম্পাদন করিয়াছ। কারণ, যে ব্যক্তি আত্মশ্লাঘা করে, সে মৃত বলিয়াই পরিগণিত হয়। তুমি অদ্য যেরূপ আত্মশ্লাঘা করিয়াছ, তাহাতে তুমি এক্ষণে মৃত বলিয়াই পরিগণিত।"

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া, দুঃখিতচিত্তে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন ও অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "অর্জ্জুন! আমি অতি অসৎ কার্য্য করিয়াছি, তাহাতেই তোমরা বিষম দুঃখে পতিত হইয়াছ। আমি নিতান্ত ব্যসনাসক্ত, মূঢ়, অলস, ভীরু ও পরুষ; আমা হইতেই আমাদের কুল বিনষ্ট হইল। অতএব আমি অচিরাৎ বনে গমন করিব। আমি অতি অকর্ম্মণ্য, আমার রাজকার্য্যে প্রয়োজন নাই। মহাত্মা ভীমসেন রাজ্য-লাভের উপযুক্ত। এক্ষণে ভীমসেনই রাজা হউন।" ধর্ম্মরাজ এই বলিয়া সহসা গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বনগমনে উদ্যত হইলেন।

তখন মহামতি বাসুদেব ধর্ম্মরাজকে কহিলেন, "মহারাজ! আপনি ধনঞ্জয়ের প্রতিজ্ঞার কথা বিস্মৃত হইয়া গাণ্ডীবের নিন্দা করিয়া অতি অন্যায় কার্য্য করিয়াছিলেন, সেই নিমিত্তই অর্জ্জুন

ধর্ম্মলোপভয়ে এরূপ বিচলিত হইয়াছিলেন। অতএব মহারাজ! অর্জ্জুন সত্যভঙ্গভয়ে আপনার নিকট যে অপরাধ করিয়াছেন, তাহা ক্ষমা করুন।" মহাবীর অর্জ্জুন তৎক্ষণাৎ কোষমধ্যে অসি-সংস্থাপনপূর্ব্বক লজ্জাবনতবদনে ধর্ম্মরাজের চরণে নিপতিত হইয়া কহিলেন, "মহারাজ! আমি ধর্ম্মনাশভয়ে ভীত হইয়া আপনারে যে সমস্ত দুর্ব্বাক্য কহিয়াছি, আপনি প্রসন্ন হইয়া তৎসমুদায় ক্ষমা করুন।" ধর্ম্মরাজ ধনঞ্জয়কে পদতলে নিপতিত ও রোরুদ্যমান অবলোকন করিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইলেন ও তাঁহাকে উত্থাপন ও আলিঙ্গন করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ রোদন করিয়া কহিলেন, "অর্জ্জুন! কর্ণ উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণের সমক্ষে আমার প্রতি নিরতিশয় কটুবাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল; সেই বিষাদে আমি নিতান্ত অবসন্ন হইয়াছিলাম। আমার জীবনে কিছুমাত্র আস্থা ছিল না। এই কারণেই আমি জ্ঞানশূন্য হইয়া তোমাকে কটূক্তি বলিয়াছি। এখনও কর্ণকৃত অপমান স্মরণ করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। অতএব তুমি ক্রুদ্ধ বা দুঃখিত হইও না।" অনন্তর কৃষ্ণকে সম্বোধন কারয়া করুণবচনে কহিলেন, "কেশব! আমার বোধ হইতেছে, বিধি আমাদের প্রতি নিতান্তই বাম। নচেৎ আজি আমার এরূপ মতিভ্রম উপস্থিত হইল কেন? আমার আজিকার এই পাপ হইতে নিশ্চয়ই শত্রুগণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। হায়! আমারই পাপে আমাদের কুল নির্ম্মূল হইল। কেশব! আর আমি ধৈর্য্য ধারণ করিতে

পারিতেছি না। অর্জ্জুন চিরকাল দাসের ন্যায় আমার আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া থাকেন। আমি অকারণে ইহাঁর মনে দারুণ ব্যথা দিয়াছি।” তখন কৃষ্ণ মধুরবচনে কহিলেন, “মহারাজ! আপনি শান্ত হউন, কেন আপনি বৃথা অনিষ্টাশঙ্কা করিতেছেন? অর্জ্জুন আপনার আজ্ঞাবহ, পূর্ব্বেই তিনি প্রবুদ্ধ হইয়াছেন। কর্ণও অচিরাৎ স্বকৃত পাপের ফল ভোগ করিবে। এক্ষণে অর্জ্জুনকে সান্ত্বনা করিয়া বিজয়লাভার্থে আশীর্ব্বাদ করুন।”

তখন যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে কহিলেন, “ধনঞ্জয়! তুমি আমাকে অবশ্যকর্ত্তব্য হিতকর কথা বলিয়াছ, অতএব উহা পরুষ হইলেও আমি ক্ষমা করিলাম। এক্ষণে অনুজ্ঞা করিতেছি, তুমি কর্ণকে জয় কর। আমি তোমার প্রতি দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিয়াছি বলিয়া ক্রুদ্ধ হইও না।” ধনঞ্জয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বাক্য শ্রবণানন্তর পুনরায় তাঁহার চরণে প্রণত হইলেন। যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে উত্তোলন ও আলিঙ্গন করিয়া মস্তকাঘ্রাণপূর্ব্বক পুনর্ব্বার কহিলেন, “ভ্রাতঃ! আমি তোমার প্রতি সাতিশয় প্রীত হইয়াছি, আশীর্ব্বাদ করিতেছি, অচিরাৎ জয় ও মাহাত্ম্য লাভ কর।”

শকুন্তলা।

পূর্ব্বকালে, ভারতবর্ষে দুষ্মন্ত নামে এক সম্রাট্ ছিলেন। তিনি একদা বহু সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে করিয়া মৃগয়ায় গিয়াছিলেন। একদিন মৃগের অনুসন্ধানে বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে এক হরিণশিশুকে লক্ষ্য করিয়া, শরাসনে শরসন্ধান করিলেন। হরিণশিশু, রাজার অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া, প্রাণভয়ে অতি দ্রুতবেগে পলাইতে আরম্ভ করিল। রাজা রথারোহণে ছিলেন, সারথিকে আজ্ঞা দিলেন, "মৃগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ রথ চালন কর।" সারথি কশাঘাত করিবামাত্র অশ্বগণ বায়ুবেগে ধাবমান হইল।

কিয়ৎক্ষণে রথ মৃগের সন্নিহিত হইলে, রাজা শর নিক্ষেপের উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে দূর হইতে দুইজন তপস্বী উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, "মহারাজ! এ আশ্রমমৃগ, বধ করিবেন না; বধ করিবেন না!" সারথি শুনিয়া অবলোকন করিয়া কহিল, "মহারাজ! দুইজন তপস্বী এই মৃগের প্রাণবধ করিতে নিষেধ করিতেছেন।" রাজা তপস্বীর নাম শ্রবণমাত্র অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া, সারথিকে কহিলেন, "ত্বরায় রশ্মি সংযত করিয়া রথের বেগ সংবরণ কর।" সারথি, "যে আজ্ঞা মহারাজ" বলিয়া রশ্মি সংযত করিল।

এই অবকাশে তপস্বীরা রথের সন্নিহিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, "মহারাজ! এ আশ্রমমৃগ, বধ করিবেন না।

আপনকার বাণ অতি তীক্ষ্ণ ও বজ্রসম, ক্ষীণজীবী অল্পপ্রাণ মৃগশাবকের উপর নিক্ষেপ করিবার যোগ্য নহে। শরাসনে যে শরসন্ধান করিয়াছেন, আশু তাহার প্রতিসংহার করুন। আপনার শস্ত্র আর্ত্তের পরিত্রাণের নিমিত্ত; নিরপরাধকে প্রহার করিবার নিমিত্ত নহে।” রাজা লজ্জিত হইয়া তৎক্ষণাৎ শর প্রতিসংহার করিয়া প্রণাম করিলেন। তপস্বীরা, দীর্ঘায়ুরস্তু বলিয়া, হস্ত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং কহিলেন, “মহারাজ! আপনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, আপনকার এই বিনয় ও সৌজন্য তদুপযুক্তই বটে। প্রার্থনা করি, আপনকার পুত্রলাভ হউক এবং সেই পুত্র এই সসাগরা পৃথিবীর অদ্বিতীয় অধিপতি হউন।” রাজা প্রণাম করিয়া কহিলেন, “ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ শিরোধার্য্য করিলাম।”

অনন্তর তাপসেরা কহিলেন, “মহারাজ! ঐ মালিনী নদীর তীরে আমাদের গুরু মহর্ষি কণ্বের আশ্রম দেখা যাইতেছে। যদি কার্য্যক্ষতি না হয়, তথায় গিয়া অতিথিসৎকার গ্রহণ করুন। আর তপস্বীরা কেমন নির্ব্বিঘ্নে ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছেন দেখিয়া বুঝিতে পারিবেন, আপনকার ভুজবলে ভূমণ্ডল কিরূপ শাসিত হইতেছে।” রাজা জিজ্ঞাসিলেন, “মহর্ষি আশ্রমে আছেন?” তপস্বীরা কহিলেন, “না মহারাজ! তিনি আশ্রমে নাই। এই মাত্র স্বীয় দুহিতা শকুন্তলার প্রতি অতিথিসৎকারের ভার প্রদান করিয়া, তাহার কোন দুর্দ্দৈবশান্তির নিমিত্ত সোমতীর্থে প্রস্থান করিলেন।” রাজা কহিলেন, “মহর্ষি আশ্রমে

নাই, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। আমি অবিলম্বে তদীয় তপো-বন দর্শন করিয়া আত্মাকে পবিত্র করিতেছি।” তখন তাপসেরা “এক্ষণে আমরা চলিলাম” এই বলিয়া, প্রস্থান করিলেন। রাজা সারথিকে কহিলেন, “সূত! রথ চালন কর, তপোবন দর্শন করিয়া আত্মাকে পবিত্র করিব।” সারথি ভূপতির আদেশ পাইয়া পুনর্ব্বার রথ চালনা করিল। রাজা কিয়দ্দূর গমন ও ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া কহিলেন, “সূত! কেহ কহিয়া দিতেছে না, তথাপি তপোবন বলিয়া বোধ হইতেছে। দেখ! কোটরস্থিত শুকের মুখভ্রষ্ট নীবারসকল তরুতলে পতিত রহিয়াছে, তপস্বীরা যাহাতে ইঙ্গুদীফল ভাঙ্গিয়াছেন, সেই সকল উপলখণ্ড তৈলাক্ত পতিত আছে; ঐ দেখ, কুশভূমিতে হরিণ-শিশু সকল নিঃশঙ্কচিত্তে চরিয়া বেড়াইতেছে; এবং যজ্ঞীয়-ধূমসমাগমে নব পল্লবসকল মলিন হইয়া গিয়াছে।” সারথি কহিল, “মহারাজ! যথার্থ আজ্ঞা করিতেছেন।”

রাজা কিঞ্চিৎ গমন করিয়া সারথিকে কহিলেন, “সূত! আশ্রমের উৎপীড়ন হওয়া উচিত নহে; এই স্থানেই রথ স্থাপন কর, আমি অবতীর্ণ হইতেছি।” সারথি রশ্মি সংযত করিল। রাজা রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। অনন্তর স্বশরীরে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, “সূত! তপোবনে বিনীত বেশে প্রবেশ করাই কর্ত্তব্য; অতএব শরাসন ও সমুদয় আভরণ রাখ।” এই বলিয়া সমস্ত সূতহস্তে সমর্পণ করিলেন এবং কহিলেন, “অশ্বগণের আজি অতিশয় পরিশ্রম হইয়াছে। অতএব

আশ্রমবাসীদিগকে দর্শন করিয়া প্রত্যাগমন করিবার মধ্যে, উহাদিগকে ভাল করিয়া বিশ্রাম করাও।"

সারথিকে এই আদেশ দিয়া রাজা তপোবনে প্রবেশ করিলেন। তপোবনে প্রবেশ করিবামাত্র রাজার দক্ষিণ-বাহু-স্পন্দন হইতে লাগিল। রাজা তপোবনে পরিণয়সূচক লক্ষণ দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, "এই আশ্রমপদ শান্তরসাস্পদ, অথচ আমার দক্ষিণ বাহুর স্পন্দন হইতেছে; ঈদৃশ স্থানে মাদৃশ জনের এতদনুযায়ী ফললাভের সম্ভাবনা কোথায়? অথবা ভবিতব্যের দ্বার সর্ব্বত্রই হইতে পারে।" মনে মনে এই আন্দোলন করিতেছেন, এমন সময়ে, "প্রিয়সখি! এ দিকে" এই শব্দ রাজার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। রাজা শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, "বৃক্ষবাটিকার দক্ষিণাংশে যেন স্ত্রীলোকের আলাপ শুনা যাইতেছে; কি বৃত্তান্ত, অনুসন্ধান করিতে হইল।" এই বলিয়া কিঞ্চিৎ গমন করিয়া রাজা দেখিতে পাইলেন, তিনটী অল্পবয়স্কা তপস্বিকন্যা, অনতি-বৃহৎ সেচনকলস কক্ষে লইয়া, আলবালে জলসেচন করিতে আসিতেছে। রাজা তাহাদের রূপের মাধুরী দর্শনে চমৎকৃত হইয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, "ইহারা আশ্রম-বাসিনী; ইহারা যেরূপ, এরূপ রূপবতী রমণী আমার অন্তঃপুরে নাই। বুঝিলাম, আজি উদ্যানলতা সৌন্দর্য্যগুণে বনলতার নিকটে পরাজিত হইল।" এই বলিয়া তরুচ্ছায়ায় দণ্ডায়মান হইয়া তাহাদিগকে অবলোকন করিতে লাগিলেন।

শকুন্তলা, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদানাম্নী দুই সহচরীর সহিত, বৃক্ষবাটিকাতে উপস্থিত হইয়া আলবালে জলসেচন করিতে আরম্ভ করিলেন। অনসূয়া পরিহাস করিয়া শকুন্তলাকে কহিলেন, "সখি শকুন্তলে! বোধ করি, পিতা কণ্ব তোমা অপেক্ষাও আশ্রমপাদপদিগকে ভাল বাসেন। দেখ, তুমি নবমালিকা-কুসুমকোমলা, তথাপি তোমায় আলবালে জলসেচনে নিযুক্ত করিয়াছেন।" শকুন্তলা ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "সখি অনসূয়ে! কেবল পিতা আদেশ করিয়াছেন বলিয়াই জলসেচন করিতে আসিয়াছি এমন নয়, আমারও ইহাদিগের উপর সহোদরস্নেহ আছে।"

প্রিয়ংবদা কহিলেন, "সখি শকুন্তলে! গ্রীষ্মকালে যে সকল বৃক্ষের কুসুম হয়, তাহাদের সেচন সমাপ্ত হইল; এক্ষণে যাহাদের কুসুমের সময় অতীত হইয়াছে, এস, তাহাদিগকেও সেচন করি।" এই বলিয়া সকলে মিলিয়া সেই সকল বৃক্ষে জলসেচন করিতে লাগিলেন। রাজা দেখিয়া শুনিয়া প্রীত ও চমৎকৃত হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, "এই সেই কণ্বতনয়া শকুন্তলা! মহর্ষি অতি অবিবেচক, এমন শরীরে কেমন করিয়া বল্কল পরাইয়াছেন! অথবা, যেমন প্রফুল্ল কমল শৈবালযোগেও বিলক্ষণ শোভা পায়, যেমন পূর্ণ শশধর কলঙ্কসম্পর্কেও সাতিশয় শোভমান হয়, সেইরূপ এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী বল্কল পরিধান করিয়াও যার পর নাই মনোহারিণী হইয়াছেন; যাহাদের আকার স্বভাবসুন্দর, তাহাদের কি না অলঙ্কারের কার্য্য করে!"

শকুন্তলা জলসেচন করিতে করিতে সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া, সখীদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "সখি, দেখ দেখ, সমীরণভরে সহকার-তরুর নবপল্লব পরিচালিত হইতেছে, বোধ হইতেছে, যেন সহকার অঙ্গুলিসঙ্কেত দ্বারা আমাকে আহ্বান করিতেছে; অতএব আমি উহার নিকটে চলিলাম।" এই বলিয়া তিনি সহকারতরুতলে গিয়া দণ্ডায়মানা হইলেন। তখন, প্রিয়ংবদা পরিহাস করিয়া কহিলেন, "সখি! ঐখানে খানিক থাক।" শকুন্তলা জিজ্ঞাসিলেন, "কেন সখি?" প্রিয়ংবদা কহিলেন, "তুমি সমীপবর্ত্তিনী হওয়াতে, যেন সহকার-তরু অতিমুক্ত-লতার সহিত সমাগত হইল!" শকুন্তলা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "সখি! এই নিমিত্তই তোমাকে প্রিয়ংবদা বলে।" রাজা প্রিয়ংবদার পরিহাস শ্রবণে সাতিশয় পরিতোষ লাভ করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, "প্রিয়ংবদা যথার্থ কহিয়াছে; কেন না, শকুন্তলার অধরে নবপল্লবশোভার আবির্ভাব, বাহুযুগল কোমল বিটপ-শোভা ধারণ করিয়াছে, আর নব যৌবন বিকসিত কুসুমরাশির ন্যায় সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া রহিয়াছে।"

অনসূয়া কহিলেন, "শকুন্তলে! দেখ দেখ, তুমি যে নব-মালিকার বনতোষিণী নাম রাখিয়াছ, সে স্বয়ংবরা হইয়া সহকার-তরুকে আশ্রয় করিয়াছে।" শকুন্তলা শুনিয়া বনতোষিণীর নিকটে গিয়া, সহর্ষ মনে কহিতে লাগিলেন, "সখি অনসূয়ে! দেখ, ইহাদের উভয়েরই কেমন রমণীয় সময় উপস্থিত! নব-

মালিকা, বিকসিত নব কুসুমে সুশোভিতা হইয়াছে, সহকারও ফলভরে অবনত হইয়া রহিয়াছে।” উভয়ের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, ইত্যবসরে প্রিয়ংবদা হাস্যমুখে অনসূয়াকে কহিলেন, “অনসূয়ে! কি নিমিত্ত শকুন্তলা সর্ব্বদাই বনতোষিণীকে উৎসুক নয়নে নিরীক্ষণ করে, জান?” অনসূয়া কহিলেন, “না সখি!” জানি না, কি বল দেখি?” প্রিয়ংবদা কহিলেন, “এই মনে করিয়া যে, যেমন বনতোষিণী সহকারের সহিত সমাগতা হইয়াছে, আমিও যেন তেমনই আপন অনুরূপ বর পাই।” শকুন্তলা কহিলেন, এইটি তোমার আপনার মনের কথা।” শকুন্তলা এই বলিয়া অনতিদূরবর্ত্তিনী মাধবীলতার সমীপবর্ত্তিনী হইয়া হৃষ্টমনে প্রিয়ংবদাকে কহিলেন, “সখি! তোমায় এক প্রিয় সংবাদ দি, মাধবীলতার মূল অবধি অগ্র পর্য্যন্ত মুকুল নির্গত হইয়াছে।” প্রিয়ংবদা কহিলেন, “সখি! আমিও তোমাকে এক প্রিয় সংবাদ দি, তোমার বিবাহ নিকট হইয়াছে।” শকুন্তলা শুনিয়া কিঞ্চিৎ কৃত্রিম কোপ প্রদর্শন করিয়া কহিলেন, “এ তোমার মন-গড়া কথা, আমি শুনিতে চাই না।” প্রিয়ংবদা কহিলেন, “না সখি! আমি পরিহাস করিতেছি না। পিতার মুখে শুনিয়াছি, তাই কহিতেছি; মাধবীলতার এই যে মুকুলনির্গম, এ তোমারই শুভসূচক।”

উভয়ের এইরূপ কথোপকথন শ্রবণ করিয়া অনসূয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন, “প্রিয়ংবদে! এই নিমিত্তই শকুন্তলা মাধবীলতাকে সাদরমনে সেচন ও সস্নেহনয়নে নিরীক্ষণ করে, বটে!”

শকুন্তলা কহিলেন, "সে জন্যে ত নয়, মাধবীলতা আমার ভগিনী হয়, এই নিমিত্ত উহাকে সাদরমনে সেচন ও সস্নেহনয়নে নিরীক্ষণ করি।" এই বলিয়া শকুন্তলা মাধবীলতায় জলসেচন আরম্ভ করিলেন। এক মধুকর মাধবীলতার অভিনব মুকুলে মধুপান করিতেছিল; জলসেক করিবামাত্র, সে মাধবীলতা পরিত্যাগ করিয়া, বিকসিত-কুসুমভ্রমে শকুন্তলার প্রফুল্ল মুখ-কমলে উপবিষ্ট হইবার উপক্রম করিল। শকুন্তলা করপল্লব সঞ্চালন দ্বারা নিবারণ করিতে লাগিলেন। দুর্ব্বৃত্ত মধুকর তথাপি নিবৃত্ত হইল না; গুন্ গুন্ করিয়া অধরসমীপে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। তখন শকুন্তলা একান্ত অধীর হইয়া কহিতে লাগিলেন, "সখি! পরিত্রাণ কর, দুর্ব্বৃত্ত মধুকর আমায় নিতান্ত ব্যাকুল করিয়াছে।" তখন উভয়ে হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "সখি! আমাদের পরিত্রাণ করিবার ক্ষমতা কি? দুষ্মন্তকে স্মরণ কর; রাজারাই তপোবনের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন।" ইতিমধ্যে ভ্রমর অত্যন্ত উৎপীড়ন আরম্ভ করাতে শকুন্তলা কহিলেন, "দেখ, দুর্ব্বৃত্ত কোন মতে নিবৃত্ত হইতেছে না; আমি এখান হইতে যাই।" এই বলিয়া দুই চারি পদ গমন করিয়া কহিলেন, "কি আপদ্! এখানেও আমার সঙ্গে সঙ্গে ও আসিতেছে। সখি! পরিত্রাণ কর।" তখন তাঁহারা পুনর্ব্বার কহিলেন, "প্রিয়সখি! আমাদের পরিত্রাণ করিবার ক্ষমতা কি? দুষ্মন্তকে স্মরণ কর, তিনি তোমায় পরিত্রাণ করিবেন।"

রাজা শুনিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, "ইঁহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইবার এই বিলক্ষণ সুযোগ ঘটিয়াছে। কিন্তু রাজা বলিয়া পরিচয় দিতে ইচ্ছা হইতেছে না। কি করি? অথবা অতিথিভাবে উপস্থিত হইয়া অভয় প্রদান করি।" এই স্থির করিয়া সত্বরগমনে তাঁহাদের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া কহিতে লাগিলেন, "পূরুবংশোদ্ভব দুষ্মন্ত দুর্ব্বৃত্তদিগের শাসনকর্ত্তা বিদ্যমান থাকিতে, কার সাধ্য মুগ্ধস্বভাবা তপস্বিকন্যাদিগের সহিত অশিষ্ট ব্যবহার করে?" তপস্বিকন্যারা, এক অপরিচিত ব্যক্তিকে সহসা সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া, প্রথমতঃ অতিশয় সঙ্কুচিত হইলেন। কিঞ্চিৎ পরেই, অনসূয়া কহিলেন, "মহাশয়! এমন কিছু অনিষ্টঘটনা হয় নাই। তবে কি জানেন, এক দুষ্ট মধুকর আমাদিগের প্রিয়সখী শকুন্তলাকে অতিশয় ব্যাকুল করিয়াছিল, তাহাতেই ইনি কিছু কাতর হইয়াছিলেন।" রাজা ঈষৎ হাস্য করিয়া, শকুন্তলাকে জিজ্ঞাসিলেন, "কেমন, তপস্যা বৃদ্ধি হইতেছে ত?" শকুন্তলা লজ্জায় জড়ীভূতা ও নম্রমুখী হইয়া রহিলেন, কিছুই উত্তর করিতে পারিলেন না। অনসূয়া, শকুন্তলাকে উত্তরদানে পরাঙ্মুখ দেখিয়া, রাজাকে কহিলেন, "হাঁ মহাশয়! তপস্যার বৃদ্ধি হইতেছে। এক্ষণে অতিথিবিশেষের সমাগমলাভদ্বারা বিশেষ বৃদ্ধি হইল।" প্রিয়ংবদা শকুন্তলাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "সখি! যাও যাও, শীঘ্র কুটীর হইতে অর্ঘ্যপাত্র লইয়া আইস; জল আনিবার প্রয়োজন নাই; এই ঘটে যে জল আছে, তাহাতেই পাদপ্রক্ষালন সম্পন্ন হইবে।" রাজা কহিলেন, "না না, এত

ব্যস্ত হইতে হইবে না; মধুর সম্ভাষণদ্বারাই আতিথ্য করা হইয়াছে।” তখন অনসূয়া কহিলেন, “মহাশয়! তবে এই সুশীতল সপ্তপর্ণ-বেদীতে উপবেশন করিয়া শ্রান্তি দূর করুন।” রাজা কহিলেন, “তোমরাও জলসেচনদ্বারা অতিশয় ক্লান্ত হইয়াছ, কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম কর।” প্রিয়ংবদা কহিলেন, “সখি শকুন্তলে! অতিথির অনুরোধ রক্ষা করা উচিত; এস আমরাও বসি।” অনন্তর সকলেই উপবেশন করিলেন।

পরে এই স্থানে ক্ষত্রিয়রীতি-অনুসারে গান্ধর্ব্ববিধানে রাজা দুষ্মন্ত, মহর্ষি কণ্বের পালিতা কন্যা শকুন্তলার পাণিগ্রহণ করিয়া স্বীয় রাজধানীতে প্রতিগমন করিলেন। গমনকালে তাঁহার স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়টি শকুন্তলার অঙ্গুলীতে পরিধান করাইয়া দিয়াছিলেন। মহর্ষি কণ্ব প্রত্যাগত হইয়া এই সংবাদে আহ্লাদিত হইলেন এবং শকুন্তলাকে ভর্তৃভবনে প্রেরণের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

প্রস্থানসময় উপস্থিত হইল। গৌতমী, এবং শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত নামে দুই শিষ্য, শকুন্তলা-সমভিব্যাহারে গমনের নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন। অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা যথাসম্ভব বেশভূষা সমাধান করিয়া দিলেন। মহর্ষি শোকাকুল হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, “অদ্য শকুন্তলা যাইবে বলিয়া আমার মন উৎকণ্ঠিত হইতেছে, নয়ন অনবরত বাষ্পবারি-পরিপূর্ণ হইতেছে, কণ্ঠরোধ হইয়া বাক্‌শক্তি রহিত হইতেছে, জড়তায় নিতান্ত অভিভূত হইতেছি। কি আশ্চর্য্য! আমি

বনবাসী, স্নেহবশতঃ আমারও ঈদৃশ বৈক্লব্য উপস্থিত হইতেছে; না জানি, সংসারীরা এমন অবস্থায় কি দুঃসহ ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে। বুঝিলাম, স্নেহ অতি বিষম বস্তু!" পরে শোকাবেগ সংবরণ করিয়া শকুন্তলাকে কহিলেন, "বৎসে! বেলা হইতেছে, প্রস্থান কর, আর অনর্থক কালহরণ করিতেছ কেন?" এই বলিয়া তপোবনতরুদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে সন্নিহিত তরুগণ! যিনি তোমাদিগের মূলে জলসেচন না করিয়া কদাচ জলপান করিতেন না, যিনি ভূষণপ্রিয়া হইয়াও স্নেহবশতঃ কদাচ তোমাদের পল্লব ভঙ্গ করিতেন না, তোমাদের কুসুমপ্রসবের সময় হইলে যাঁহার আনন্দের সীমা থাকিত না, অদ্য সেই শকুন্তলা পতিগৃহে যাইতেছেন, তোমরা সকলে অনুমোদন কর।"

অনন্তর সকলে গাত্রোত্থান করিলেন। শকুন্তলা, গুরুজন-দিগকে প্রণাম করিয়া, প্রিয়ংবদার নিকটে গিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে কহিতে লাগিলেন, "সখি! আর্য্যপুত্রকে দেখিবার নিমিত্ত আমার চিত্ত অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াছে বটে; কিন্তু তপোবন পরিত্যাগ করিয়া যাইতে আমার পা উঠিতেছে না।" প্রিয়ংবদা কহিলেন, "সখি! তুমিই যে কেবল তপোবনবিরহে কাতর হইতেছ, এরূপ নহে; তোমার বিরহে তপোবনের কি অবস্থা হইতেছে দেখ। জীব-মাত্রেই নিরানন্দ ও শোকাকুল; হরিণগণ আহার-বিহারে পরাঙ্মুখ হইয়া স্থির হইয়া রহিয়াছে; মুখের গ্রাস মুখ হইতে পড়িয়া যাইতেছে। ময়ূর-ময়ূরী নৃত্য পরিত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধমুখ হইয়া রহিয়াছে; কোকিলগণ আম্রমুকুলের রসাস্বাদে বিমুখ হইয়া

নীরব হইয়া রহিয়াছে। মধুকর-মধুকরী মধুপানে বিরত হইয়াছে ও গুন্ গুন্ ধ্বনি পরিত্যাগ করিয়াছে।” কণ্ব কহিলেন, “বৎসে! আর কেন বিলম্ব কর, বেলা হয়।” তখন শকুন্তলা কহিলেন, “তাত! বনতোষিণীকে সম্ভাষণ না করিয়া যাইব না।” এই বলিয়া বনতোষিণীর নিকটে গিয়া কহিলেন, “বনতোষিণি! শাখা-বাহুদ্বারা আমায় স্নেহভরে আলিঙ্গন কর, আজি অবধি আমি দূরবর্ত্তিনী হইলাম।” অনন্তর, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদাকে কহিলেন, “সখি! আমি বনতোষিণীকে তোমাদের হস্তে সমর্পণ করিলাম।” তাঁহারা কহিলেন, “সখি! আমাদিগকে কাহার হস্তে সমর্পণ করিবে বল?” এই বলিয়া শোকাকুল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন; তখন কণ্ব কহিলেন, “অনসূয়ে! প্রিয়ংবদে! তোমরা কি পাগল হইলে? তোমরা কোথায় শকুন্তলাকে সান্ত্বনা করিবে, না তোমরাই রোদন করিতে আরম্ভ করিলে!”

এক পূর্ণগর্ভা হরিণী কুটীরের প্রান্তে শয়ন করিয়া ছিল, তাহার দিকে দৃষ্টিপাত হওয়াতে, শকুন্তলা কণ্বকে কহিলেন, “তাত! এই হরিণী নির্ব্বিঘ্নে প্রসব হইলে আমাকে সংবাদ দিবে; ভুলিবে না বল?” কণ্ব কহিলেন, “না বৎসে! আমি কখনই বিস্মৃত হইব না।” পরে কয়েক পদ গমন করিলে শকুন্তলার গতিভঙ্গ হইল। শকুন্তলা, “আমার অঞ্চল ধরিয়া কে টানে?” এই বলিয়া মুখ ফিরাইলেন। কণ্ব কহিলেন, “বৎসে! যাহার মাতৃবিয়োগ হইলে তুমি জননীর ন্যায় প্রতিপালন করিয়াছিলে, যাহার আহারের নিমিত্ত তুমি সর্ব্বদা শ্যামাক আহরণ করিতে,

যাহার মুখ কুশের অগ্রভাগ দ্বারা ক্ষত হইলে তুমি ইঙ্গুদীতৈল দিয়া ব্রণ শোষণ করিয়া দিতে, সেই মাতৃহীন হরিণশিশু তোমার গমনরোধ করিতেছে।" শকুন্তলা তাহার গাত্রে হস্তপ্রদান করিয়া কহিলেন, "বাছা! আর আমার সঙ্গে এস কেন? ফিরিয়া যাও, আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছি। তুমি মাতৃহীন হইলে আমি তোমায় প্রতিপালন করিয়াছিলাম, এখন আমি চলিলাম; অতঃপর পিতা তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন।" এই বলিয়া, রোদন করিতে করিতে চলিলেন। তখন কণ্ব কহিলেন, "বৎসে! শান্ত হও, অশ্রুবেগ সংবরণ কর, পথ দেখিয়া চল, উচ্চ নীচ না দেখিয়া পদক্ষেপ করাতে বারংবার আঘাত লাগিতেছে।"

এইরূপ নানা কারণে গমনের বিলম্ব দেখিয়া শার্ঙ্গরব কণ্বকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ভগবন্! আপনার আর অধিক দূর সঙ্গে আসিবার প্রয়োজন নাই; এই স্থলেই যাহা বলিতে হয়, বলিয়া দিয়া প্রতিগমন করুন।" কণ্ব কহিলেন, "তবে আইস, এই ক্ষীরবৃক্ষের ছায়ায় দণ্ডায়মান হই।"

তদনুসারে সকলে সন্নিহিত ক্ষীরপাদপচ্ছায়ায় অবস্থিত হইলে, কণ্ব কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া শার্ঙ্গরবকে কহিলেন, "বৎস! তুমি শকুন্তলাকে রাজার সম্মুখে রাখিয়া তাঁহাকে আমার এই আবেদন জানাইবে—আমরা বনবাসী, তপস্যায় কাল যাপন করি, তুমি অতি প্রধান বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, আর শকুন্তলা বন্ধুবর্গের অগোচরে স্বেচ্ছাক্রমে তোমাতে অনুরাগিণী হইয়াছে; এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া, অন্যান্য সহধর্ম্মিণীর ন্যায় শকুন্তলাতেও

স্নেহদৃষ্টি রাখিবে। আমাদের এই পর্য্যন্ত প্রার্থনা ; ইহার অধিক ভাগ্যে থাকে, ঘটিবে ; তাহা আমাদের বলিয়া দিবার নয়।” মহর্ষি শার্ঙ্গরবের প্রতি এই সন্দেশ নির্দ্দেশ করিয়া, শকুন্তলাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “বৎসে! এক্ষণে তোমাকেও কিছু উপদেশ দিব। আমরা বনবাসী বটি, কিন্তু লৌকিক বৃত্তান্তেরও নিতান্ত অনভিজ্ঞ নহি। তুমি পতিগৃহে গিয়া গুরুজনদিগের শুশ্রূষা করিবে ; সপত্নীদিগের সহিত প্রিয়সখী-ব্যবহার করিবে ; পরিচারিণীদিগের প্রতি সম্পূর্ণ দয়াদাক্ষিণ্য প্রদর্শন করিবে ; সৌভাগ্যগর্ব্বে গর্ব্বিতা হইবে না ; স্বামী কার্কশ্য প্রদর্শন করিলেও রোষবশা ও প্রতিকূলচারিণী হইবে না ; মহিলারা এরূপ ব্যবহারিণী হইলেই গৃহিণীপদে প্রতিষ্ঠিতা হয়, বিপরীতকারিণীরা কুলের কণ্টকস্বরূপ।” ইহা কহিয়া বলিলেন, “দেখ, গৌতমীই বা কি বলেন!” গৌতমী কহিলেন, “বধূদিগকে এই বই আর কি কহিয়া দিতে হইবে” পরে শকুন্তলাকে কহিলেন, “বাছা, উনি যেগুলি বলিলেন, সকল মনে রাখিও।”

এইরূপে উপদেশদান সমাপ্ত হইলে, কণ্ব শকুন্তলাকে কহিলেন, “বৎসে! আমরা আর অধিক দূর যাইব না, আমাকে ও সখীদিগকে আলিঙ্গন কর। শকুন্তলা অশ্রুপূর্ণ নয়নে কহিলেন, “অনসূয়া ও প্রিয়ংবদাও কি এই খান হইতে ফিরিয়া যাইবে? ইহারা সে পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে যাউক।” কণ্ব কহিলেন, “না বৎসে! ইহাদের বিবাহ হয় নাই, অতএব সে পর্য্যন্ত যাওয়া ভাল দেখায় না ; গৌতমী তোমার সঙ্গে যাইবেন।” শকুন্তলা পিতাকে

আলিঙ্গন করিয়া গদ্‌গদস্বরে কহিলেন, "তাত! তোমাকে না দেখিয়া সেখানে কেমন করিয়া প্রাণ ধারণ করিব?" এই বলিতে বলিতে দুই চক্ষে ধারা বহিতে লাগিল। তখন কণ্ অশ্রুপূর্ণ নয়নে কহিলেন, "বৎসে! এত কাতর হইতেছ কেন? তুমি পতিগৃহে গিয়া গৃহিণীপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সাংসারিক ব্যাপারে অনুক্ষণ এরূপ ব্যস্ত থাকিবে যে, আমার বিরহজনিত শোক অনুভব করিবার অবকাশ পাইবে না।" শকুন্তলা পিতার চরণে নিপতিত হইয়া কহিলেন, "তাত! আবার কত দিনে এই তপোবনে আসিব?" কণ্ কহিলেন, "বৎসে! সসাগরা ধরিত্রীর একাধিপতির মহিষী হইয়া, এবং অপ্রতিহতপ্রভাব স্বীয় তনয়কে সিংহাসনে সন্নিবেশিত ও তদীয় হস্তে সমস্ত সাম্রাজ্যের ভার সমর্পিত দেখিয়া, পতি-সমভিব্যাহারে পুনর্ব্বার এই শান্তরসাস্পদ তপোবনে আসিবে।"

শকুন্তলাকে এইরূপ শোকাকুলা দেখিয়া গৌতমী কহিলেন, "বাছা! আর কেন, ক্ষান্ত হও। যাইবার বেলা বহিয়া যায়। সখীদিগকে যাহা কহিতে হয়, কহিয়া লও, আর বিলম্ব করা উচিত হয় না।" তখন শকুন্তলা সখীদের নিকটে গিয়া কহিলেন, "সখি! তোমরা উভয়ে এককালে আমাকে আলিঙ্গন কর।" উভয়ে আলিঙ্গন করিলেন। তিনজনেই রোদন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সখীরা শকুন্তলাকে কহিলেন, "সখি! যদি রাজা শীঘ্র চিনিতে না পারেন, তবে তাঁহাকে তাঁহার স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় দেখাইও।" শকুন্তলা শুনিয়া সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া কহিলেন,

"সখি! তোমরা এমন কথা বলিলে কেন, বল? তোমাদের কথা শুনিয়া আমার হৃৎকম্প হইতেছে।" সখীরা কহিলেন, "না সখি! ভীত হইও না, স্নেহের স্বভাবই এই, অকারণে অনিষ্ট আশঙ্কা করে।"

এইরূপে ক্রমে ক্রমে সকলের নিকট বিদায় লইয়া, শকুন্তলা গৌতমী-প্রভৃতি-সমভিব্যাহারে দুষ্মন্তরাজধানী প্রতি প্রস্থান করিলেন। কণ্ব, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। মহর্ষি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, "অনসূয়ে! প্রিয়ংবদে! তোমাদের সহচরী প্রস্থান করিয়াছেন। এক্ষণে শোকাবেগ সংবরণ করিয়া আমার সহিত আশ্রমে প্রত্যা-গমন কর।" এই বলিয়া মহর্ষি আশ্রমাভিমুখ হইলেন এবং তাঁহারাও তাঁহার অনুগামিনী হইলেন। যাইতে যাইতে মহর্ষি মনে মনে কহিতে লাগিলেন, "যেমন স্থাপিত ধন ধনস্বামীকে প্রত্যর্পণ করিলে লোকে নিশ্চিন্ত ও সুস্থ হয়, তদ্রূপ, অদ্য আমি শকুন্তলাকে পতিগৃহে প্রেরণ করিয়া নিশ্চিন্ত ও সুস্থ হইলাম।"

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

ধর্ম্মব্যাধ।

কপটদ্যূতে পরাজিত হইয়া বনে অবস্থানকালে পাণ্ডবগণ বহুতর তীর্থ ভ্রমণ করিয়া গ্রীষ্মাবশেষে নারায়ণাশ্রমে উপস্থিত হইলেন। গ্রীষ্মাবসানে সুখময় বর্ষাকাল সমুপস্থিত হইলে, শ্যামল জলদজাল নভস্তল ও দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া গভীর গর্জ্জনপূর্ব্বক নিরবচ্ছিন্ন মুসলধারে বারি বর্ষণ করিতে লাগিল। বিভাকরের প্রভামণ্ডল একবারে তিরোহিত হইল ও সৌদামনীর প্রভা সতত স্ফুরিত হইতে লাগিল। বোধ হইল যেন ঘনমণ্ডলী বর্ষাকালের পটমণ্ডপস্বরূপ হইয়াছে। নবীনতৃণসমাচ্ছন্ন অবনী বর্ষানীরে অভিষিক্ত হইয়া মানবগণের একান্ত রমণীয় হইল। তীব্রবেগবতী ক্ষুব্ধসলিলা স্রোতস্বতীসকল কল কল রবে প্রবাহিত হইয়া তীরস্থ বনস্থলীসকল পরিশোভিত করিল। ধারাজলসংসিক্ত বরাহ, মৃগ ও পক্ষিগণ বহুবিধ আনন্দনিনাদ করিতে লাগিল। চাতক ও ময়ূরগণ একান্ত মত্ত এবং দর্দ্দুরসকল নিতান্ত দর্পিত হইয়া উঠিল। গিরিপ্রদেশচারী পাণ্ডবগণ নীরদরবানুনাদিত বর্ষাকাল সুখস্বচ্ছন্দে অতিবাহিত করিলেন।

অনন্তর শরৎকাল উপস্থিত হইল। অরণ্যে ও পর্ব্বতশৃঙ্গে প্রচুর পরিমাণে তৃণসমূহ সমুৎপন্ন হইল এবং নিম্নগাসকল স্বচ্ছসলিল, আকাশমণ্ডল নির্ম্মল ও নক্ষত্রনিবহ সমধিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ক্রৌঞ্চ, হংস, সারস প্রভৃতি পক্ষিগণ ইতস্ততঃ বিহার করিতে লাগিল। বিভাবরী উজ্জ্বলকান্তি গ্রহনক্ষত্র ও

শশাঙ্কমণ্ডলে পরিশোভিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। সরোবর ও পুষ্করিণী সকল শীতল, স্বচ্ছ এবং কুমুদ, কুবলয় ও কহ্লারে সমলঙ্কৃত হইয়া মনোহর হইল। বেতসলতাসঙ্কুল-নীলতটশালি-সরস্বতী-তীরে ভ্রমণ করিয়া মানবগণের অন্তঃকরণে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ সঞ্চার হইতে লাগিল।

মহাবীর পাণ্ডবেরা কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসী পর্য্যন্ত প্রসন্নসলিলা পুণ্যতোয়া সরস্বতীর তীরবর্ত্তী নারায়ণাশ্রমে বাস করিয়া, অসিত পক্ষের প্রারম্ভেই মহাসত্ত্ব-তাপসগণ, মহর্ষিধৌম্য, সূত ও পরিচারকবর্গসমভিব্যাহারে কাম্যকবনে গমন করিলেন। বনে উপনীত হইয়া মহর্ষিদত্ত অতিথিসৎকার গ্রহণপূর্ব্বক উপবেশন করিলে, বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগকে বেষ্টন করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। এই সময়ে সুলক্ষণসম্পন্ন-অশ্বযোজিত রথে আরোহণ করিয়া বাসুদেব, শচীসনাথ সুরনাথের ন্যায়, প্রিয়তমা সত্য-ভামার সহিত তথায় সমুপস্থিত হইলেন। তিনি রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীমসেন ও ধৌম্যকে যথাবিধি অভিবাদন ও প্রিয়তম অর্জ্জুনকে আলিঙ্গন করিলেন এবং নকুল ও সহদেব কর্ত্তৃক নমস্কৃত হইয়া দ্রৌপদীরে সান্ত্বনাবাদ প্রদান করিলেন। এদিকে কৃষ্ণপ্রিয়া সত্যভামা পাণ্ডবমহিষী দ্রৌপদীরে আলিঙ্গন করিলেন।

পাণ্ডবগণ দ্রৌপদী ও পুরোহিত ধৌম্যের সহিত কৃষ্ণের সমুচিত সৎকার করিয়া চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট হইলে, কৃষ্ণ দ্রৌপদীরে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "পাঞ্চালি! ধনুর্ব্বেদে

অনুরক্ত তোমার সুশীল আত্মজগণ সতত সুহৃদ্গণানুমোদিত সাধুজনাচরিত পথে সঞ্চরণ করিয়া থাকে। তোমার পিতা ও ভ্রাতৃগণ প্রভূত ধন, বিবিধ ও উৎকৃষ্ট বসনভূষণ প্রদান করিলেও তাহারা লোভপরতন্ত্র হইয়া তাঁহাদের আবাসে গমন করিতে সম্মত হয় নাই; দ্বারকা নগরীতে যাদবদিগের সহিত অবস্থিতি করিতেই তাহাদিগের একান্ত অভিলাষ। আর্য্যা কুন্তী ও তুমি তাহাদিগকে যাদৃশ যত্ন ও স্নেহসহকারে প্রতিপালন করিতে, সুভদ্রাও তাহাদিগকে সেইরূপে প্রতিপালন করিয়া থাকে।” তদনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “রাজন্! রাজ্যলাভ অপেক্ষা ধর্ম্ম উৎকৃষ্ট; ধর্ম্মবৃদ্ধির নিমিত্ত তপোনুষ্ঠান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়; আপনি সেই ধর্ম্মকে সত্য ও সারল্যদ্বারা প্রতিপালন করিয়া ইহলোক ও পরলোক জয় করিয়াছেন। আপনি ব্রতানুষ্ঠানপূর্ব্বক সাঙ্গোপাঙ্গ ধনুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে ধনোপার্জ্জনপূর্ব্বক চির-প্রার্থিত যাগযজ্ঞ সকল সংসাধন করিয়াছেন। আপনি কামনা-পরতন্ত্র হইয়া কদাচ কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন না; অর্থ-লোভেও কখন ধর্ম্মপথ-পরিভ্রষ্ট হন নাই; রাজ্য, ধন ও বহুবিধ ভোগ লাভ করিলেও দান, সত্য, তপ, শ্রদ্ধা, ক্ষমা ও ধৃতি, এই সকল বিষয়ে আপনার সবিশেষ অনুরাগ আছে। এই নিমিত্তই আপনি ধরণীতলে ধর্ম্মরাজ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন।”

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, “কেশব! তুমি পাণ্ডবগণের অদ্বিতীয় গতি, পাণ্ডবেরা তোমার শরণাপন্ন;

কি বিপদ্, কি সম্পদ্, সকল কালেই তুমি তাহাদিগের কর্ত্তা ও উদদেষ্টা। তোমার যেন সর্ব্বদাই পাণ্ডবগণের সহিত এইরূপ সদ্ভাব থাকে, ও সবান্ধব পাণ্ডবেরাও যেন তোমার শরণাগত হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে।” ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এইরূপ কহিতেছেন, এমন সময়ে ধর্ম্মাত্মা মহাতপা মার্কণ্ডেয় তথায় সমুপস্থিত হইলেন। তিনি বহুবর্ষবয়স্ক, কিন্তু দেখিলে তাঁহাকে পঞ্চবিংশতিবর্ষ-দেশীয়ের ন্যায় বোধ হয়। মহর্ষি সমাগত হইবামাত্র সমুদায় ব্রাহ্মণ ও কৃষ্ণসমেত পাণ্ডুতনয়গণ ভক্তি-সহকারে তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন।

মহাভাগ মার্কণ্ডেয় বিধিমতে অর্চ্চিত হইয়া সুখে উপবেশন-পূর্ব্বক পরিশ্রম অপনয়ন করিলে, বৃষ্ণিবংশাবতংস কৃষ্ণ ব্রাহ্মণগণের ও পাণ্ডবদিগের মতানুসারে মহর্ষিকে কহিলেন, “ঋষিপুঙ্গব মার্কণ্ডেয়! আমরা সকলে আপনার অত্যুৎকৃষ্ট উপদেশ শ্রবণ করিতে একান্ত অভিলাষী হইয়াছি; অতএব অনুগ্রহপূর্ব্বক সদাচার ও লোকধর্ম্ম কীর্ত্তন করুন।”

মহাতপা মার্কণ্ডেয় এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, “মনুষ্যলোকে যাহা পরম শ্রেয় বলিয়া বিবেচিত হয়, কেহ তাহা ইহলোকে, কেহ পরলোকে, কেহ বা উভয় লোকেই প্রাপ্ত হয়; কেহ কেহ ইহলোক ও পরলোক কুত্রাপি প্রাপ্ত হয় না। যাহাদিগের বিপুল ধন আছে, যাহারা প্রতিদিন বিভূষিতাঙ্গ ও নিরন্তর কায়িক সুখে সংসক্ত হইয়া ক্রীড়াকৌতুকে কালযাপন করে, ইহলোকই তাহাদিগের সুখকর; তাহাদের

পরকালে সুখসম্ভাবনা থাকে না। যাঁহারা যোগী, তপস্যানুরক্ত, স্বাধ্যায়শীল, জিতেন্দ্রিয় ও প্রাণিবধে নিতান্ত পরাঙ্মুখ হইয়া দেহ জর্জ্জরিত করেন, তাঁহাদিগের পরকালে সুখসম্ভোগ হয়, ইহলোকে হয় না। যাঁহারা ধর্ম্মতঃ ধন লাভ করিয়া ধর্ম্মাচরণ ও যথাকালে দারপরিগ্রহ করিয়া যোগানুষ্ঠান প্রভৃতি কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে তৎপর হন, তাঁহাদিগের ইহলোক পরলোক উভয় স্থানেই সুখলাভ হয়। যে মূঢ়েরা বিদ্যা, তপস্যা ও দানাদি বিষয়ে যত্ন করে না, তাহারা ইহলোক ও পরলোক উভয়ত্রই সুখসম্ভোগে বঞ্চিত হয়। যে ব্যক্তি দিবসের অষ্টম বা দ্বাদশ ভাগে শাক পাক করিয়া ভোজন করিয়াও কুমিত্র পরিহার করে, যাহারে লোক ঔদরিক বলে না, ও যে ব্যক্তি দিবস গণনায় উদ্বিগ্ন হয় না, সেই ব্যক্তিই যথার্থ সুখী। যে ব্যক্তি অন্যের আশ্রয় না লইয়া, আপন গৃহে স্বীয় ক্ষমতায় অর্জ্জিত শাক পাক করিয়াও জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহার অপেক্ষা সুখী আর কে আছে? ফলতঃ আপন গৃহে ফল, মূল ও শাকান্ন ভোজন করাও শ্রেয়স্কর; তথাপি পরগৃহে প্রতিদিন তিরস্কৃত হইয়া নানাবিধ মিষ্টান্ন ভোজন করা সুখকর নহে। যে উদরপরায়ণ, কুক্কুরের ন্যায় পরান্নে প্রতিপালিত হইতে ইচ্ছা করে, তাহাকে ধিক্। যে ব্যক্তি অতিথি, অভ্যাগতপ্রাণী ও পিতৃগণকে প্রদানপূর্ব্বক অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করে, সে পরম সুখী, এবং সেই অবশিষ্ট অন্ন অতি পবিত্র ও পরমোৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য।

মাতা অতি ক্লেশে সন্তানগণের লালনপালন করেন; পিতা বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া পুত্রগণের ভরণপোষণ ও বিনয়াধানাদি করেন। পিতা মাতা পুত্র হইতে যশ, ঐশ্বর্য্য, বংশবিস্তার ও ধর্ম্ম আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি পিতা মাতার আশা পূর্ণ করে, সেই যথার্থ ধর্ম্মজ্ঞ। যে ব্যক্তি পিতা মাতাকে নিত্য সন্তুষ্ট করিয়া থাকে, তাহার ইহকালে ও পরকালে শাশ্বতধর্ম্ম এবং কীর্ত্তি লাভ হয়। কামিনীগণ স্বামিশুশ্রূষাদ্বারাই ধর্ম্মলাভ করিতে পারে। যে রমণী পতির প্রতি ভক্তি না করে, কি যজ্ঞ কি উপবাস তাহার সকলই বৃথা হয়। এ সম্বন্ধে একটী উপাখ্যান কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর।

"পূর্ব্বকালে কৌশিক নামে এক তপঃপরায়ণ বেদাধ্যয়ননিরত ধর্ম্মশীল ব্রাহ্মণ ছিলেন। একদা তিনি এক গৃহস্থভবনে প্রবেশপূর্ব্বক ভিক্ষা প্রার্থনা করিলে ঐ গৃহস্থপত্নী কহিলেন, 'মহাশয়! ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন, আমি ভিক্ষা আনয়ন করিতেছি।' গৃহিণী এই বলিয়া ভবনমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক ভিক্ষাপাত্র পরিষ্কৃত করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার স্বামী ক্ষুধাতুর হইয়া আবাসে প্রবেশ করিলেন। পতিব্রতা কামিনী পতিরে ক্ষুধিত জানিতে পারিয়া পাদ্য, আচমনীয়, আসন ও বিবিধ সুমধুর ভক্ষ দ্বারা তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। ঐ কামিনী পতিরে দেবতার ন্যায় জ্ঞান করিতেন, কায়মনোবাক্যে সর্ব্বদা তাঁহার শুশ্রূষা ও মনোরঞ্জন করিতেন এবং সতত সংযতচিত্তে দেবতা, অতিথি, ভৃত্য, শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের শুশ্রূষা করিয়া কালযাপন করিতেন।

পতিব্রতা স্বীয় স্বামীর সেবা করিতে করিতে ভিক্ষাকাঙ্ক্ষী ব্রাহ্মণকে অবলোকন করিলেন ও পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মরণপূর্ব্বক সাতিশয় লজ্জিত হইয়া ভিক্ষা প্রদান করিবার নিমিত্ত দ্রুতপদে তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণ রোষকষায়িতলোচনে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, 'বরাঙ্গনে! তুমি কি নিমিত্ত আমাকে অপেক্ষা করিতে বলিলে? তখনই বিদায় করিলে না কেন?' পতিব্রতা ব্রাহ্মণকে ক্রোধসন্তপ্ত দেখিয়া সান্ত্বনা-বাদ প্রয়োগপূর্ব্বক কহিলেন, 'ব্রহ্মন্! আমার অপরাধ ক্ষমা করুন, পরম দেবতা ভর্ত্তা ক্ষুধিত ও শ্রান্ত হইয়া আসিয়াছেন, সেইজন্য আমি তাঁহার সেবা করিতেছিলাম।'

ব্রাহ্মণ কহিলেন, 'তুমি কেবল স্বামীকেই গুরুতর বোধ করিয়া থাক, ব্রাহ্মণগণকে গুরু বলিয়া জ্ঞান কর না? গৃহস্থধর্ম্মে থাকিয়া অতিথিব্রাহ্মণের অবমাননা করা যে অনুচিত, তাহা কি তুমি জান না? নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, তুমি বৃদ্ধগণের নিকট সদুপদেশ শ্রবণ কর নাই।' পতিব্রতা কহিলেন, 'তপোধন! ক্রোধ পরিত্যাগ করুন; ক্রোধ মনুষ্যগণের পরমশত্রু। আমি কদাচ ব্রাহ্মণকে অবজ্ঞা করি না। আমি ব্রাহ্মণগণের তেজ ও মাহাত্ম্যের বিষয় বিলক্ষণরূপ অবগত আছি। তাঁহাদের যেমন ক্রোধ অসীম, প্রসাদও তদ্রূপ। অতএব, আপনি আমার এই অপরাধ মার্জ্জনা করুন। যিনি ক্রোধমোহ পরিত্যাগ করেন, সতত সত্য বাক্য কহেন ও গুরুজনকে সন্তুষ্ট করেন; যিনি হিংসিত হইয়াও হিংসা করেন না, সতত শুচি, জিতেন্দ্রিয়,

ধৰ্ম্মপরায়ণ ও স্বাধ্যায়নিরত হইয়া থাকেন; যিনি কাম ক্রোধ প্রভৃতি রিপুবর্গকে বশীভূত করেন: যিনি সমুদায় লোককে আত্মবৎ বিবেচনা করেন ও সর্ব্বধর্ম্মে রত হন; যিনি যজন, যজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন ও যথাশক্তি দান করিয়া থাকেন; যিনি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক অপ্রমত্ত হইয়া বেদাধ্যয়ন করেন; যাঁহার মন কখনই অনৃতপ্রবণ হয় না, দেবগণ তাঁহাকেই যথার্থ ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। বেদাধ্যয়ন, দান, আর্জব, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও সত্য, এই কয়েকটী ব্রাহ্মণের নিত্য ধর্ম্ম। প্রাচীনেরা কহেন, শাশ্বত ধর্ম্ম অতি দুর্জ্জেয়; আমার মতে পতিশুশ্রূষাই নারীর সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ধর্ম্ম, এবং ভর্ত্তা দেবগণ অপেক্ষাও অধিক পূজনীয়। আপনি স্বাধ্যায়নিরত শুচি, কিন্তু বোধ হয়, আপনি ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম জানেন না। যদি ধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত না থাকেন, তবে মিথিলায় গমনপূর্ব্বক ধর্ম্মব্যাধকে জিজ্ঞাসা করুন। ঐ ব্যক্তি সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় ও সতত পিতা মাতার সেবা করিয়া থাকে। অবলাগণ ধার্ম্মিকদিগের অবধ্য; অতএব আপনি আমার এই রমণীস্বভাব-সুলভ বাচালতাদোষ মার্জ্জনা করুন।'

কৌশিক রমণীর এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া লজ্জাবনত বদনে কহিলেন, 'শোভনে! আমি তোমার প্রতি পরম প্রীত হইয়াছি, আমার ক্রোধের উপশম হইয়াছে। তোমার তিরস্কার-বাক্য আমার সাতিশয় হিতকর হইল; তোমার মঙ্গল হউক, এক্ষণে আমি চলিলাম।' এই বলিয়া পতিব্রতার নিকট বিদায়

গ্রহণ করিয়া, কৌশিক আত্মনিন্দা করিতে করিতে, স্বীয় ভবনাভিমুখে গমন করিলেন, ও অনতিবিলম্বে ধর্ম্মব্যাধের উদ্দেশে মিথিলাযাত্রা করিলেন।

দ্বিজোত্তম কৌশিক সেই পতিব্রতাকথিত বাক্যসকল চিন্তা করিয়া, আপনারে নিতান্ত ঘৃণিত ও অপরাধী বোধ করিলেন, এবং ধর্ম্মসংক্রান্ত বিধিবাক্য চিন্তা করিতে করিতে বহুতর অরণ্য, গ্রাম ও নগর অতিক্রমপূর্ব্বক জনক-পরিপালিত মিথিলানগরে উপস্থিত হইলেন। তথায় দেখিলেন, স্থানে স্থানে সুপ্রণালী-ক্রমে সুচারুরূপে নির্ম্মিত সুপ্রশস্ত রথ্যা; কোন স্থানে বিমান সকল শোভা পাইতেছে; কোন স্থানে অশ্ব, কোন স্থানে রথ, কোন স্থানে অন্যান্য যান সকল শোভমান হইতেছে; কোন স্থানে বা যোদ্ধৃবর্গ ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে। সমুদায় স্থানই উৎসবানন্দে পরিপূর্ণ। সমুদায় লোকই হৃষ্টপুষ্ট; নগরের চতুর্দ্দিক্ই ধর্ম্মালয়, যজ্ঞোৎসব ও সুরম্য হর্ম্ম্যসমূহে পরিব্যাপ্ত। কৌশিক নগরের শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে বহুদূর অতিক্রম-পূর্ব্বক ধর্ম্মব্যাধের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ব্যাধ সূনামধ্যে আসীন হইয়া মৃগ ও মহিষের মাংস বিক্রয় করিতেছে। সেই স্থানে ক্রেতৃজনসম্বাধ অবলোকন করিয়া, তিনি একান্তে দণ্ডায়-মান রহিলেন। ব্যাধ তাঁহাকে অবলোকন করিয়া সম্ভ্রমসহকারে উত্থিত হইলেন ও নিকটে গমনপূর্ব্বক অভিবাদন করিলেন। অনন্তর কুশল প্রশ্ন ও আগমনকারণ জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, ‘হে দ্বিজোত্তম! এই ব্যাধকে কি করিতে হইবে আদেশ

করুন। যদি আপনার ইচ্ছা হয়, তবে বলুন, গৃহে গমন করি।' কৌশিক ধর্ম্মব্যাধের বাক্যে অনুমোদন করিলে, ব্যাধ পরমাহ্লাদে তাঁহাকে অগ্রসর করিয়া আপন আলয়ে গমন করিল। কৌশিক তাঁহার রমণীয় গৃহে প্রবেশ করিয়া আসন, পাদ্য ও আচমনীয় গ্রহণপূর্ব্বক সুখোপবিষ্ট হইয়া কহিলেন, 'তাত! এই মাংস-বিক্রয়-কর্ম্ম তোমার ন্যায় ব্যক্তির নিতান্ত অযোগ্য বলিয়া বোধ হইতেছে। বলিতে কি, আমি এই বিসদৃশ ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়াছি।'

ব্যাধ কহিলেন, 'দ্বিজবর! আমি স্বীয় ধর্ম্মানুসারে পূর্ব্বপুরুষপরম্পরাগত কুলোচিত কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিতেছি। অতএব, আপনি জাতক্রোধ হইবেন না। এই জনকরাজ্যে চতুর্ব্বিধ বর্ণই স্ব স্ব কর্ম্মের অনুষ্ঠানে অনুরক্ত। রাজা জনক, আপনার পুত্র দণ্ডার্হ হইলে, তাহারও সমুচিত দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন। তাঁহার রাজ্যস্থ কোন ব্যক্তিরই স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবার সাধ্য নাই। আমরা যে সমুদায় পশুমাংস বিক্রয় করি, তাহাদ্বারা দেব, অতিথি ও পিতৃগণের পূজা হইয়া থাকে। এই কারণে স্বধর্ম্ম বিবেচনা করিয়া উহাদ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকি। অহিংসা পরম ধর্ম্ম সত্য, কিন্তু এই লোকমধ্যে কোন্ ব্যক্তি এককালে হিংসা ত্যাগ করিতে পারে? অনেকে কৃষিকর্ম্মকে উৎকৃষ্ট বলিয়া থাকেন, কিন্তু ঐ কর্ম্মের অনুষ্ঠানকালে অনেক হিংসা করিতে হয়; কৃষকগণ লাঙ্গলদ্বারা ভূমি কর্ষণ করিতে করিতে বহুবিধ প্রাণীর প্রাণ সংহার করে। এই জগৎ

বহুবিধ অসংখ্য জীবে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। কি বৃক্ষ, কি ফল, কি জল, সকল বস্তুতেই বহুবিধ জীব আছে; অণুমাত্রও প্রাণিশূন্য স্থান নাই; এই নিমিত্ত মনুষ্যগণ ভ্রমণ করিতে করিতে এবং উপবিষ্ট ও শয়ান হইয়া জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে অনেকানেক প্রাণী বিনষ্ট করে। এই প্রকারে বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, কেহই একবারে হিংসাত্যাগী নহে; অহিংসানিরত যতিগণও হিংসা করিয়া থাকেন; তবে অহিংসার নিমিত্ত সাতিশয় যত্নবান্ থাকেন বলিয়া, তাঁহাদের হিংসাদোষ অতি অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

আমি স্বয়ং পশুহত্যা করি না। অন্যের হত পশুর মাংস বিক্রয় করিয়া থাকি। আমি মাংস ভোজন করি না, শাস্ত্রবিহিত নিয়মানুসারে সমস্ত দিন উপবাসী থাকিয়া, রাত্রিতে ভোজন করি; বিধিবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক বৃদ্ধ ও গুরুজনদিগকে সর্ব্বপ্রযত্নে সেবা করিয়া থাকি; সত্য বাক্য ব্যবহার করি; কাহারও প্রতি অসূয়া প্রদর্শন করি না; যথাসাধ্য দান করি; দেবতা, অতিথি ও ভৃত্যগণের ভুক্তশেষ ভোজন করিয়া থাকি; কাহারও কখন কিঞ্চিন্মাত্র কুৎসা বা নিন্দা করি না; যাহারা আমার নিন্দা বা প্রশংসা করে, আমি বিনয়সম্পন্ন কর্ম্মদ্বারা তাহাদিগের সকলকেই পরিতুষ্ট করি। যে ব্যক্তি এইরূপ নিয়মানুষ্ঠান করে, সে কদাচারী হইলেও ক্রমে ক্রমে সদাচারসম্পন্ন হইয়া উঠে।'

কৌশিক ব্যাধের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন,

'ধর্ম্মের গতি অতি সূক্ষ্ম, অতএব কি করিলে ধর্ম্মলাভ হয়, ও কি করিলে শিষ্টাচারবিষয়ক অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারা যায়, তদ্বিষয়ে যথাযোগ্য উপদেশ প্রদান কর।' ব্যাধ কহিলেন, 'সতত সাধ্যানুসারে অন্নদান ও সকলকে সমুচিত পূজা করিবে। ত্যাগই মনুষ্যগণের প্রধান ধর্ম্ম; মিথ্যা বাক্য একেবারে পরিত্যাগ করিবে; অযাচিত হইয়াও অন্যের প্রিয়কার্য্য সম্পন্ন করিবে; কাম, ক্রোধ বা দ্বেষের বশীভূত হইয়া ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে না; প্রিয় ঘটনায় অতিমাত্র হৃষ্ট হইবে না; অপ্রিয় ঘটিলেও একান্ত ম্রিয়মাণ হইবে না; অর্থকষ্ট উপস্থিত হইলে মুহ্যমান হইবে না এবং ধর্ম্মও পরিত্যাগ করিবে না; যাহা কল্যাণকর বোধ করিবে, তাহাতেই সতত অনুরক্ত থাকিবে। যাহারা ধর্ম্ম নাই মনে করিয়া সাধারণকে উপহাস ও ধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধা করে, তাহারা নিঃসন্দেহ বিনাশপ্রাপ্ত হয়।'

পাপাত্মা ব্যক্তি আধ্মাত ভস্ত্রার ন্যায় বৃথা নিশ্বাস প্রশ্বাস পরিত্যাগ করে; অহঙ্কারী মূঢ়গণের চিন্তা নিতান্ত অসার। কুকর্ম্ম করিয়া অনুতাপ করিলে পাপ হইতে মুক্ত হয় এবং পুনরায় এতাদৃশ কর্ম্ম করিব না বলিয়া নিশ্চয় করিয়া কোনপ্রকার সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে দ্বিতীয় পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। ধর্ম্মশীল ব্যক্তি অজ্ঞানবশতঃ পাপাচার করিলেও নিষ্পাপ থাকিতে পারেন; কারণ প্রমাদবশতঃ যে পাপকর্ম্ম হয়, উপার্জ্জিত ধর্ম্ম হইতে তাহার বিনাশ হয়। পাপকর্ম্ম করিয়া অস্বীকার করিলে, স্বীয় অন্তরাত্মা ও অন্তর্যামী পুরুষ

তাহা দেখিতে পান। যে ব্যক্তি প্রথমে পাপাচরণ করে, সে যদি পরে কল্যাণ-পথের পান্থ হয়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি মহা-মেঘবিনির্মুক্ত চন্দ্রমার ন্যায় সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তিলাভ করে। যেমন আদিত্য উদিত হইয়া অন্ধকার বিনষ্ট করে, সেইরূপ কল্যাণকর কর্ম্ম সমুদায় পাপ বিনষ্ট করে।

হে দ্বিজোত্তম! লোভই সমুদায় পাপের আশ্রয়; অনধীত-শাস্ত্র অদূরদর্শী লুব্ধ ব্যক্তিই পাপে অনুরক্ত হয়। অধার্ম্মিক ব্যক্তি তৃণাচ্ছাদিত কূপের ন্যায় কপটধর্ম্মরূপ আচ্ছাদনে আচ্ছা-দিত হইয়া থাকে; বাহিরে তাহাদের পবিত্রভাব ও ধর্ম্মানুগত আলাপ দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু শিষ্টাচার তাহাদিগের নিকট সুদূরপরাহত।

যাঁহারা কাম, ক্রোধ, দম্ভ, ও লোভ বশীভূত করিয়া 'ইহাই ধর্ম্ম' এইরূপ বোধে সন্তুষ্ট থাকেন, তাঁহারাই শিষ্টগণের সম্মত। গুরুশুশ্রূষা, সত্য, অক্রোধ, দান এই চারিটি শিষ্টাচারের অঙ্গ-স্বরূপ। শিষ্টাচারসম্পন্ন ব্যক্তিগণ কখনও স্বেচ্ছাচার করেন না; তাঁহারা যে সকল আচার-ব্যবহারের অনুষ্ঠান করেন, তাহা সকলেরই গ্রাহ্য; কেহই তাহার অন্যথা করিতে পারে না। বেদের রহস্য সত্য, সত্যের রহস্য দম, দমের রহস্য ত্যাগ। সুতরাং ত্যাগ না করিতে পারিলে বেদ নিষ্ফল হয়।

নাস্তিক, অমর্য্যাদক, ক্রূর ও পাপমতিদিগকে পরিত্যাগ করিবে, জ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করিবে এবং ধার্ম্মিকগণের সেবা করিবে। ধৈর্য্যময়ী নৌকা অবলম্বন করিয়া, কামক্রোধরূপ

ষাদোগণসমাকীর্ণ পঞ্চেন্দ্রিয়রূপ সলিলপূর্ণ দুর্গম ভবনদী উত্তীর্ণ হইবার যত্ন করিবে। যেমন শুক্লবর্ণ বস্ত্র রঞ্জিত হইলে অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করে, জ্ঞানযোগদ্বারা সঞ্চিত ধর্ম্ম শিষ্টাচারে মিলিত হইলে, সেইরূপ পরম রমণীয় হইয়া উঠে। অহিংসা ও সত্য বচন সকল প্রাণীরই হিতকর—অহিংসা ও সত্য পরমধর্ম্ম। প্রবৃত্তি সকল সত্যে সংযুক্ত হইলে বিচলিত হয় না। শিষ্টাচার-সংবলিত সত্যেরই অধিক গৌরব। সদাচার সাধুগণের ধর্ম্ম ও সদাচারই সাধুগণের লক্ষণ। যাঁহাদিগের বিদ্যায় পারদর্শিতা, ক্ষমা, সত্য, সরলতা, সদাচারদর্শন, সর্ব্বভূতে দয়া, অহিংসা, অপারুষ্য ও দ্বিজগণে প্রীতি থাকে; যাঁহারা ন্যায়ানুগত, গুণবান্, সর্ব্বলোক-হিতৈষী, সৎপথাবলম্বী, দাতা ও দীনানুগ্রহকারী; যাঁহারা কলত্র ও ভৃত্যের পীড়াতে সতত অবহিত থাকেন ও সর্ব্বদা সাধু-সঙ্গ করেন; যাঁহারা লোকযাত্রা, ধর্ম্ম ও হিতকর কর্ম্ম সকল অবলোকন করেন, তাঁহারাই সাধু ও চিরকাল উন্নতি লাভ করেন।

কখনও পরের অনিষ্ট চিন্তা করিবে না, দান করিবে; ও সত্য কথা কহিবে; সাধুগণ ত্রিবিধ ব্যবহারকে সৎপথ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। অনসূয়া, ক্ষমা, শান্তি, সন্তোষ, প্রিয়বাদিতা, কামক্রোধপরিত্যাগ ও শিষ্টাচার-নিষেবণই সাধুগণের ধর্ম্ম। লোককে ক্লেশ প্রদান না করিয়া আপনার জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন শিষ্টপ্রকৃতি মানবেরা ধর্ম্মানুসারে কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তাঁহারা ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াই

জীবিকা নির্ব্বাহ করেন এবং সেই ধর্ম্মসঞ্চিত ধন দ্বারা নানাবিধ গুণপ্রসবকারী কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন।

লোভাতিভূত ও রাগদ্বেষবিমোহিত ব্যক্তির যথার্থ ধর্ম্মবুদ্ধি তিরোহিত হইয়া কপট ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্তি জন্মে। তখন সে কপটাচরণে প্রবৃত্ত হইয়া কুটিল ব্যবহার দ্বারা ধনোপার্জ্জন করিতে থাকে; এইরূপে ধনাগম সিদ্ধ হইলে, বুদ্ধি তাহাতেই আসক্ত হয়, এবং পাপচিকীর্ষা উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠে। অধর্ম্ম ত্রিবিধ; পাপচিন্তা, পাপকথন ও পাপাচরণ। অধর্ম্ম-প্রবিষ্ট ব্যক্তির সদ্‌গুণ সকল বিনষ্ট হয়, পাপকর্ম্মকারী ব্যক্তিরা পাপীর সহিত মিত্রতা করিয়া দুঃখ ভোগ করে, ও পরিশেষে বিপন্ন হইয়া উঠে।

ইন্দ্রিয়সংযম করিলেই তপস্যা হয়; উহা ভিন্ন তপোনুষ্ঠানের আর কোন উপায়ই নাই। ইন্দ্রিয়ই স্বর্গ ও নরকের কারণ—ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিলে স্বর্গ ও ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র হইলে নরক লাভ হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়ধারণের নামই যোগবিধি; ইন্দ্রিয়সংসর্গে রাগদ্বেষাদিরূপ দোষ-সংস্রব হয়, এবং তাহাদিগের সংযমে সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি মন প্রভৃতি ছয় ইন্দ্রিয় বশীভূত করিতে সমর্থ হয়, তিনি কদাপি অনর্থমূল পাপে লিপ্ত হন না। তিনি সদশ্বরথাধিরূঢ় রথীর ন্যায় ইন্দ্রিয়গণদ্বারা পরমসুখে সঞ্চরণ করেন। যেমন বিমুক্ত অশ্বগণ পথিমধ্যে চপলতা করিলে, তাহাদিগের ধৈর্য্য সম্পাদন করা সারথির কার্য্য, সেইরূপ, ইন্দ্রিয় সকল উচ্ছৃঙ্খল হইলে তাহাদিগকে বশীভূত করা সাধু ব্যক্তির

অবশ্য কর্ত্তব্য। যেমন প্রবল অনিল নৌকাকে জলমগ্ন করে, ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র মন সেইরূপ মনুষ্যের বুদ্ধিকে পাপসাগরে নিমগ্ন করে।

অবিদ্যাবহুল, প্রবলেন্দ্রিয়, স্বপ্নশীল, বিবেকবিধুর, মোহাভিভূত, রোষপরবশ ও অলস ব্যক্তিরা তমোগুণান্বিত। যাঁহার বাসনা অত্যন্ত বলবতী ও অভিমানের পরিসীমা নাই, এবং যিনি অসূয়াশূন্য, মন্ত্রণাভিজ্ঞ ও আপনারে মহৎ বলিয়া বোধ করেন, তিনি রজোগুণবিশিষ্ট। যে ব্যক্তি ধীর, বিষয়বাসনাবিরহিত, ক্রোধবর্জ্জিত, দান্ত, ধীশক্তিসম্পন্ন ও অসূয়াশূন্য, তিনি সত্ত্বগুণাস্পদ। সাত্ত্বিক ব্যক্তি জ্ঞাতব্যবিষয় বুঝিতে পারিয়া, রজঃ ও তমঃ গুণের কার্য্যকে নিন্দা করেন।

তপস্যা সেতুস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ক্রোধ উপস্থিত হইলে তপস্যা হয় না, মাৎসর্য্যের উদয় হইলে ধর্ম্ম লাভ হয় না, মানাপমানের ভয় করিলে বিদ্যা লাভ হয় না, প্রমত্ত হইলে আত্ম-সাক্ষাৎকার লাভ হয় না। অতএব, উক্ত দোষসকল পরিত্যাগ করিবে। অনৃশংসতাই উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম, ক্ষমাই পরম বল, আত্মজ্ঞানই প্রধান জ্ঞান এবং সত্যই পরমপবিত্র ব্রত। যাহা সাধারণের হিতজনক, তাহাই সত্য। সত্যই শ্রেয়োলাভের অদ্বিতীয় উপায়। সত্যপ্রভাবেই যথার্থ জ্ঞান ও হিতসাধন হয়। যাঁহার সকল অনুষ্ঠানই কামনাশূন্য, তিনিই যথার্থ বুদ্ধিমান্। ভোগতৃষ্ণাতে চিত্তের ঔদাস্য হইলে, ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মে প্রীতি জন্মে।'

এইরূপ নানাপ্রকার জ্ঞানগর্ভ বাক্য বলিয়া ব্যাধ কহিলেন, 'দ্বিজোত্তম! আপনি গাত্রোত্থানপূর্ব্বক ভবনাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া আমার পিতা মাতাকে দর্শন করুন ও যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে আমি সিদ্ধি লাভ করিয়াছি, তাহা প্রত্যক্ষ অবলোকন করুন।' কৌশিক ব্যাধের বাক্যানুসারে তাঁহার সহিত সেই রমণীয় চতুঃ-শাল সৌধমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই সৌধ সুরসদনসদৃশ, দেবগণপূজিত নানাবিধ আসন ও শয়নীয়ে সুসজ্জিত, এবং পরমোৎকৃষ্ট গন্ধদ্রব্য সমুদায়ে আমোদিত। ব্রাহ্মণ তন্মধ্যে প্রবেশ-পূর্ব্বক দেখিলেন, ব্যাধের বৃদ্ধ পিতা মাতা শুক্লাম্বর পরিধান করিয়া পরম পরিতুষ্ট চিত্তে উৎকৃষ্ট আসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন।

ধর্ম্মব্যাধ স্বীয় পিতা মাতাকে অবলোকন করিবামাত্র তাঁহা-দিগের পদতলে নিপতিত হইলেন। বৃদ্ধ দম্পতী তনয়কে চরণ-তলে নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, 'বৎস! গাত্রোত্থান কর, ধর্ম্ম তোমারে রক্ষা করুন, তুমি দীর্ঘায়ু হও। তুমি আমাদের সৎপুত্র; তুমি কায়মনোবাক্যে আমাদের শুশ্রূষা করিতে অণুমাত্র ত্রুটি কর না; তোমার মন কেবল আমাদের প্রতিই সতত অনুরক্ত রহিয়াছে।' বৃদ্ধ দম্পতীর বাক্যাবসানে ধর্ম্মব্যাধ গাত্রো-ত্থানপূর্ব্বক সেই ব্রাহ্মণের বিষয় তাঁহাদের নিকট নিবেদন করিলেন। তখন তাঁহারা সেই ব্রাহ্মণকে স্বাগত প্রশ্নপূর্ব্বক যথা-বিধি পূজা করিলে, ব্রাহ্মণও প্রতিপূজা করিলেন।

তখন ধর্ম্মব্যাধ ব্রাহ্মণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, 'ভগবন্! ইঁহারা আমার পিতা মাতা, আমি ইঁহাদিগকে দেব-

তার তুল্য বিবেচনা করি; দেবগণের উদ্দেশে যাহা যাহা করিতে হয়, তৎসমুদায় আমি ইঁহাদের উদ্দেশে সম্পন্ন করিয়া থাকি। ব্রাহ্মণগণ যেমন দেবগণের নিমিত্ত উপহার আহরণ করেন, আমিও ইঁহাদের নিমিত্ত সেইরূপ উপহার আহরণ করিয়া থাকি। এই পিতা মাতা আমার পরম দেবতাস্বরূপ; আমি ইঁহাদিগকে অগ্নি, যজ্ঞ ও চারি বেদের ন্যায় জ্ঞান করি। আমার ভার্য্যা, পুত্র, সুহৃজ্জন ও প্রাণ সমুদায়ই ইঁহাদিগের সেবার নিমিত্ত নিয়োজিত। আমি স্বয়ং ইঁহাদিগকে স্নান করাইয়া স্বহস্তে আহার প্রদান করি। সতত ইঁহাদের অনুকূলবাক্য প্রয়োগ করি, বিপ্রিয় বাক্য কদাচ আমার মুখ হইতে বিনির্গত হয় না। আলস্য পরিত্যাগপূর্ব্বক অনন্যমনে সতত ইঁহাদিগের শুশ্রূষা করিয়া থাকি।

পিতা, মাতা, অগ্নি, আত্মা ও উপদেষ্টা এই পাঁচ জন গুরু। প্রত্যহ এই পাঁচ জনের প্রতি সম্যক্‌রূপে সদ্ব্যবহার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। আপনি তপস্বী, মহাত্মা ও ধর্ম্মনিরত; কিন্তু আপনি পিতা মাতার অনুমতি না লইয়া তাঁহাদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া নিতান্ত অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। সেই বৃদ্ধ জনক জননী আপনার শোকে অন্ধ হইয়াছেন। অতএব তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত শীঘ্র গৃহাভিমুখে গমন করুন; নতুবা আপনার সমুদায় ধর্ম্মই ব্যর্থ হইবে; আমার মতে উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম আর কিছুই নাই।' কৌশিক ধর্ম্মব্যাধের কার্য্য দর্শন ও বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক চমৎকৃত হইয়া কহিলেন, 'ধর্ম্মাত্মন্! তোমার তুল্য ধর্ম্মোপদেষ্টা

ব্যক্তি নিতান্ত দুর্লভ; আমি ভাগ্যবলেই তোমার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছি। অদ্য আমি তোমার সদাচার সন্দর্শনে পরম প্রীত হইলাম। আমি নরকে নিপতিত হইতেছিলাম, তুমি অদ্য আমাকে সমুদ্ধৃত করিলে। আমি তোমার বচনানুসারে অদ্যাবধি সংযতচিত্তে পিতা মাতার শুশ্রূষা করিব। এক্ষণে আমি চলিলাম, তোমার মঙ্গল হউক, ধর্ম্ম তোমারে রক্ষা করুন।' ব্যাধ কৃতাঞ্জলিপুটে যে আজ্ঞা বলিয়া ব্রাহ্মণকে বিদায় দিলে, তিনি তাঁহাকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন, ও গৃহে উপস্থিত হইয়া দৃঢ়তর ভক্তিসহকারে পিতা মাতার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।"

চন্দ্রাপীড়।

অবন্তি দেশে উজ্জয়িনী নামে নগরী আছে। তথায় তারাপীড় নামে মহাযশস্বী প্রবলপ্রতাপ নরপতি ছিলেন। তিনি অর্জ্জুনের ন্যায় নিজভুজবলে অখণ্ড ভূমণ্ডল জয় ও প্রজাগণের ক্লেশ দূর করিয়া সুখে রাজ্যভোগ করিতেন। তাঁহার অমাত্যের নাম শুকনাস। শুকনাস ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। রাজা তারাপীড় সকল শাস্ত্রের পারদর্শী, নীতিশাস্ত্রপ্রয়োগকুশল, ভূভারধারণক্ষম, অগাধবুদ্ধি, ধীরপ্রকৃতি, সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র চন্দ্রাপীড়। রাজকুমার এরূপ বুদ্ধিমান্ ও চতুর ছিলেন যে, অধ্যাপকগণ তাঁহার নব নব বুদ্ধিকৌশল দর্শনে চমৎকৃত ও উৎসাহিত হইয়া সমধিক পরিশ্রম-পূর্ব্বক তাঁহাকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তিনিও ক্রীড়াসক্তি-রহিত হইয়া ক্রমে ক্রমে সমস্ত বিদ্যা অধ্যয়ন করিলেন। তাঁহার হৃদয়দর্পণে সমুদায় কলা সংক্রান্ত হইল। অল্পকালের মধ্যেই তিনি শব্দশাস্ত্র, বিজ্ঞানশাস্ত্র, রাজনীতি, ব্যায়ামকৌশল, অস্ত্র ও সঙ্গীতবিদ্যা, সর্ব্বদেশভাষা এবং কাব্য, নাটক, ইতিহাস প্রভৃতি সমুদায় শিখিলেন। ব্যায়ামপ্রভাবে তাঁহার শরীর এরূপ বলিষ্ঠ হইল যে, করভ সকল সিংহকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে যেরূপ নড়িতে চড়িতে পারে না, সেইরূপ তিনি ধরিলেও এক পা চলিতে পারিত না। ফলতঃ তিনি এরূপ পরাক্রান্ত ও শক্তিশালী হইলেন যে,

দশজন বলবান্ পুরুষ যে মুদ্গর তুলিতে পারে না, তিনি অবলীলাক্রমে সেই মুদ্গর ধারণপূর্ব্বক ব্যায়াম করিতেন।

একদা কার্য্যবশতঃ চন্দ্রাপীড় অমাত্যের বাটীতে গিয়াছিলেন; তথায় শুকনাস তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া মধুর বচনে কহিলেন, "কুমার! তুমি সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন ও সমুদয় বিদ্যা অভ্যাস করিয়াছ, সকল কলা শিখিয়াছ, ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়া যাহা যাহা জ্ঞাতব্য, সমুদায় জানিয়াছ, তোমার অজ্ঞাত ও উপদেষ্টব্য কিছুই নাই। তুমি যুবা, মহারাজ তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত ও ধনসম্পত্তির অধিকারী করিতে ইচ্ছা করেন। সুতরাং যৌবন, ধনসম্পত্তি, প্রভুত্ব, তিনেরই অধিকারী হইলে। কিন্তু যৌবন অতি বিষম কাল। যৌবনরূপ বনে প্রবেশিলে বন্য জন্তুর ন্যায় ব্যবহার হয়। যুবা পুরুষেরা কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি পশুধর্ম্মকে সুখের হেতু ও স্বর্গের সেতু জ্ঞান করে। যৌবনপ্রভাবে মনে একপ্রকার তমঃ উপস্থিত হয়, উহা কিছুতেই নিরস্ত হয় না। যৌবনের আরম্ভে অতি নির্ম্মল বুদ্ধিও বর্ষাকালীন স্রোতোজলের ন্যায় কলুষিত হয়। বিষয়-তৃষ্ণা ইন্দ্রিয়াদিকে আক্রমণ করে। তখন অতি গর্হিত অসৎ কর্ম্মকেও দুষ্কর্ম্ম বলিয়া বোধ হয় না। তখন লোকের প্রতি অত্যাচার করিয়া স্বার্থ সম্পাদন করিতেও লজ্জা বোধ হয় না। সুরা পান না করিলেও, চক্ষুর দোষ না থাকিলেও, ধনমদে মত্ততা ও অন্ধতা জন্মে। ধনমদে উন্মত্ত হইলে হিতাহিত বা সদসদ্বিবেচনা থাকে না। অহঙ্কার ধনের অনুগামী। অহঙ্কৃত

পুরুষেরা মানুষকে মানুষ জ্ঞান করে না। আপনাকেই সর্ব্বাপেক্ষা গুণবান্, বিদ্বান্ ও প্রধান বলিয়া ভাবে; অন্যের নিকটেও সেইরূপ প্রকাশ করে। তাহার স্বভাব এরূপ উদ্ধত হয় যে, আপনার মতের বিপরীত কথা শুনিলে তৎক্ষণাৎ খড়্গহস্ত হইয়া উঠে। প্রভুত্বরূপ হলাহলের ঔষধ নাই। প্রভুজনেরা অধীন লোকদিগকে দাসের ন্যায় জ্ঞান করে। আপন সুখে সন্তুষ্ট থাকিয়া পরের দুঃখসন্তাপ কিছুই দেখিতে পায় না। তাহারা প্রায় স্বার্থপর ও অন্যের অনিষ্টকারক হইয়া উঠে। যৌবরাজ্য, যৌবন, প্রভুত্ব ও অতুল ঐশ্বর্য্য, এসকল কেবল অনর্থপরম্পরা। অসামান্যধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরাই ইহার তরঙ্গ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারেন। তাহাদের বুদ্ধিরূপ দৃঢ় নৌকা না থাকিলে উহার প্রবল প্রবাহে মগ্ন হইতে হয়। একবার মগ্ন হইলে আর উঠিবার সামর্থ্য থাকে না। সদ্বংশে জন্মিলেই যে সৎ ও বিনীত হয়, একথা অগ্রাহ্য। উর্ব্বরা ভূমিতে কি কণ্টকবৃক্ষ জন্মে না? চন্দনকাষ্ঠের ঘর্ষণে যে অগ্নি নির্গত হয়, উহার কি দাহশক্তি থাকে না? ভবাদৃশ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরাই উপদেশের যথার্থ পাত্র। মূর্খকে উপদেশ দিলে কোন ফল হয় না। দিবাকরের কিরণ স্ফটিক মণির ন্যায় মৃৎপিণ্ডে প্রতিফলিত হইতে পারে? সদুপদেশ অমূল্য ও অসমুদ্রসম্ভূত রত্ন। উহা শরীরের বৈরূপ্য প্রভৃতি জরার কার্য্য প্রকাশ না করিয়াও বৃদ্ধত্ব সম্পাদন করে। ঐশ্বর্য্যশালীকে উপদেশ দেয়, এমন লোক অতি বিরল। যেমন গিরিগুহার নিকটে শব্দ করিলে প্রতিশব্দ হয়, সেইরূপ পার্শ্ববর্ত্তী লোকের মুখে

প্রভুবাক্যের প্রতিধ্বনি হইতে থাকে ; অর্থাৎ প্রভু যাহা কহেন, পারিষদেরা তাহাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া অঙ্গীকার করে। প্রভুর নিতান্ত অসঙ্গত ও অন্যায় কথাও পারিষদদিগের নিকট সুসঙ্গত ও ন্যায়ানুগত হয় এবং সেই কথার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়া তাহারা প্রভুর কতই প্রশংসা করিতে থাকে। তাঁহার কথার বিপরীত কথা বলিতে কাহারও সাহস হয় না। যদি কোন সাহসিক পুরুষ ভয় পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার কথা অন্যায় ও অযুক্ত বলিয়া বুঝাইয়া দেন, তথাপি তাহা গ্রাহ্য হয় না। প্রভু সে সময় বধির হন অথবা ক্রোধান্ধ হইয়া আত্মমতের বিপরীতবাদীর অপমান করেন।

"অর্থ অনর্থের মূল। মিথ্যা অভিমান, অকিঞ্চিৎকর অহঙ্কার ও বৃথা ঔদ্ধত্য প্রায় অর্থ হইতে উৎপন্ন হয়। প্রথমতঃ লক্ষ্মীর প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া দেখ। ইনি অতিদুঃখে লব্ধ ও অতি যত্নে রক্ষিত হইলেও কখনও এক স্থানে স্থির হইয়া থাকেন না। রূপ, গুণ, বৈদগ্ধ্য, কুল, শীল কিছুই বিবেচনা করেন না। রূপবান্, গুণবান্, বিদ্বান্, সদ্বংশজাত, সুশীল ব্যক্তিকেও পরিত্যাগ করিয়া জঘন্য দুরাচার পুরুষাধমের আশ্রয় লন। যাহাকে আশ্রয় করেন, সে স্বার্থনিষ্পাদনপর ও লুব্ধপ্রকৃতি হইয়া দ্যূতক্রীড়াকে বিনোদ, পশুধর্ম্মকে রসিকতা, যথেচ্ছাচারকে প্রভুত্ব ও মৃগয়াকে ব্যায়াম বলিয়া গণনা করে। মিথ্যা স্তুতিবাদ করিতে না পারিলে ধনীদিগের নিকট জীবিকা লাভ করা কঠিন। যাহারা অন্যকার্য্যপরাঙ্মুখ ও কার্য্যাকার্য্যবিবেকশূন্য হয় এবং সর্ব্বদা

বদ্ধাঞ্জলি হইয়া ধনেশ্বরকে জগদীশ্বর বলিয়া বর্ণনা করে, তাহারাই ধনিগণের সন্নিধানে বসিতে পায় ও প্রশংসাভাজন হয়। প্রভু স্তুতিবাদককে যথার্থবাদী বলিয়া জ্ঞান করেন, তাহার সহিতই আলাপ করেন, তাহাকেই সদ্বিবেচক ও বুদ্ধিমান্ বলিয়া ভাবেন, তাহার পরামর্শক্রমেই কার্য্য করিয়া থাকেন। স্পষ্টবক্তা উপদেষ্টাকে নিন্দুক বলিয়া অবজ্ঞা করেন, নিকটেও বসিতে দেন না।

"তুমি দুরবগাহ নীতিপ্রয়োগ ও দুর্ব্বোধ রাজ্যতন্ত্রের ভারগ্রহণে প্রবৃত্ত হইয়াছ; সাবধান, যেন সাধুদিগের উপহাসাস্পদ ও চাটুকারের প্রতারণাস্পদ হইও না। চাটুকারের প্রিয়বচনে তোমার যেন ভ্রান্তি জন্মে না। যথার্থবাদকে নিন্দুক বলিয়া যেন অবজ্ঞা করিও না। রাজারা আপন চক্ষে কিছুই দেখিতে পান না এবং এরূপ হতভাগ্য লোক দ্বারা পারিবৃত থাকেন, যে, প্রতারণা করাই যাহাদিগের সম্পূর্ণ মানস। তাহারা প্রভুকে প্রতারণা করিয়া আপন অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে পারিলেই চরিতার্থ হয় ও সর্ব্বদা উহারই চেষ্টা পায়। বহু ভক্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক আপনাদের দুষ্ট অভিপ্রায় গোপন করিয়া রাখে, সময় পাইলেই চাটুবচনে প্রভুকে প্রতারিত করিয়া লোকের সর্ব্বনাশ করে।

"তুমি স্বভাবতঃ ধীর; তথাপি তোমাকে বারংবার উপদেশ দিতেছি, সাবধান! যেন ধন ও যৌবনমদে উন্মত্ত হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ ও অসদাচরণে প্রবৃত্ত হইও না।

এক্ষণে মহারাজের ইচ্ছাক্রমে অভিনব যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া কুলক্রমাগত ভূভার বহন কর, অরাতিমণ্ডলের মস্তক অবনত কর এবং সমুদয় দেশ জয় করিয়া অখণ্ড ভূমণ্ডলে আপন আধিপত্য স্থাপনপূর্ব্বক প্রজাদিগের প্রতিপালন কর।” এইরূপ উপদেশ দিয়া, অমাত্য ক্ষান্ত হইলেন। চন্দ্রাপীড় শুকনাসের গভীর-অর্থযুক্ত উপদেশবাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে উহারই আন্দোলন করিতে করিতে বাটী গমন করিলেন।

অভিষেকসামগ্রী সমাহৃত হইলে, অমাত্য ও পুরোহিতের সহিত রাজা শুভদিনে ও শুভলগ্নে তীর্থ, নদী ও সাগর হইতে সমানীত মন্ত্রপূত বারিদ্বারা রাজকুমারের অভিষেক করিলেন। লতা যেরূপ এক বৃক্ষ হইতে শাখাদ্বারা বৃক্ষান্তরের আশ্রয় গ্রহণ করে, সেইরূপ রাজসংক্রান্ত রাজলক্ষ্মী অংশক্রমে যুবরাজকে অবলম্বন করিলেন। পবিত্র তীর্থজলে স্নান করিয়া রাজকুমার উজ্জ্বলশ্রী প্রাপ্ত হইলেন। অভিষেকানন্তর ধবল বসন, উজ্জ্বল-ভূষণ ও মনোহর মাল্য ধারণপূর্ব্বক অঙ্গে সুগন্ধি গন্ধদ্রব্য লেপন করিলেন। অনন্তর সভামণ্ডপে প্রবেশপূর্ব্বক, শশধর সুমেরুশৃঙ্গে আরোহণ করিলে যেরূপ শোভা হয়, যুবরাজ সেইরূপ রত্নসিংহা-সনে উপবেশন করিয়া সভার পরম শোভা সম্পাদন করিলেন। নব নব উপায়দ্বারা প্রজাদিগের সুখসমৃদ্ধি ও রাজ্যের সুনিয়ম সংস্থাপন করিয়া পরম সুখে যৌবরাজ্য সম্ভোগ করিতে লাগিলেন। রাজাও পুত্রকে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

কিছুদিনের পর যুবরাজ দিগ্বিজয়ের নিমিত্ত যাত্রা করিলেন।

ঘনঘটার ঘোর ঘর্ঘর-ঘোষের ন্যায় দুন্দুভির ধ্বনি হইল। সৈন্যগণের কলরবে চতুর্দ্দিক্ ব্যাপ্ত হইল। রাজকুমার স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত করেণুকায় আরোহণ করিলেন। পত্রলেখাও ঐ হস্তিনীর উপর উঠিয়া বসিল। বৈশম্পায়ন আর এক করিণীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া রাজকুমারের পার্শ্ববর্ত্তী হইলেন। ক্ষণকালের মধ্যে মহীতল তুরঙ্গময়, দিঙ্মণ্ডল মাতঙ্গময়, অন্তরীক্ষ আতপত্রময়, সমীরণ সদগন্ধময়, পথ সৈন্যময় ও নগর জয়শব্দময় হইল। সেনাগণ সুসজ্জিত হইয়া বহির্গত হইলে, তাহাদিগের পাদবিক্ষেপে মেদিনী কাঁপিতে লাগিল। শাণিত অস্ত্রশস্ত্রে দিনকরের করপ্রভা প্রতিবিম্বিত হওয়াতে বোধ হইল যেন, শিখিকুল গগনমণ্ডলে শিখাকলাপ বিস্তীর্ণ করিয়া রহিয়াছে, সৌদামনী প্রকাশ পাইতেছে, ইন্দ্রধনু উদিত রহিয়াছে। করী-দিগের বৃংহিত, অশ্বদিগের হ্রেষারব, দুন্দুভির ভীষণ শব্দ, ও সৈন্যদিগের কলরবে বোধ হইল যেন, প্রলয়কাল উপস্থিত। ধূলি উত্থিত হইয়া গগনমণ্ডল অন্ধকারাবৃত করিল। আকাশ ও ভূমির কিছুই বিশেষ রহিল না। বোধ হইল যেন, সৈন্যভার সহ্য করিতে না পারিয়া ধরা উপরে উঠিতেছে। এক এক বার এরূপ কলরব হইতেছে যে, কিছুই শুনা যাইতেছে না।

কতকদূর যাইয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে যুবরাজ এক রমণীয় প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। সেইদিন তথায় বাসস্থান নিরূপিত হইল। সেনাগণ আহারাদি করিয়া পটগৃহে নিদ্রা গেল। রাজকুমারও শয়ন করিলেন। প্রত্যূষে সেনাগণ পুনর্ব্বার শ্রেণাবদ্ধ হইয়া

চলিল। যাইতে যাইতে বৈশম্পায়ন রাজকুমারকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "যুবরাজ! মহারাজ যে দেশ জয় করেন নাই, যে দুর্গ আক্রমণ করেন নাই, এরূপ দেশ ও দুর্গই দেখিতে পাই না! আমরা যেদিকে যাইতেছি, দেখিতেছি সকলই তাঁহার রাজ্যের অন্তর্গত। মহারাজের বিক্রম ও ঐশ্বর্য্য দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে। তিনি সমুদায় দেশ জয় করিয়াছেন, সকল রাজাকে আপন অধীনে রাখিয়াছেন এবং সমুদায় রত্ন সংগ্রহ করিয়াছেন।" অনন্তর যুবরাজ পরাক্রান্ত ও বলশালী সৈন্য দ্বারা পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর, ক্রমে ক্রমে অবশিষ্ট সকল দেশ জয় করিয়া কৈলাস পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী হেমজটনামক কিরাতদিগের সুবর্ণপুরনাম্নী নগরীতে উপস্থিত হইলেন। সংগ্রামে কিরাতদিগকে পরাজিত করিয়া পরিশ্রান্ত ও একান্ত ক্লান্ত সেনাগণকে কিঞ্চিৎ কাল বিশ্রাম করিতে আদেশ দিলেন। আপনিও তথায় আরাম করিতে লাগিলেন।

একদা তথা হইতে মৃগয়ার্থ নির্গত হইয়া একটী কিন্নর ও একটী কিন্নরী বনে ভ্রমণ করিতেছে, দেখিলেন। অদৃষ্টপূর্ব্ব কিন্নরমিথুন দর্শনে অত্যন্ত কৌতুকাক্রান্ত হইয়া ধরিবার আশয়ে সেইদিকে অশ্ব চালনা করিলেন। অশ্ব বায়ুবেগে ধাবিত হইল। কিন্নরমিথুনও মানুষ দর্শনে ভীত হইয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে লাগিল। শীঘ্র গমনে কেহই অপারগ নহে; ঘোটক এরূপ দ্রুতবেগে দৌড়িল যে, কিন্নরমিথুনকে এই ধরিলাম বলিয়া রাজ-কুমারের ক্ষণে ক্ষণে বোধ হইতে লাগিল। এদিকে কিন্নরমিথুনও

প্রাণপণে দৌড়িয়া এক পর্ব্বতের উপরি আরোহণ করিল। ঘোটক তথায় উঠিতে পারিল না। রাজকুমার পর্ব্বতের উপত্যকা হইতে ঊর্দ্ধদৃষ্টে দেখিতে লাগিলেন। উহারা পর্ব্বতের শৃঙ্গে আরোহণপূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে দৃষ্টিপথের অগোচর হইল।

কিন্নরমিথুন গ্রহণে হতাশ হইয়া মনে মনে কহিলেন, "কি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি! কিন্নরমিথুন কিরূপে ধরিব, ধরিয়াই বা কি হইবে, একবারও বিবেচনা হয় নাই। বোধ হয়, সেনানিবেশ হইতে অধিক দূরে আসিয়াছি। এক্ষণে কি করি, কিরূপে পুনর্ব্বার তথায় যাই? এদিকে কখনও আসি নাই; কোন্ পথ দিয়া যাইতে হয়, কিছুই জানি না। এই নির্জ্জন গহনে মানবের সমাগম নাই। কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়া যে, পথের নিদর্শন পাইব, তাহারও উপায় নাই। শুনিয়াছি সুবর্ণপুরের উত্তরে নিবিড় বন, বন পার হইলেই কৈলাস পর্ব্বত। কিন্নরমিথুন যে পর্ব্বতে আরোহণ করিল, বোধ হয় উহা কৈলাস পর্ব্বত। দক্ষিণদিকে ক্রমাগত প্রতিগমন করিলে স্কন্ধাবারে পঁহুছিবার সম্ভাবনা। অদৃষ্টে কত আছে, বলিতে পারি না। আপনি কুকর্ম্ম করিয়াছি, কাহার দোষ দিব? কেই বা ইহার ফলভোগ করিবে? যেরূপে হউক, যাইতে হইবে।" এই স্থির করিয়া ঘোটককে দক্ষিণদিকে ফিরাইলেন। তখন বেলা দুই প্রহর। দিনকর গগনমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী হইয়া অতিশয় উত্তাপ দিতেছেন। পক্ষিগণ নীরব, বন নিস্তব্ধ, ঘোটক অতিশয় পরিশ্রান্ত ও ঘর্ম্মাক্তকলেবর। আপনিও তৃষ্ণাতুর হইয়াছেন, দেখিয়া তরু-

তলের ছায়ায় অশ্ব বাঁধিলেন এবং হরিদ্বর্ণ দূর্ব্বাদলের আসনে উপবেশনপূর্ব্বক ক্ষণকাল বিশ্রামের পর জলপ্রাপ্তির আশয়ে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। একপথে হস্তীর পদচিহ্ন রহিয়াছে এবং কুমুদ, কহ্লার ও মৃণাল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পতিত আছে দেখিয়া স্থির করিলেন, গিরিচর করিযূথ এই পথে জলপান করিতে যায়, সন্দেহ নাই। এই পথ দিয়া যাইলে অবশ্য জলাশয় পাইতে পারিব। অনন্তর সেই পথে চলিলেন। পথের ধারে উন্নত পাদপ সকল বিস্তৃত শাখাপ্রশাখা দ্বারা গগন আকীর্ণ করিয়া রহিয়াছে। বোধ হয় যেন, বাহুপ্রসারণপূর্ব্বক অঙ্গুলিসঙ্কেত দ্বারা তৃষ্ণার্ত্ত পথিকদিগকে জলপান করিবার নিমিত্ত ডাকিতেছে। স্থানে স্থানে কুঞ্জবন ও লতামণ্ডপ, মধ্যে মধ্যে মসৃণ ও উজ্জ্বল শিলা পতিত রহিয়াছে। নানাবিধ রমণীয় প্রদেশ ও বিচিত্র উপবন দেখিতে দেখিতে কতকদূর যাইয়া বারিশীকরসম্পৃক্ত সুশীতল সমীরণস্পর্শে বিগতক্লম হইলেন। বোধ হইল যেন, তুষারে অবগাহন করিতেছেন। সরোবর নিকটবর্ত্তী হওয়াতে মনে মনে অতিশয় আহ্লাদ জন্মিল। অনন্তর মধুপানমত্ত মধুকর ও কেলিপর কলহংসের কোলাহলে আহূত হইয়া সরোবরের সমীপবর্ত্তী হইলেন এবং চতুর্দ্দিকে শ্রেণীবদ্ধ তরুমধ্যে ত্রৈলোক্য-লক্ষ্মীর দর্পণস্বরূপ, বসুন্ধরা দেবীর স্ফটিকগৃহস্বরূপ অচ্ছোদ-নামক সরোবর অবলোকন করিলেন। সরোবরের জল অতি নির্ম্মল। জলে কমল, কুমুদ, কহ্লার প্রভৃতি নানাবিধ কুসুম বিকসিত হইয়াছে। মধুকর গুন গুন ধ্বনি করিয়া এক পুষ্প

হইতে অন্য পুষ্পে বসিয়া মধুপান করিতেছে। কুসুমের সুরভিরেণু হরণ করিয়া শীতল সমীরণ নানা দিকে সুগন্ধ বিস্তার করিতেছে। সরোবরের শোভা দেখিয়া তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন, কিন্নরমিথুনের অনুসরণ নিষ্ফল হইলেও এই মনোহর সরোবর দেখিয়া আমার নেত্রযুগল ও চিত্ত সফল হইল। এতাদৃশ রমণীয় বস্তু কখন দেখিও নাই, দেখিবও না; বোধ হয়, ভগবান্ ভবানীপতি এই সরোবরের শোভায় মোহিত হইয়া কৈলাস-নিবাস পরিত্যাগ করিতে পারেন না।

অনন্তর সরোবরের দক্ষিণ তীরে উপস্থিত হইয়া অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন। পৃষ্ঠ হইতে পর্য্যাণ অপনীত হইলে ইন্দ্রায়ুধ একবার ক্ষিতিতলে বিলুণ্ঠিত হইল। পরে ইচ্ছাক্রমে স্নান ও জলপান করিয়া তীরে উঠিল, রাজকুমার উহার পশ্চাদ্ভাগের পদদ্বয় পাশদ্বারা আবদ্ধ করিয়া দিলেন। সে তীরপ্ররূঢ় নবীন দূর্ব্বা ভক্ষণ করিতে লাগিল। রাজকুমারও সরোবরে অবগাহন-পূর্ব্বক মৃণাল ভক্ষণ ও জলপান করিয়া তীরে উঠিলেন এবং এক লতামণ্ডপমধ্যবর্ত্তী শিলাতলে নলিনীপত্রের শয্যা ও উত্তরীয় বস্ত্রের উপাধান প্রস্তুত করিয়া শয়ন করিলেন। ক্ষণকাল বিশ্রা-মের পর সরসীর উত্তর তীরে বীণাতন্ত্রী-ঝঙ্কারমিশ্রিত সঙ্গীত শুনিলেন। ইন্দ্রায়ুধ শব্দ শুনিবামাত্র কবল পরিত্যাগপূর্ব্বক সেইদিকে কর্ণপাত করিল। এই জনশূন্য অরণ্যে কোথায় সঙ্গীত হইতেছে জানিবার নিমিত্ত রাজকুমার, যে দিকে শব্দ হইতেছিল, সেইদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; কিন্তু কিছুই দেখিতে

পাইলেন না, কেবল অস্ফুট মধুর শব্দ কর্ণকুহরে অমৃত বর্ষণ করিতে লাগিল। সঙ্গীতশ্রবণে কুতূহলাক্রান্ত হইয়া ইন্দ্রায়ুধে আরোহণপূর্ব্বক সরসীর পশ্চিমতীর দিয়া শব্দানুসারে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। কতকদূর গিয়া, চতুর্দ্দিকে পরম রমণীয় উপবনমধ্যে কৈলাসাচলের এক প্রত্যন্ত পর্ব্বত দেখিতে পাইলেন। ঐ পর্ব্বতের নাম চন্দ্রপ্রভা; উহার নিম্নে এক মন্দিরের অভ্যন্তরে চরাচরগুরু ভগবান্ শূলপাণির প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ঐ প্রতিমার সম্মুখে পাশুপতব্রতধারিণী, নির্ম্মমা, নিরহঙ্কারা, নির্ম্মৎসরা, অনানুষাকৃতি, অষ্টাদশবর্ষদেশীয়া এক কন্যা বীণাবাদনপূর্ব্বক তানলয়বিশুদ্ধ মধুরস্বরে মহাদেবের স্তুতিবাদ করিয়া গান করিতেছেন। কন্যার দেহপ্রভায় উপবন উজ্জ্বল ও মন্দির আলোকময় হইয়াছে। তাঁহার স্কন্ধে জটাভার, গলে রুদ্রাক্ষের মালা ও গাত্রে ভস্মলেপ। দেখিবামাত্র বোধ হয় যেন, পার্ব্বতী শিবের আরাধনায় ভক্তিমতী হইয়াছেন। রাজকুমার তরুশাখায় ঘোটক বাঁধিয়া ভক্তিপূর্ব্বক ভগবান্ ত্রিলোচনকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন। নিমেষশূন্য লোচনে সেই অঙ্গনাকে নিরীক্ষণ করিয়া মনে মনে ভাবিলেন, "কি আশ্চর্য্য! কত অসম্ভাবিত ও অচিন্তিত বিষয় স্বপ্নকল্পিতের ন্যায় সহসা উপস্থিত হয়, তাহা নিরূপণ করা যায় না। আমি মৃগয়ায় নির্গত ও যদৃচ্ছাক্রমে কিন্নরমিথুনের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়া কত ভয়ঙ্কর ও কত রমণীয় প্রদেশ দেখিলাম। পরিশেষে গীতধ্বনির অনুসারে এই স্থানে উপস্থিত হইয়া এই এক অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতেছি। কন্যার যেরূপ

মনোহর আকার ও মধুর স্বর, তাহাতে কোন ক্রমে মানুষী বোধ হয় না; দেবকন্যা সন্দেহ নাই। ধরণীতলে কি সৌদামিনীর উদ্ভব হইতে পারে? যাহা হউক, যদি আমার দর্শনপথ হইতে সহসা অন্তর্হিত না হন, যদি কৈলাসশিখরে অথবা গগনমণ্ডলে হঠাৎ আরোহণ না করেন, তাহা হইলে আমি ইঁহার নাম, ধাম ও তপস্যায় অভিনিবেশের কারণ, সমুদায় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিব।" এই স্থির করিয়া সেই মন্দিরের এক পার্শ্বে উপবেশনপূর্ব্বক সঙ্গীতসমাপ্তির অবসর প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন।

সঙ্গীত সমাপ্ত হইলে বীণা নিস্তব্ধ হইল। কন্যা গাত্রোত্থানপূর্ব্বক ভক্তিভাবে ভগবান্ ত্রিলোচনকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণাম করিলেন। অনন্তর পবিত্র নেত্রপাত দ্বারা কুমারকে পরিতৃপ্ত করিয়া সাদর সম্ভাষণে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিলেন ও বিনীত ভাবে কহিলেন, "মহাশয়! আশ্রমে চলুন ও অতিথিসৎকার গ্রহণ করিয়া চরিতার্থ করুন।" রাজকুমার সম্ভাষণমাত্রেই আপনাকে চরিতার্থ বোধ করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক তাপসীকে প্রণাম করিলেন ও শিষ্যের ন্যায় তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন; যাইতে যাইতে চিন্তা করিলেন, তাপসী আমাকে দেখিয়া অন্তর্হিত হইলেন না; প্রত্যুত দাক্ষিণ্য প্রকাশ করিয়া অতিথিসৎকার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। বোধ হয়, জিজ্ঞাসা করিলে আত্মবৃত্তান্তও বলিতে পারেন।

কতক দূর যাইয়া এক গিরিগুহা দেখিলেন। উহার পুরোভাগ তমালবনে আবৃত, তথায় দিনমণি দৃষ্টিগোচর হয় না। পার্শ্বে

নির্ঝরবারি ঝঝর্রশব্দে পতিত হইতেছে; দূর হইতে শব্দ কি মনোহর! অভ্যন্তরে বল্কল, কমণ্ডলু ও ভিক্ষাকপাল রহিয়াছে। দেখিবামাত্র মনে শান্তিরসের সঞ্চার হয়।

তাপসী তথায় প্রবেশিয়া অর্ঘ্যসামগ্রী আহরণপূর্ব্বক অর্ঘ্য আনয়ন করিলেন। রাজকুমার মৃদু মধুর সম্ভাষণে কহিলেন, "ভগবতি! প্রসন্ন হউন, আপনকার দর্শনমাত্রেই আমি পবিত্র হইয়াছি এবং অর্ঘ্যও প্রদত্ত হইয়াছে। অত্যাদর প্রকাশ করার প্রয়োজন নাই। আপনি উপবেশন করুন।" পরিশেষে তাপসীর অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া কুমার অর্ঘ্য গ্রহণ করিলেন।

তারাশঙ্কর তর্করত্ন।

সন্তোষ।

উদর! তোমাকে সাধুবাদ প্রদান করি; কারণ, তুমি শাক পাইলেও পরিতোষ লাভ কর। কিন্তু মন! তোমাকে ধিক্, তোমার কিছুতেই তৃপ্তি নাই। তোমার একটী বাঞ্ছা পূর্ণ হইবামাত্র আর একটী বাঞ্ছা উদিত হয়, সেটী পূর্ণ হইলে আবার একটী বাঞ্ছার উদয় হয়, এইরূপে শত শত বাঞ্ছা পূর্ণ হইলেও তোমার তৃপ্তি হয় না।

লোকে উদরপরায়ণদিগকে অত্যন্ত ঘৃণা করিয়া থাকে। কিন্তু উদরপরায়ণদিগের অপেক্ষা দুরাকাঙ্ক্ষ ব্যক্তিরা অধিক ঘৃণার্হ। কারণ, যাহারা পেটের দায়ে ব্যাকুল, তাহারা উদর পূর্ণ হইলে তৃপ্ত হয়—শাকান্নদ্বারাও উদর পূর্ণ হয়। উদর পূর্ণ হইলে ক্ষীরসর প্রভৃতি অতি সুখাদ্য সামগ্রীতেও আর রুচি থাকে না। কিন্তু দুরাকাঙ্ক্ষাপরায়ণ জনগণের কিছুতেই তৃপ্তি-লাভ হয় না।

যে ব্যক্তি দরিদ্র, সে মনে করে আমি শত মুদ্রা পাইলেই কৃতার্থ হইব; কিন্তু যখন সে শত মুদ্রা প্রাপ্ত হয়, তখন সহস্র মুদ্রা পাইবার ইচ্ছা করে; শত মুদ্রায় তখন আর তাহার প্রয়োজন নির্ব্বাহ হয় না। পরে সহস্র মুদ্রা পাইলেও তাহার অভাব পূর্ণ হয় না। যত আয় বৃদ্ধি হইতে থাকে, ততই তাহার ব্যয় বৃদ্ধি ও তৎসঙ্গে সঙ্গে আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। যখন মানব নিতান্ত দরিদ্র থাকে, তখন সামান্য আহারে পরিতৃপ্ত

ও সামান্য বাসগৃহে তুষ্ট থাকে, কিন্তু ধনী হইলে আর সে অবস্থায় পরিতুষ্ট থাকিতে পারে না। তখন সুরস নানাবিধ আহারায়, শোভনায় চাক্‌চিক্যময় পরিচ্ছদ, সুসজ্জিত সুরম্য অট্টালিকা, প্রভূত দাসদাসী ও নানাপ্রকার আমোদকর পদার্থের প্রয়োজন হয়। যত আয় বৃদ্ধি হইতে থাকে, ততই ঐ সকল প্রয়োজনেরও আধিক্য হইতে থাকে, সুতরাং কোনও পরিমিত অর্থে কাহারও সঙ্কুলন হয় না। যদি এত অধিক ধনোপার্জ্জন হয় যে, তাহাতে সকল প্রকার আবশ্যক দ্রব্যের সঙ্কুলন হইয়া যায়, তথাপি মনের তৃপ্তি হয় না; তখন প্রভুত্ব করিবার ইচ্ছা বলবতী হয়—রাজপদলাভের আকাঙ্ক্ষা জন্মে। যদি ভাগ্যবশতঃ দরিদ্র ক্রমে পৃথিবীর অধিপতি হইয়া যথেষ্ট প্রভুত্ব ও ধন-মান লাভ করে, তাহা হইলেও সে তৃপ্ত হয় না। তখন তাহার ভোগলালসা এত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় যে, কিছুতেই তাহা প্রশমিত হয় না। রোগশোকাদি ভোগচরিতার্থতার বাধা প্রদান করে বলিয়া, সেই সকল বাধা অতিক্রম করিবার মানসে, তখন সে দেবত্বপদ-প্রাপ্তির অভিলাষ করে। যে ব্যক্তি সামান্য কুটীরে বাস করিয়া সামান্য বসন পরিধান ও শাকান্নমাত্র ভোজন করিতে পাইলে সুখী হইবে মনে করিত, সে আজি সমগ্র পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়া সুবৃহৎ সুসজ্জিত অট্টালিকায় বাস, সুবর্ণমুক্তাহারক-খচিত বসন পরিধান ও যথেচ্ছব্যবহার করিয়াও তুষ্ট নহে। ইহা চিত্তের সামান্য দুর্ব্বলতা নহে। সুখী হইবার ইচ্ছা থাকিলে, মনের এই দুর্ব্বলতা পরিহার করা সর্ব্বতোভাবে

কৰ্ত্তব্য। সন্তোষই সকল সুখের মূল। ঈপ্সিতসম্ভোগ সুখের হেতু নহে। মনে সন্তোষ থাকিলে যিনি যেরূপ অবস্থায় অবস্থিত, তাহাতেই তিনি সুখ লাভ করিতে পারেন। যাঁহার মনে সন্তোষ নাই, তিনি সার্ব্বভৌম নরপতি হইলেও সুখলাভে সমর্থ হয়েন না।

নির্দ্দিষ্টপ্রকার অবস্থা বা পদার্থবিশেষ সুখের উপকরণ নহে। যাহার যেমন অবস্থায় থাকা অভ্যাস, তাহার তদুপযোগী পদার্থ দ্বারা সুখলাভ হইয়া থাকে। অধিক কি, দেবরাজ ইন্দ্র স্বানুরূপ অবস্থায় থাকিয়া যেমন সুখী, অতি ঘৃণিত পশু শূকরও আপনার উপযোগী অবস্থায় থাকিয়া সেইরূপ সুখলাভ করিয়া থাকে। কারণ, দেবরাজ ইন্দ্র সুধা ভক্ষণ করিয়া যেরূপ প্রীতিলাভ করেন, শূকর পুরীষ ভক্ষণ করিয়াও সেইরূপ তৃপ্তি লাভ করে। ইন্দ্র প্রিয়পত্নী শচীকে দর্শন করিয়া যেরূপ প্রীতিলাভ করেন, শূকর শূকরীদর্শনেও সেইরূপ প্রীতি লাভ করে। মৃত্যুকে ইন্দ্র যেরূপ ভয় করেন, শূকরও সেইরূপ ভয় করে। অন্যান্য উপযোগী বিষয়াদিলাভজনিত সুখ-দুঃখও ইন্দ্র ও শূকর উভয়েরই সমান। অতএব, 'অন্যের পদবী প্রাপ্ত হইলে সুখ হইবে' মনে করিয়া তল্লাভের চেষ্টায় শরীরপাত করা নিতান্ত নির্ব্বোধের কার্য্য। যে যেরূপ অবস্থার উপযোগী, তাহার সেইরূপ অবস্থায় তৃপ্ত হওয়া উচিত। নিয়ত উচ্চপদবী লাভের জন্য ব্যগ্র হইলে, সুখলাভ হওয়া দূরে থাকুক, আকাঙ্ক্ষার অতৃপ্তি-জনিত দুঃখভোগ করিতে করিতেই জীবন অতিবাহিত হয়।

পদতলে ধূলিস্পর্শ হইতে না পারে, এই অভিপ্রায়ে যিনি

পৃথিবীকে চর্ম্মমণ্ডিত করিয়া তদুপরি ভ্রমণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার ইচ্ছা যেমন পূর্ণ হয় না, যিনি সর্ব্বপ্রকার ভোগ্য বিষয় সম্ভোগ করিয়া সুখী হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার ইচ্ছাও সেইরূপ অপূর্ণ থাকে। সোপানৎক হইয়া ভ্রমণ করিলে যেমন পদতল ধূলিসংলগ্ন হইতে পারে না—পৃথিবীর সর্ব্বাংশই চর্ম্মমণ্ডিত প্রতীয়মান হয়, মনে সন্তোষ থাকিলে সেইরূপ সকল অবস্থাতেই সুখলাভ হইয়া থাকে। এ পৃথিবীতে সকলেই সম্রাট্ হইতে পারেন না; কোটি কোটি লোকের মধ্যে একজন মাত্র সম্রাট্ হইয়া থাকেন। ঐরূপ সকলেই অসাধারণ বীর্য্যবান্, বুদ্ধিমান্ বা ধনবান্ হইতে পারে না। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে পরস্পরের মধ্যে কোন পার্থক্যই থাকিত না; সুতরাং তাহাতে কোন সুখলাভ হইত না। যেমন দুঃখ না থাকিলে সুখের উপলব্ধি হয় না, সেইরূপ অবস্থার পার্থক্য না থাকিলে উচ্চতার গৌরব থাকে না; ইহাই পরাৎপরের বিধি। অতএব উচ্চপদস্থ জনের অহঙ্কারে মত্ত হওয়া যেমন অকর্ত্তব্য, নিম্নপদস্থেরও সেই-রূপ দুঃখে ম্রিয়মাণ হওয়া অনুচিত। ঈশ্বরদত্ত অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিয়া যথাসম্ভব উন্নতিসাধন-মানসে সর্ব্বপ্রযত্নে কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। নচেৎ সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখলাভই হইয়া থাকে।

———

ভারতনীতিরত্ন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! আপনি সর্ব্বশাস্ত্র পারদর্শী; অতএব দৈব ও পুরুষকার এই উভয়ের মধ্যে কোন্‌টী শ্রেষ্ঠ তাহ কীর্ত্তন করুন।"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! এ বিষয়ে ব্রহ্মবশিষ্ঠ সংবাদ নামে এক পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে মহর্ষি বশিষ্ঠ ব্রহ্মার. নিকট দৈব ও পুরুষকার এই উভয়ের মধ্যে কোন্‌টী শ্রেষ্ঠ এই প্রশ্ন করিলে ভগবান্ কমল-যোনি মধুরবাক্যে তঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহর্ষি! বীজ ব্যতীত কোন দ্রব্য উৎপন্ন বা কোন ফল লব্ধ হয় না। বীজ হইতে বীজ এবং বীজ হইতেই ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। যেমন কৃষকেরা ক্ষেত্রে যেরূপ বীজ বপন করে, তাহাদিগের তদনুরূপ ফললাভ হয়, তদ্রূপ মানবগণ যেরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহাদের তদনুরূপ ফললাভ হইয়া থাকে। যেমন উপযুক্ত ক্ষেত্র ভিন্ন স্থানান্তরে বীজ বপন করিলে তাহাতে কোন ফল লাভ হয় না, তদ্রূপ পুরুষকার ব্যতীত দৈব কখনও সুসিদ্ধ হইবার নহে। পণ্ডিতেরা পুরুষকারকে ক্ষেত্র এবং দৈবকে বীজ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ক্ষেত্র ও বীজ এই উভয়ের একত্র সমাগম হইলেই ফল সমুৎপন্ন হয়। কর্ত্তাই অনুষ্ঠিত কার্য্যের ফলভোগ করেন। মানবগণ যে শুভকার্য্যফলে সুখ এবং পাপ-কর্ম্ম-প্রভাবে দুঃখ ভোগ করে ইহলোকেই তাহার প্রমাণ প্রত্যক্ষ

হইয়া থাকে। কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে অবশ্যই তাহার ফললাভ হয়, কিন্তু কর্ম্মানুষ্ঠান না করিলে কিছুমাত্র ফললাভের সম্ভাবনা নাই। কার্য্যকুশল ব্যক্তিরা অনায়াসে সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে; কিন্তু অকৃতকর্ম্মা ব্যক্তিরা তাহাতে বঞ্চিত হইয়া অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করিতে থাকে। ইহা প্রসিদ্ধই আছে যে, তপোনুষ্ঠান করিলে সৌভাগ্য ও বিবিধ রত্নাদি লাভ হয়। ফলতঃ কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারিলে কিছুই দুর্ল্লভ থাকে না; কিন্তু কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল দৈববল অবলম্বন করিলে কিছুই লাভ হয় না। একমাত্র পুরুষকার-প্রভাবে স্বর্গভোগ, সদাচার ও মনাষিতা প্রভৃতি সমুদয় লাভ করিতে পারা যায়। অকৃতকর্ম্মা ব্যক্তিরা কখনই অর্থ, মিত্রবর্গ, ঐশ্বর্য্য ও সুশ্রীক লাভ করিতে সমর্থ হয় না। কৃপণ, অলস, নিষ্কর্ম্মা, কুকর্ম্মা, পরাক্রমহীন ও তপঃপরাঙ্মুখ ব্যক্তিরা কখনই সম্পদ্ লাভ করিতে সমর্থ হয় না। যদি কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে তাহার ফলোদয় না হইত, তাহা হইলে কেহই তাহার অনুষ্ঠান করিত না। সকলেই একমাত্র দৈবের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিত। যে ব্যক্তি কর্ম্মানুষ্ঠান না করিয়া কেবল দৈবের অনুসরণ করে, তাহার সমুদয় পরিশ্রম পণ্ড হইয়া যায়। দৈব প্রতিকূল হইলে ইহলোকে নানাবিধ দুরবস্থা উপস্থিত হয়; কিন্তু পুরুষকারের হানি হইলে পরকালে অশেষ অমঙ্গল হইয়া থাকে। পুরুষকার প্রভাবে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে উহা অনায়াসে দৈবের অনুসরণ করিয়া থাকে; কিন্তু কর্ম্মানুষ্ঠান ভিন্ন দৈব স্বয়ং কখন কিছুমাত্র

প্রদান করিতে সমর্থ হয় না। ইহলোকে দৈব প্রায়ই সহজে অনুকূল হয় না; প্রত্যুত স্বীয় পরাভব-শঙ্কায় কর্ম্মের মহাবিঘ্ন উৎপাদন করে। যদিও পুরুষকারের প্রাধান্য নির্দ্দেশ করা যাইতেছে, তথাপি দৈবকে নিতান্ত তুচ্ছ জ্ঞান করা বিধেয় নহে। দৈব লোকের কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মাইবার কারণ। লোকে দৈব-প্রভাবে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া পরলোকে উৎকৃষ্ট ফলভোগ করে।

যাহা হউক, দৈবের উপর নির্ভর করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। আপনার সাধ্যানুসারে পুরুষকার অবলম্বন করা সকলেরই উচিত। পুণ্যবান্ ব্যক্তির প্রভাবে দৈব প্রতিহত হইয়া যায়।

তপোনিয়ম-সম্পন্ন সংশিতব্রত মহর্ষিগণ তপোবলেই শাপ প্রদান করিয়া থাকেন, কখনই দৈববল অবলম্বন করেন না। দুর্ল্লভ ঐশ্বর্য্যাদি পাপাত্মাদিগের অধিকৃত হইয়াও অচিরাৎ উহাদিগকে পরিত্যাগ করে। লোভমোহের বশীভূত নরাধম-দিগকে দৈব কখনই পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হয় না। যেমন অল্পমাত্র হুতাশন বায়ু-সহকারে বিপুল হইয়া উঠে, তদ্রূপ দৈব পুরুষকার দ্বারা সংযুক্ত হইলে অচিরাৎ পরিবর্দ্ধিত হয়। ইহ-লোকে কর্ম্মবিহীন ব্যক্তিরা বিপুল ঐশ্বর্য্য, বিবিধ ভোগ্যবস্তু প্রাপ্ত হইয়াও ঐ সমুদয় ভোগ করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু উদ্যোগপরায়ণ মহাত্মারা পুরুষকার-প্রভাবে পাতালগত রত্নও লাভ করিতে পারেন। যে ব্যক্তি বহু যত্ন করিয়াও ধনলাভ করিতে না পারে, কঠোর তপোনুষ্ঠান করা তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য। বীজ বপন না করিলে কেহই ফলভোগের অধিকারী হয় না।

মনীষিগণ কহিয়া থাকেন, মনুষ্য দান দ্বারা ভোগশীল, বৃদ্ধগণের শুশ্রূষা দ্বারা মেধাবী ও অহিংসা দ্বারা দীর্ঘায়ু হয়। অতএব মনুষ্য সতত প্রিয়বাদী, লোকের হিতানুষ্ঠান-নিরত, বিশুদ্ধস্বভাব ও হিংসাবিহীন হইয়া যাচ্ঞা পরিত্যাগ, দান ও ধার্ম্মিকগণের পূজা করিবে।

যে ব্যক্তি স্বয়ং সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করে অথবা অন্যকে সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করায়, তাহার ধর্ম্মলাভের আশা থাকে, আর যে ব্যক্তি স্বয়ং অসৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, অথবা অন্যকে অসৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করায়, সে কখনই ধর্ম্মলাভ করিবার প্রত্যাশা করিবে না। লোকে যখন ধর্ম্মবল প্রত্যক্ষ করিয়া ধর্ম্মকেই শ্রেয়স্কর পদার্থ জ্ঞান করে, সেই সময়েই তাহার ধর্ম্মে বিশ্বাস জন্মে। অদৃঢ়বুদ্ধি ব্যক্তিদিগের কখনই ধর্ম্মবলে বিশ্বাস উৎপন্ন হয় না। ধর্ম্মে বিশ্বাস থাকাই প্রাজ্ঞ ব্যক্তির লক্ষণ। অতএব কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বিশারদ বিজ্ঞ ব্যক্তিরা যত্ন-সহকারে সময়ানুরূপ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন। ধর্ম্মপ্রভাবেই লোকে বিশুদ্ধচিত্ত ও নিষ্পাপ হইয়া থাকে এবং ধর্ম্মই বিজয়প্রদ ও ত্রিলোকের প্রকাশক বলিয়া অভিহিত হয়। কেহ কাহাকেও বলপূর্ব্বক ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিতে পারে না। অধার্ম্মিকেরা পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক উপদিষ্ট হইলে লোকভয়-বশতই ছলধর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। ধর্ম্ম দুইপ্রকার;—সকাম ও নিষ্কাম। সকাম ধর্ম্ম অনিত্য, সুতরাং তাহার ফল অনিত্য; আর নিষ্কাম ধর্ম্ম নিত্য, সুতরাং তাহার ফলও নিত্য। সমুদয় লোকেরই দেহ ও আত্মা একরূপ

বটে, কিন্তু পূর্ব্বকৃত ধর্ম্মবলে কোন কোন ব্যক্তির হৃদয়ে ধর্ম্ম-সংযুক্ত সঙ্কল্প উদিত হইয়া গুরুর ন্যায় তাহাদিগকে সৎকার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকে।

গুরু শিষ্যদিগের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করেন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারও কনিষ্ঠ ভ্রাতাদিগের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা অকৃতজ্ঞ হইলে, কনিষ্ঠ কখনই তাঁহার বশীভূত হয় না। জ্যেষ্ঠের দীর্ঘদর্শিতা থাকিলে কনিষ্ঠেরও দীর্ঘদর্শিতালাভের বিলক্ষণ সম্ভাবনা থাকে। জ্যেষ্ঠভ্রাতা জানিতে পারিলেও কনিষ্ঠদিগের কার্য্যবিশেষে তাঁহাকে অন্ধ ও জড়ের ন্যায় ব্যবহার করিতে হয়। কনিষ্ঠেরা কুপথগামী হইলে কৌশলক্রমে তাহাদিগের চরিত্র সংশোধন করিতে চেষ্টা করা জ্যেষ্ঠের অবশ্যকর্ত্তব্য। যদি জ্যেষ্ঠভ্রাতা প্রকাশ্যে কনিষ্ঠদিগকে দমন করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে পরশ্রীকাতর শত্রুগণ বিবিধ কুমন্ত্রণাদ্বারা তাহাদিগের ভেদোৎপাদন করিতে পারে। জ্যেষ্ঠ হইতেই কুল সমুজ্জ্বল হইয়া থাকে; আবার জ্যেষ্ঠ হইতেই কুল বিনষ্ট হইয়া যায়। যিনি জ্যেষ্ঠ হইয়া কনিষ্ঠদিগকে বঞ্চনা করেন, তিনি জ্যেষ্ঠপদবাচ্য নহেন। যে ব্যক্তি অন্যকে বঞ্চনা করে, তাহাকে অশেষ পাপে লিপ্ত হইতে হয়, সন্দেহ নাই। বেতস পুষ্পের ন্যায় বঞ্চক ব্যক্তির জন্ম নিতান্ত নিরর্থক। যে কুলে পাপাত্মারা জন্ম গ্রহণ করে, সেই কুলের কীর্ত্তি বিলুপ্ত ও অকীর্ত্তি চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে। জ্যেষ্ঠভ্রাতা পাপনিরত ও দুরাত্মা হইলেও

তাঁহাকে যথোচিত সম্মান করা কনিষ্ঠের অবশ্য-কর্ত্তব্য। স্ত্রী অথবা কনিষ্ঠ সহোদর দুশ্চরিত্র হইলে, তাহাদিগের শ্রেয়োলাভের নিমিত্ত যত্ন করা নিতান্ত আবশ্যক। ধর্ম্মবিদ্ পণ্ডিতেরা শ্রেয়ঃসাধনকেই ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিযা থাকেন। পিতার পরলোকলাভ হইলে জ্যেষ্ঠই পিতৃস্বরূপ হইয়া কনিষ্ঠদিগকে প্রতিপালন করেন। অতএব পিতার ন্যায় জ্যেষ্ঠের আজ্ঞা প্রতিপালন ও তাঁহার প্রতি ভক্তিপ্রদর্শন করা কনিষ্ঠদিগের পরম ধর্ম্ম।

আচার্য্য অপেক্ষা উপাধ্যায়ের, উপাধ্যায় অপেক্ষা পিতার এবং পিতা ও সমুদয় পৃথিবী অপেক্ষা জননীর গৌরব দশগুণ অধিক; অতএব জননীর তুল্য গুরু আর কেহই নাই। লোকে এই নিমিত্তই নিয়ত জননীর উপাসনা করিয়া থাকে। জনক-জননী অচিরস্থায়ী শরীরনির্ম্মাণের হেতু মাত্র। কিন্তু আচার্য্য হইতে অজর ও অমর জ্ঞান লাভ করা যায়; অতএব আচার্য্যকে সম্মান করা অবশ্য-কর্ত্তব্য। যিনি বাল্যকালে স্তন্যদ্বারা দেহের পুষ্টিসম্পাদন করেন, তাঁহাকে এবং জ্যেষ্ঠা ভগিনী ও ভ্রাতৃভার্য্যাকে মাতৃতুল্য জ্ঞান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

অন্নদানের তুল্য দান আর কিছুই নাই। এই নিমিত্ত ধার্ম্মিক মানবগণ বিশেষরূপে অন্নদান করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন। অন্ন বিনা কেহই প্রাণ ধারণ করিতে সমর্থ হয় না। অন্নই সমুদয় বিশ্বসংসার ধারণ করিয়া রহিয়াছে। গৃহস্থ, ভিক্ষুক ও তাপসগণ অন্নদ্বারাই জীবন ধারণ করিয়া থাকেন। অতএব

অন্নকেই প্রাণের উৎপাদক বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি আপনার মঙ্গল ইচ্ছা করেন, তিনি পরিবারকে কষ্ট প্রদান করিয়াও চণ্ডাল বা কুক্কুরকে অন্ন দান করিলে, তাহাও নিষ্ফল হয় না।

সত্যই সাধুব্যক্তিদিগের সনাতন ধর্ম্ম ও পরম গতি। সত্য তপঃ, যোগ, যজ্ঞ ও পরব্রহ্মস্বরূপ। একমাত্র সত্যেই সমুদয় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। অপক্ষপাত, অমৎসরতা, ক্ষমা, লজ্জা তিতিক্ষা, অনসূয়া, অক্রোধ, ত্যাগ, ধ্যান, সাধুতা, সরলতা, ধৈর্য্য ও অহিংসা, এই সমুদয়ই সত্যস্বরূপ। সত্য অব্যয়, অবিকৃত, সকল ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ ও বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত। ইচ্ছা, দ্বেষ, কাম ও ক্রোধের উপশম হইলেই ইষ্ট, অনিষ্ট ও শত্রুতে অপক্ষপাত জন্মিয়া থাকে। জ্ঞানবলে গাম্ভীর্য্য, ধৈর্য্য, নির্ভীকতা ও অরোগিতা লাভ করিতে পারিলেই অমৎসরতা লাভ হয়। সত্যবাদী ব্যক্তি অনায়াসে উহা প্রাপ্ত হইতে পারেন। লজ্জাশীল ব্যক্তি সতত মঙ্গললাভ করেন; তিনি কখনই বিষণ্ণ হয়েন না, এবং তাঁহার বাক্য ও মন নিরন্তর প্রশান্তভাব অবলম্বন করিয়া থাকে। তিতিক্ষা ধৈর্য্যপ্রভাবে সমুৎপন্ন হয়। ধর্ম্মার্থলাভ ও লোকসংগ্রহ করিবার নিমিত্ত তিতিক্ষা অবলম্বন করা অবশ্য-কর্ত্তব্য। লোকে রাগদ্বেষবিহীন না হইলে কখনই ত্যাগরূপ মহাগুণসম্পন্ন হইতে পারে না। যিনি প্রযত্নসহকারে রাগদ্বেষ-বিহীন হইয়া লোকের শুভানুষ্ঠান করিতে পারেন, তাঁহারই

সাধুতালাভ হইয়া থাকে। সুখ বা দুঃখের সময় কিছুমাত্র মনের চাঞ্চল্য না হওয়াই ধৈর্য্যের লক্ষণ। শ্রেয়োলাভার্থী ব্যক্তি সতত ঐ গুণ অবলম্বন করিবেন। ধৈর্য্যাবলম্বন করিলে কদাচ চিত্তবিকার জন্মে না। যাঁহারা ক্ষমাগুণসম্পন্ন ও সত্যপরায়ণ হইয়া হর্ষ, ভয় ও ক্রোধ পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহাদিগেরই ধৈর্য্যলাভ হইয়া থাকে। কায়মনোবাক্যে কাহারও অনিষ্ট চিন্তা না করা এবং সকলের প্রতি অনুগ্রহ ও দান করাই সাধুদিগের নিত্যধর্ম্ম। সত্যের এই ত্রয়োদশ লক্ষণ। ইহারা সতত সত্যের আশ্রয়গ্রহণপূর্ব্বক উহাকে পরিবর্দ্ধিত করিয়া থাকে। সত্যের গুণগরিমার পরিসীমা নাই। এই নিমিত্তই দেবতা, পিতৃলোক ও ব্রাহ্মণগণ সত্যের সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। সত্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম ও মিথ্যা অপেক্ষা মহাপাতক আর কিছুই নাই। সত্যই ধর্ম্মের আধার; অতএব সত্য বিলুপ্ত করা নিতান্ত গর্হিত কার্য্য, সন্দেহ নাই। সত্যপ্রভাবে দান, সদক্ষিণ যজ্ঞ, তপঃ, অগ্নিহোত্র, বেদাধ্যয়ন ও অন্যান্য ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। মানদণ্ডের একদিকে সহস্র অশ্বমেধ ও অন্য দিকে সত্য আরোপিত করিলে, সহস্র অশ্বমেধ অপেক্ষা সত্যই গুরুতর হইবে, সন্দেহ নাই।

মানবগণ কেবল সদাচারবলেই দীর্ঘায়ু, ধনবান্ ও উভয়লোকে যশস্বী হয়। স্বীয় মঙ্গল কামনা করিতে হইলে সদাচারী হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। সদাচারবলে পাপাত্মা ব্যক্তির

পাপও নিরাকৃত হয়। সদাচার ধর্ম্মের এবং সচ্চরিত্র সাধুর প্রধান লক্ষণ। সাধুদিগের আচারই সদাচার বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ধর্ম্ম ও বিবিধ মঙ্গল কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, মানবগণ তাহাকে দর্শন না করিয়াও তাহার নামমাত্র শ্রবণেই তাহার হিতানুষ্ঠান করিয়া থাকে। যাহারা নাস্তিক, ক্রিয়াবর্জ্জিত, বেদপরাঙ্মুখ, শাস্ত্রপরিত্যাগী, অধার্ম্মিক, দুরাচার ও নিয়মপরিশূন্য, তাহারা ইহলোকে অল্পায়ু এবং পরলোকে নরকগামী হইয়া থাকে। মনুষ্য সুলক্ষণবিহীন হইয়াও কেবল সদাচারসম্পন্ন, শ্রদ্ধাশীল, ঈর্ষ্যাপরিশূন্য, সত্যবাদী, ক্রোধবিহীন ও সরলস্বভাব হইলেই শতবৎসর জীবিত থাকিতে পারে। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে জাগরিত হইয়া ধর্ম্মার্থচিন্তা করিয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে ঈশ্বরের উপাসনা কর্ত্তব্য। তিরস্কার, নিন্দা ও শঠতা পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ক্রোধ মনুষ্যকে সংহার করে। যে ব্যক্তি ক্রোধ সংবরণ করিতে সমর্থ হয়, তাহারই মঙ্গল; কিন্তু যাহার ক্রোধবেগ ধারণ করিবার সামর্থ্য নাই, নিদারুণ ক্রোধ তাহারই অমঙ্গলের কারণ হয়। মানবগণ ক্রোধাবিষ্ট হইলে অশেষবিধ পাপানুষ্ঠান ও গুরুজনদিগের প্রাণবিনাশ করিতে পারে, অতি কঠোর বাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক শ্রেষ্ঠ লোকেরও অবমাননা করিয়া থাকে। ক্রোধপরবশ ব্যক্তির কদাচ বাচ্যাবাচ্য জ্ঞান ও অকার্য্যের বিচারণা থাকে না। অধিক কি, ক্রোধানল উত্তেজিত হইলে

ক্রুদ্ধ ব্যক্তি অনায়াসে আপনাকেও শমনসদনে প্রেরণ করে। এই সমস্ত দোষ প্রদর্শনপূর্ব্বক অশেষ জ্ঞানশালী পণ্ডিতেরা ক্রোধকে পরাজয় করিয়া ইহলোকে ও পরলোকে অশেষ সুখ সম্ভোগ করিতেছেন। যে ব্যক্তি ক্রোধের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ না করে, সে আত্মপর উভয়কেই মহৎ ভয় হইতে পরিত্রাণ করিয়া থাকে। দুর্ব্বলের ক্রোধ সম্বরণ করাই বিধেয়। আপৎকাল উপস্থিত হইলে বলবান্ ও দুর্ব্বল উভয়েই পীড়য়িতাকে ক্ষমা করিবে। সাধুলোকেরা জিতক্রোধ ব্যক্তিকে সাতিশয় প্রশংসা করিয়া থাকেন। ক্ষমাবান্ সজ্জন ব্যক্তির নিশ্চয়ই জয়লাভ হইয়া থাকে। যিনি প্রবল ক্রোধ বশীভূত করিতে সমর্থ হয়েন, তাঁহার হৃদয়াভ্যন্তরে কিঞ্চিন্মাত্র ক্রোধের সঞ্চার থাকে না, তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতেরা তাঁহাকেই তেজস্বী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ক্রুদ্ধব্যক্তি কার্য্যাকার্য্য আলোচনা করিতে পারে না, মর্য্যাদারও অপেক্ষা রাখে না। অবধ্যের বধ ও গুরুজনের পীড়াপ্রদানে রত থাকে। অতএব তেজস্বী পুরুষ অবশ্যই ক্রোধ পরিত্যাগ করিবে। যে ব্যক্তি ক্রোধকে তেজ বলিয়া নিশ্চয় করিয়া থাকে। হীনমতি মূঢ় ব্যক্তিই ক্ষমা আর্জ্জবাদি গুণ সকল লঙ্ঘন করিয়া থাকে। ক্ষমাশীল ব্যক্তি যজ্ঞবেত্তা ও বেদবেত্তা তপস্বীদের অপেক্ষা উপরিতন লোক প্রাপ্ত হয়।

আমি ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করি না। কিন্তু দাতব্য বলিয়া দান করি, যষ্টব্য বলিয়া যজ্ঞ করিয়া থাকি। ফল থাকুক আর নাই থাকুক, গৃহস্থাশ্রমে যে সকল কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য,

আমি তাহা যথাশক্তি অনুষ্ঠান করি। যে ব্যক্তি স্বর্গাদিফল-লাভলোভে ধর্ম্মাচরণ করে, সে ব্যক্তি ধর্ম্ম-বণিক্; সুতরাং সে মুখ্যফলে অনধিকারী ও ধার্ম্মিকসমাজে জঘন্যরূপে পরিগণিত হয়। সে কদাচ প্রকৃত ধর্ম্মফল ভোগ করিতে সমর্থ হয় না। যে পাপমতি নাস্তিকতা প্রযুক্ত ধর্ম্মের প্রতি সন্দিহান হয়, তাহারও ধর্ম্মজনিত ফললাভের প্রত্যাশা থাকে না। যে মূঢ় শাস্ত্র উল্লঙ্ঘন করিয়া ধর্ম্মে অশ্রদ্ধা অরে, সে ব্যক্তি তস্কর হইতেও পাপীয়ান্।

একদা সত্যভামা যাজ্ঞসেনীকে কহিলেন, "হে দ্রৌপদি! তুমি মহাবীর পাণ্ডবগণের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়া থাক? তাঁহারা যে কখনই তোমার প্রতি ক্রোধান্বিত হয়েন না, প্রত্যুত ঈদৃশ বশীভূত হইয়াছেন যে, তোমা ভিন্ন আর কাহাকেও মনে করেন না. ইহার কারণ কি? ব্রতচর্য্যা, জপ, তপঃ, বশীকরণবিদ্যা, মন্ত্র বা ঔষধ, ইহাদের কোন্ উপায়ের প্রভাবে পাণ্ডবগণ তোমার এতাদৃশ বশীভূত হইয়াছেন?"

দ্রৌপদী কহিলেন, "সত্যভামে! তুমি যে সকল উপায়ের কথা কহিলে, অসৎস্ত্রীগণই ঐসকল উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। স্বামী পত্নীকে মন্ত্রপরায়ণ জানিতে পারিলে, তাহাকে গৃহস্থিত সর্পের ন্যায় ভাবিয়া সতত উদ্বিগ্ন থাকেন। স্বামী কদাচ মন্ত্রদ্বারা বশীভূত হয়েন না। অনেক পাপপরায়ণ কামিনী স্বামী বশ করিবার নিমিত্ত ঔষধ প্রদান করায়, তাহাদিগের

মধ্যে কেহ জলোদরগ্রস্ত, কেহ বা কুষ্ঠী, কেহ বা পুরুষত্বরহিত, কেহ বা জড়, কেহ বা অন্ধ, কেহ বা বধির হইয়া গিয়াছে।

আমি মহাত্মা পাণ্ডবগণের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। আমি কাম, ক্রোধ ও অহঙ্কার পরিহারপূর্ব্বক সতত পাণ্ডবগণ ও তাঁহাদের অন্যান্য স্ত্রীদিগের পরিচর্য্যা করিয়া থাকি। অভিমান পরিহারপূর্ব্বক প্রণয় প্রকাশ করিয়া অনন্যমনে পতিগণের চিত্তানুবর্ত্তন করি। দুর্ব্বাক্যপ্রয়োগ ও দুরবেক্ষণে সতত শঙ্কিত থাকি, কদাপি দ্রুত-পদসঞ্চারে গমন বা কুৎসিতরূপে উপবেশন করি না, এবং পাণ্ডবগণের ইঙ্গিতজ্ঞ হইয়া সতত সেবা করি। পতি ভিন্ন অন্য কাহাকেও মনে স্থান প্রদান করি না। ভর্ত্তৃগণ স্নান, ভোজন ও উপবেশন না করিলে কদাপি স্নান, আহার বা উপবেশন করি না। ভর্ত্তা বন, উপবন বা গ্রাম হইতে গৃহে আগমন করিলে তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক আসন ও উদক প্রদানদ্বারা তাঁহার অভিনন্দন করি। আমি প্রত্যহ উত্তমরূপে গৃহপরিষ্কার, গৃহোপকরণ মার্জ্জন, যথাসময়ে পাক ও ভোজনপ্রদান এবং সাবধানে ধান্যরক্ষা করিয়া থাকি। দুষ্ট স্ত্রীর সহিত কখন সহবাস করি না, তিরস্কারবাক্য মুখেও আনি না; সকলের প্রতি অনুকূল ও আলস্যশূন্য হইয়া কালযাপন করি। পরিহাস-সময় ব্যতীত হাস্য এবং দ্বারে বা অপরিষ্কৃত স্থানে কিংবা গৃহোপবনে বাস করি না। অতিহাস ও অতিরোষ পরিত্যাগপূর্ব্বক সত্যনিরত হইয়া নিরন্তর ভর্ত্তৃগণের সেবা করিয়া থাকি। তাঁহাদিগকে অবলোকন না

করিয়া এক মুহূর্ত্তও সুখী থাকি না। স্বামী কোন কারণে প্রোষিত হইলে পুষ্প ও অনুলেপন পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রতানুষ্ঠান করি। ভর্ত্তা যে যে দ্রব্য পান, সেবন বা ভোজন না করেন, আমিও তৎসমুদয় তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করি। উপদেশানুসারে অলঙ্কৃত ও প্রযত হইয়া স্বামীর হিতানুষ্ঠান সাধন করিয়া থাকি। আমার শ্বশ্রূ, কুটুম্ব বিষয়ে আমাকে যে সমুদয় ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছেন এবং ভিক্ষা, বলি, শ্রাদ্ধ ও পর্ব্বাহে স্থালীপাক ও মান্যগণের পূজা প্রভৃতি যে সকল কর্ম্ম আমার মনে জাগরূক আছে, আমি অতন্দ্রিতচিত্তে দিবারাত্রি তৎসমুদয় পালন করি। আমি প্রযত্নাতিশয়সহকারে সর্ব্বদা বিনয় ও নিয়ম অবলম্বন এবং মৃদু, সত্যশীল, সাধু ও ধর্ম্মপালক পতিদিগকে ক্রুদ্ধ সর্পসমূহের ন্যায় জ্ঞান করত পরিচর্য্যা করিয়া থাকি। আমি প্রত্যহ বীরপ্রসবিনী আর্য্যা কুন্তীকে স্বয়ং অন্ন, পান ও আচ্ছাদন প্রদানদ্বারা সেবা করি, কদাপি উঁহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ভোজন বা বসন-ভূষণ পরিধান করি না। পূর্ব্বে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিকেতনে প্রত্যহ সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করিতেন। আমি ঐ সমুদয় ব্রাহ্মণগণকে অন্ন, পান ও আচ্ছাদন প্রদানপূর্ব্বক সমুচিত সৎকার করিতাম। মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের নৃত্যগীতবিশারদ শত সহস্র দাসী ছিল, আমি তাহাদের সকলেরই নাম, রূপ ও কৃতাকৃত কর্ম্মসমুদয় অবগত ছিলাম এবং তাহাদিগকে অন্ন, পান ও আচ্ছাদন প্রদান করিতাম। সেই সকল দাসীরা পাত্র হস্তে লইয়া অতিথি-

গণকে ভোজন করাইত। আমি একাকিনী মহারাজের সমুদয় আয়ব্যয়ের বিষয় অবগত ছিলাম। পাণ্ডবগণ আমার উপর সমুদয় পোষ্যবর্গের ভার অর্পণ করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত হইতেন, আমি সুখ পরিহার করিয়া দিবারাত্রি এই দুর্ব্বহ ভার বহন করিতাম। আমি একাকিনী পূর্ণ কোষাগারের তত্ত্বাবধান করিতাম, দিবা-রাত্রিকে সমান জ্ঞান এবং ক্ষুধা-তৃষ্ণাকে সহচরী করিয়া সতত কৌরবগণের আরাধনা করিতাম। আমি সর্ব্বাগ্রে প্রতিবোধিত ও সর্ব্বশেষে শয়ান হইতাম এবং সতত সত্যব্যবহারে রত থাকিতাম। সে সত্যভামে! আমি পতি বশীভূত করিবার এই মহৎ উপায় জানি; কিন্তু অসদাচার কামিনীগণের ন্যায় কদাচ কুব্যবহার করি না, তাহা করিতে অভিলাষও করি না।

পতিই পরম দেবতা; পতির ন্যায় দেবতা আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না; তাঁহার প্রসাদে সমস্ত মনোরথ সফল হয়, কোপ সমুদয় বিনষ্ট হয়,; তাঁহা হইতেই অপত্য, বিবিধ বিষয় ভোগ, উত্তম শয্যা, বিচিত্র আসন, বসন, গন্ধ, মাল্য, স্বর্গ, পুণ্যলোক ও মহতী কীর্ত্তি লাভ হইয়া থাকে। স্বাধ্বী স্ত্রী প্রথমতঃ দুঃখ ভোগ করিলেও পরিশেষে সুখভাগিনী হয়।"

তুমি কৃষ্ণের প্রতি প্রতিদিন অকৃত্রিম প্রণয় প্রকাশপূর্ব্বক রমণীয় বেশভূষা, সুচারু ভোজনদ্রব্য, মনোহর গন্ধমাল্য প্রদান দ্বারা তাঁহার আরাধনা করিলে তিনি আপনাকে তোমার পরম প্রণয়াস্পদ বিবেচনা করিয়া অবশ্যই তোমার প্রতি অনুরক্ত হইবেন, তাহার সন্দেহ নাই। দ্বারদেশাগত স্বামীর কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিবামাত্র গাত্রোত্থানপূর্ব্বক গৃহমধ্যে দণ্ডায়মান থাকিবে, অনন্তর তিনি গৃহপ্রবিষ্ট হইলেই পাদ্য ও আসন প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার অভ্যর্থনা করিবে। তিনি কোন কার্য্যের নিমিত্ত দাসীকে

নিয়োগ করিলে, তুমি স্বয়ং উত্থিত হইয়া সেই কার্য্য সম্পাদন করিবে। তোমার এইপ্রকার সদ্ব্যবহার-সন্দর্শনে কৃষ্ণ তোমাকে অবশ্যই সাতিশয় পতিপরায়ণা জ্ঞান করিবেন। পতি তোমার নিকট যাহা কহিবেন, তাহা গোপনীয় না হইলেও তুমি কদাচ প্রকাশ করিবে না।

যে সমস্ত ব্যক্তি স্বামীর প্রণয়পাত্র, সতত অনুরক্ত ও হিতসাধনে নিযুক্ত, বিবিধ উপায় দ্বারা তাঁহাদিগকে ভোজন করাইবে এবং প্রযত্নাতিশয়-সহকারে স্বামীকে দ্বেষ্য, বিপক্ষ, অহিতাচারী ও কুহকীদিগের সহবাস পরিত্যাগ করাইবে।

সৎকুলজাত পুণ্যশীল পতিব্রতা স্ত্রীদিগের সহিত সখ্য করিবে; ক্রূর, কলহপ্রিয়, ঔদরিক, চৌর, দুষ্ট ও চপল অবলাদিগের সহবাস সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবে এবং সদ্গন্ধচর্চ্চিত-কলেবর ও মহার্হমাল্যাভরণ-বিভূষিত হইয়া সর্ব্বদা স্বামীর শুশ্রূষাপরায়ণ হইবে। এইরূপ সদাচরণে কাল হরণ করিলে কেহ তোমার প্রতি শক্রতাচরণ করিতে পারিবে না এবং তোমার মহতী কীর্ত্তি, পরম সৌভাগ্য ও স্বর্গলাভ হইবে।”

সত্যভামা ধর্ম্মচারিণী পঞ্চালরাজতনয়ার ঐরূপ ধর্ম্মসংযুক্ত বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহাকে কহিলেন, “হে যাজ্ঞসেনি! আমার অপরাধ হইয়াছে, ক্ষমা কর। সখীজনের পরিহাসবাক্য স্বভাবতঃ প্রায়ই এইরূপ হইয়া থাকে, তাহাতে ক্রোধ বা দুঃখ করা উচিত নহে।”

কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রণীত মহাভারত হইতে সঙ্কলিত।